হাদীস মানার দাবীদার তথাকথিত

আহলে হাদীসদের গোপন রহস্য

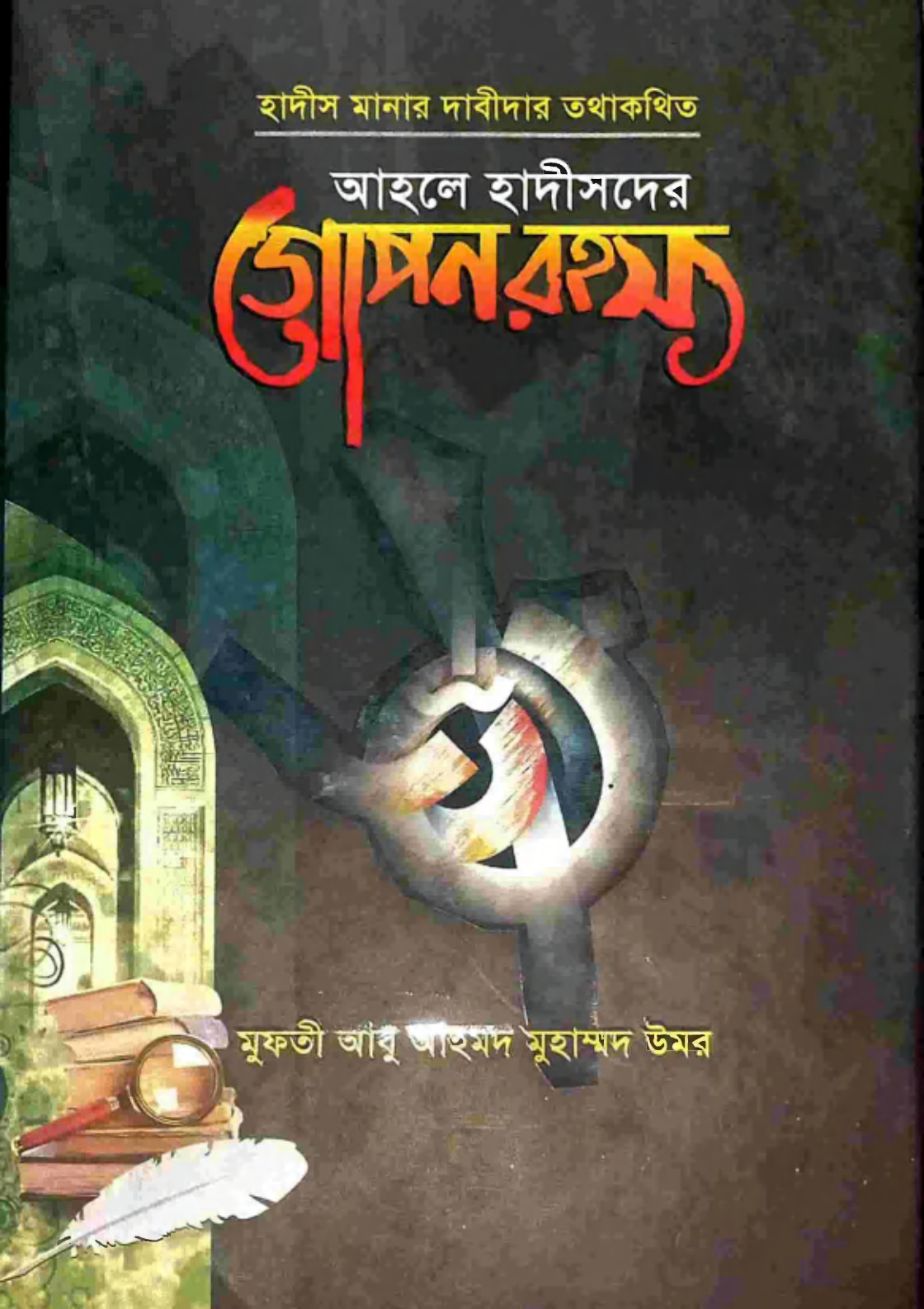

মুফতী আবু আহমদ মুহাম্মদ উমর

হাদীস মানার দাবীদার তথাকথিত

আহলে হাদীসদের

গোপন রহস্য

সংকলক

মুফতী আবু আহমদ মুহাম্মদ উমর

মুখপাত্র আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত পাকিস্তান

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রকাশনায়

বাইতুল উলূম লাইব্রেরী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

হাদীস মানার দাবীদার তথাকথিত
আহলে হাদীসদের

গোপন রহস্য

মূল
মুফতী আবু আহমদ মুহাম্মদ উমর
অনুবাদ
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ
০১৫৩৪-১১৬১১২

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
রবিউস সানী-১৪৩৭ হিজরী
জানুয়ারী-২০১৬ ইং

মূল্য-২৬০/= (দুইশত ষাট টাকা মাত্র)

মাযহাব ও তাকলীদের যথার্থতা উপলব্ধি করার জন্য এবং হানাফীদের আমলের প্রামাণ্যতা জানার জন্য হানাফী সিরিজের নিম্নলিখিত বইগুলি আজই সংগ্রহ করুন।

১। ইমামের পিছনে সুরায়ে ফাতেহা পড়া এবং জোরে আমীন বলা

২। নামাযে বার বার হাত উঠানো এবং বুকের উপর হাত বাঁধা

৩। মহিলাদের মসজিদে গমন এবং নারী পুরুষের নামাযের পার্থক্য

৪। বিতিরের নামায তিন রাকাআত এক রাকাআত পড়া ভুল

৫। জানাযার নামাযে সুরায়ে ফাতেহা পড়ার বিধান

৬। তারাবীর নামায বিশ রাকাআত আট রাকাআত পড়া ভুল

৭। শবে বারাআতের ফজীলত ও করণীয়

৮। জুমার খুতবা আরবীতেই হওয়া জরুরী

৯। হানাফী মাযহাবের উপর কিছু অভিযোগ ও তার উত্তর

১০। তাকলীদ ঃ দ্বীনের উপর চলার সহজ পথ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলার অগণিত শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের দুনিয়া আখিরাতের সফলতা ও কামিয়াবীর জন্য ইসলামের মত মহা দৌলত দান করেছেন আর কুরআন-হাদীসের সঠিক অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মত মহামনীষীদের ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সারা বিশ্বে এখন যে চার মাযহাব প্রচলিত আছে তার সবগুলির মাধ্যমে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত হাদীসের উপর আমল হয়ে যাচ্ছে। তাকলীদের এই ধারা কুরআন হাদীস ইজমা-কিয়াস সমর্থিত। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে যারা গভীর জ্ঞান রাখেন তাদের নিকট বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। তাই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই তাকলীদ ও মাযহাব মানার এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে। বিগত চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত কেউ এর বিরোধিতা করে মুখ খোলার সাহস পায়নি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিগত এক শতাব্দী যাবত লা মাযহাবী নামধারী কিছু ব্যক্তিবর্গ তাকলীদের এই নিরাপদ পথকে পরিহার করে কুরআন-হাদীসের অনুবাদ দেখে সরাসরি তার উপর আমল করার চটকদার শ্লোগান তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

অথচ একথা স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র অনুবাদ দেখে কুরআন-হাদীসের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়। হাদীস মানার দাবীদার তথাকথিত আহলে হাদীসরা কথায় কথায় যদিও বুখারী-মুসলিমের কথা এবং সহীহ হাদীসের কথা বলে থাকে কিন্তু তারা নিজেরা অনেক ক্ষেত্রে বুখারী-মুসলিম এবং সহীহ হাদীসের ধার ধারে না। আলোচ্য কিতাবটিতে এই ধরনের বিষয়গুলি দলীল প্রমাণ সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুফতী আবু আহমাদ মুহাম্মাদ উমর অত্যন্ত পরিশ্রম করে লা মাযহাবীদের গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহ হতে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভুলগুলি ধরিয়ে দিয়েছেন এবং 'ছুপে রায' নামে সেটি প্রকাশ করেছেন। কিতাবটির উপকারিতা উপলব্ধি করে আমরা এর অনুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। আশা করি এর দ্বারা সকলেই উপকৃত হবেন। বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকার কারণে কিতাবের পরিশিষ্টে হযরাতুল উস্তাদ শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান সংযোজন করা হয়েছে। যা আম-খাছ সকলের জন্যই উপকারী হবে বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই প্রয়াসকে কবুল করুন।

বিনীত

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মুহাম্মদপুর, ঢাকা
১০ই রবিউস সানী, ১৪৩৭ হিজরী

সূচী পত্র

প্রথম অধ্যায়

* সূরায়ে ফাতিহার পূর্বে জোরে বিসমিল্লাহ্ পড়া..... ০৯
* বুকের উপর হাত বাঁধা..... ৩২
* গায়েবানা জানাযা পড়া..... ৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

* ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়া..... ৬০
* আমীন এক নতুন বিতর্কের দ্বার প্রান্তে..... ৮৬
* নামাযের মধ্যে বিভিন্ন আয়াতের উত্তর দেয়া..... ১০৯
* লা-মাযহাবী এবং তাদের গলত হাওয়ালা..... ১২২

তৃতীয় অধ্যায়

* গায়রে মুকাল্লিদ এবং তাকলীদ..... ১৬৬
* খালি মাথায় নামায পড়া..... ১৮৬
* বিতিরের দু'আয়ে কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে?..... ২০০

চতুর্থ অধ্যায়

* গায়রে মুকাল্লিদ এবং হারামাইন শরীফ..... ২১৭
* গায়রে মুকাল্লিদ এবং সহীহ বুখারী..... ২২৮

পরিশিষ্ট

* একটি ঐতিহাসিক বয়ান
লা-মাযহাবী ফেতনার স্বরূপ..... ২৪০

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

* সূরায়ে ফাতিহার পূর্বে জোরে বিসমিল্লাহ্ পড়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

* বুকের উপর হাত বাঁধা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

* গায়েবানা জানাযা পড়া

পূর্ব কথা

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের দাবী হল গোটা পৃথিবীতে মাযহাবের অনুসারী কোটি কোটি মুসলমান যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে তা হাদীস সম্মত নয়। তারা বুঝে কিংবা না বুঝেই লোকসমাজে এই প্রচারণা চালিয়ে থাকে, হয়তো তাদের জানা নেই যে, এগুলো শুধুই মুখের দাবী। বাস্তব অবস্থা এর পুরো উল্টো।

সামনের পৃষ্ঠা গুলোতে আমরা তাদের নামায সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে দালিলিক আলোচনা করবো, এর দ্বারা আশা করি পাঠকবর্গ সঠিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

এক ঃ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ইমামরা নামাযে সূরা ফাতিহার পূর্বে উঁচু স্বরে বিসমিল্লাহ পড়ে থাকে। দালিলিক দৃষ্টিকোন থেকে তাদের এ দাবী কতটুকু বাস্তবতা রাখে, আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠকবর্গ তার 'আন্দায' করতে পারবেন। মজার ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়ের নতুন আলেমরা সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, সূরা ফাতিহার পূর্বে উঁচু স্বরে বিসমিল্লাহ পড়া কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং আমরা বলতে চাই, অন্যের নামায নিয়ে মাথা ঘামায় যারা তাদের আগে নিজের নামায সহীহ করা দরকার।

দুই ঃ এ সম্প্রদায়ের পরিচয় বৈশিষ্টের একটি হলো, তারা বুকের উপর হাত বাঁধে, এটি কতটুকু হাদীস সম্মত আমরা এ ব্যাপারেও বিশদ আলোচনা করবো।

তিন ঃ তারা গায়েবানা জানাযার প্রবক্তা, এ জন্যই তারা গায়েবানা জানাযা পড়ে থাকে আর বলে বেড়ায় যে, এ সবই সহীহ হাদীসের আলোকে করা হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃত বিষয়টা কি, পাঠকবর্গ ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই তা জানতে পারবেন। প্রথম অধ্যায়ে এই তিনটি বিষয়ের উপর আমরা বিস্তারিত আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূরায়ে ফাতিহার পূর্বে জোরে বিসমিল্লাহ্ পড়া

গায়বে মুকাল্লিদ ঃ আস সালামু আলাইকুম, ।

মুকাল্লিদ ঃ ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আপনি যে নামায পড়েছেন তাতে রফয়ে ইয়াদাইন করেন নি, বুকের উপর হাত বাঁধেন নি, উভয় পায়ের মাঝে যথেষ্ঠ পরিমাণ ফাঁকা রাখেন নি, অতএব আপনার নামায তো হয় নি, সুতরাং হাসীসের আলোকে আপনার নামায সহীহ করা চাই।

মুকাল্লিদ ঃ প্রিয় আহলে হাদীস ভাই, কোন পরিচয় ছাড়াই এতো বড় ফতোয়া দিয়ে দিলেন যে, ব্যাপারটা কী?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ এটাতো নতুন কোন ফতোয়া নয়। আমাদের আলেম-জাহেল সবাই এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই নামায পড়েন।

মুকাল্লিদ ঃ আমাদের প্রিয় নবীর দাওয়াত তো ছিলো পূর্ণ ইসলামের প্রতি, কিন্তু আপনাদের কর্ম পদ্ধতির এই বৈপরীত্য দেখে বড় আশ্চর্যবোধ হয়, পূর্ণ ইসলামের প্রতি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে দাওয়াতী পদ্ধতি ছিলো তা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র শাখাগত মাসআলাতেই আপনাদের নাক গলাতে দেখি। হাবভাব দেখে মনে হয় আপনারা চান, সব মুসলমান যেনো চৌদ্দশত বছর পরের আপনাদের আবিষ্কৃত মনগড়া পদ্ধতিতে নামায পড়ে।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ প্রিয় ভাই আসলে ব্যাপারটি এমন নয়, বরং আমরা চাই, সব মুসলমানের নামায যেনো হাদীস অনুযায়ী হয়ে যায়। অন্যথায় এ নামাযে তো কোন ফায়দা নেই।

মুকাল্লিদ ঃ মাশা'আল্লাহ, হাদীসওয়ালা নামাযের তো বিরাট দাবী করলেন, কিন্তু আমি মনে করি, এই মিথ্যাচার ছেড়ে দিয়ে এটা বলা আপনাদের জন্য ভাল যে, আমরা চাই, সব মুসলমান যেনো আমাদের মনগড়া পদ্ধতিতে নামায পড়ে।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ কেন, আসলে আমরা যা চাই তাই বলছি। হাদীসের মুতাবেক বলতে সমস্যা কোথায়?

মুকাল্লিদ ঃ ঠিক আছে ভাই, এখন আমার হাতে সময় নেই। জরুরী কাজ আছে, পরে কখনো এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশা'আল্লাহ।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ ইমপসিবল, এটা তো সময়ই বলে দিবে, আসলে কে ভাগতে চাচ্ছে। ঠিক আছে, এখন যাই।

বিতর্কের শুরু

মুকাল্লিদ ঃ আসসালামু আলাইকুম,

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ ওয়ালাইকুমুস সালাম। শুকরিয়া, আপনি সময় মতো এসে পড়েছেন। আপনার যে কথা এখনো আমার কানে বাজছে। আপনি বার বার বলেছেন যে, আমরা নাকি হাদীস ছেড়ে দিয়ে মনগড়া পদ্ধতিতে নামায পড়ি, অথচ আমরা হলাম পাক্কা আহলে হাদীস, আমাদের প্রত্যেকটা আমল হাদীস সম্মত।

মুকাল্লিদ ঃ আপনি তো দেখি এবার আগের চেয়েও বড় দাবী করেছেন। সব বাদ দিলাম শুধুমাত্র আপনাদের নামাযকে হাদীস মুতাবেক প্রমাণিত করুন।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ অবশ্যই, আমাদের আমলের ভিত্তিই হলো বুখারী মুসলিম, এর আলোকেই আমরা নামায পড়ি।

মুকাল্লিদ ঃ ভাই, আমি আপনার সাথে অযথা বিতর্কে জড়াতে চাই না। যা বলবেন দলীল প্রমাণ সহ বলবেন, অনর্থক চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া ছোঁড়ি করে আমি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করবো না।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ ঠিক আছে, আমাদের আলোচনা প্রমাণ ভিত্তিক হবে।

মুকাল্লিদ ঃ যদি তাই হয় তাহলে প্রথমে আমাদের দলীলের উৎস বা প্রমাণ সূত্র নির্দিষ্ট করা যাক। যেনো আমাদের আলোচনা সারগর্ভ ও ফলপ্রসু হয়। এর আগে আরেকটি বিষয় জানতে চাই, আপনি কি নামাযের প্রত্যেকটি আমলকে শুধুমাত্র বুখারী মুসলিমের হাদীস দিয়েই প্রমাণ করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ অবশ্যই, আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারাও বুখারী মুসলিমের হাদীসের আলোকে নামায পড়ে থাকে এবং তা প্রমাণ করে,

যদি তাই না হতো তাহলে আমাদের মাঝে আর আপনাদের মাঝে কী পার্থক্য ছিলো?

মুকাল্লিদ ঃ কোন যয়ীফ হাদীস কিন্তু পেশ করা যাবে না।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আশ্চর্য তো, যখন আমাদের কাছে বুখারী মুসলিমের হাদীস রয়েছে তখন কেন যয়ীফ হাদীস পেশ করতে যাবো।

মুকাল্লিদ ঃ আচ্ছা, এর আগে আরেকটি প্রশ্ন, আপনারা কি সাহাবায়ে কেরামের কওল (বাণী) ফেয়েল (কর্ম) ও ইজতিহাদকে শরী'আতের দলীল মানেন? এবং তাদের আকওয়াল ও আফআলকে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য দলীল হিসেবে পেশ করবেন না তো?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আমরা হলাম আহলে হাদীস বা হাদীসের অনুসারী, হাদীসের উপর আমল করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই কোন সাহাবীর কওল, ফেয়েল ও ইজতিহাদকে চাই তিনি যত বড়ই হোন না কেন আমরা শরী'আতের দলীল হিসেবে মানি না, আর তাদের পরবর্তী কোন ইমাম কিংবা মুজতাহিদের তাকলীদ করা তো দূরের কথা।

মুকাল্লিদ ঃ আপনার এ জওয়াব শুনে আমি খুবই মর্মাহত, তাহলে কি প্রত্যেক গায়রে মুকাল্লিদই মহামান্য সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে এই আকীদা পোষণ করে?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আমাদের মান্যবর আহলে হাদীস আলেমগনণ তো এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছেন। যাতে কোন ধরনের অস্পষ্টতা নেই। নিম্নে তাদের কিছু উদ্ধৃতি বিবৃত হলো-

১. কওলে সাহাবী ঃ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রথম সারির একজন আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, তার লিখিত 'আর রাওযাতুন নাদিয়্যা' নামক গ্রন্থ, যা আমাদের সালাফী মাদরাসা গুলোতে পড়ানো হয়- তার ৪১নং পৃষ্ঠায় আছে 'সাহাবীর কওল শরী'আতের দলীল নয়'। তার পুত্র নওয়াব নূরুল হাসান (রহঃ) ও নিজ লিখিত কিতাব উরফুল জাদী এর ৩৮.৪০.১০১ এবং ১৮০ পৃষ্ঠাতে এই একই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মহামান্য আলেম মাওলানা নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) সংকলিত ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়ার প্রথম খন্ডের ৩৪০নং পৃষ্ঠাতে আছে "কওলে সাহাবী শরী'আতের দলীল নয়"।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা নাযীর হুসাইন সম্পর্কে আহলে হাদীস ইতিহাসবিদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি লিখেন, আমাদের মহামান্য গুরু মাওলানা সাইয়্যেদ নাযীর হুসাইনকে সকলেই দিল্লীর একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ হিসেবে জানেন। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

(তারীখে আহলে হাদীস, পৃঃ ১১৯)

২. ফেয়েলে সাহাবী ঃ এ ব্যাপারে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লিখেন, ফেয়েলে সাহাবী শরী'আতের দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়,

(আততাজুল মুকাল্লাল পৃঃ ২৯২)

আমাদের শাইখুল কুল মিয়া নযীর হুসাইন সাহেবও সাহাবীর ব্যাপারে এই মত ব্যক্ত করেছেন, *(সিরাতে ছানায়ী পৃঃ ১৯৬)*

৩. সাহাবীর ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের ব্যাপারে মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়ার ১ম খন্ডের ৬২২নং পৃষ্ঠায় লিখেন, সাহাবীর ইজতিহাদ শরী'আতের দলীল নয়।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'আর রাওযাতুন নাদিয়্যার ১৫৪নং পৃষ্ঠায় এই মতই ব্যক্ত করেছেন।

মোটকথা, সাহাবীর কওল, ফেয়েল ও ইজতিহাদকে আমরা শরী'আতের দলীল মানি না।

মুকাল্লিদ ঃ আপনার এতক্ষণের বক্তব্য শুনে মনে হল, এ ব্যাপারে আপনার মুতালা'আ অনেক গভীর। আচ্ছা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে প্রত্যেক গায়রে মুকাল্লিদই কি এই আকীদা পোষণ করেন?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আশা করি আমার আলোচনাতেই আপনার প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়ে গেছে। কারণ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের লেখা কিতাবাদিকে আমাদের কাছে প্রামাণ্য বইয়ের মর্যাদা দেয়া হয়, বিশেষ করে তার লেখা কিতাব 'আর রাওযাতুন নাদিয়্যা' যার উদ্ধৃতি আমি বারবার দিয়েছি, আমাদের সালাফী মাদরাসার পাঠ্যসূচীর অন্তভূর্ক্ত।

আর মিয়া নাযীর হুসাইনকে তো আমরা আমাদের মহামান্য গুরু মানি। যাই হোক, আমাদের আহলে হাদীস ভায়েরা এ সকল ব্যাপারে আমাদের বড়দের পুরাপুরি সমর্থন করে। আর আমিও এ ব্যাপারে জোর

গলায় বলতে পারি যে, সাহাবায়ে কেরামের কোন কাজ শরী'আতের দলীল নয়। আমাদের বক্তারা যখন বলে সাহাবায়ে কেরামের কাজ শরী'আতের দলীল নয়, তখন শ্রোতারা শ্লোগান তোলে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, মাসলাকে আহলে হাদীস জিন্দাবাদ।

মুকাল্লিদ ঃ জনাব আপনি এ কী বলছেন? বাস্তবেই কি আপনাদের মজলিসে এমন কান্ড ঘটে?

শ্রোতাদের তো তাকবীর দেয়ার পরিবর্তে এমন বক্তার জিহ্বা টেনে বের করা দরকার।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমাদের বক্তাদের কথা এমন নয় যে, যার কারণে আপনি তাদের জিহ্বা টেনে ছিড়ে ফেলার ফতোয়া দিতে পারেন, মূলত শ্রোতাদের এই উচ্ছাস প্রকাশ আমাদের মাসলাকি উসূলের সাথে ঐকান্তিকতারই বহিঃপ্রকাশ, অবশ্য তাদের উচ্চারণ ভঙ্গিতে আরেকটু নম্রতা থাকা চাই।

মুকাল্লিদ ঃ আচ্ছা ভাই, আপনি মাসলাকী উসূল বলে আসলে কী বুঝাতে চেয়েছেন?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের গুরু নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের পুত্র নওয়াব নূরুল হাসান খান সাহাবীদের ব্যাপারে এই আকীদা পোষণ করাকে আমাদের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রধান মূলনীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার লেখা কিতাব উরফুল জাদী এর ১০১নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন.....

আজ থেকে এটাই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবোচিত হলো যে, সাহাবীর কওল শরী'আতের দলীল নয়।

মুকাল্লিদ ঃ আপনার এ কথা শুনে তো আমি আরো মর্মাহত হলাম যে, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ না করাকে আপনারা আপনাদের মতবাদের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আসলে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা আমলেই হাদীস খুঁজে সরাসরি হাদীসের উপর আমল করি। এ জন্য দেখা যায়, অনেক মাস'আলায় আমাদের উলামারা সাহাবায়ে কেরামের ফায়সালার উল্টো ফায়সালা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ জোনাগড়ী এর নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তিনি স্বলিখিত কিতাব

তরিকে মুহাম্মদী' এর ৩০নং পৃষ্ঠায় লিখেন 'সুতরাং জেনে রাখ যে, অনেক সহজ থেকে সহজ মাস'আলায় ও হযরত উমর (রাঃ) ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

লেখক এ কিতাবেরই ৪০নং পৃষ্ঠায় লিখেন, এ সকল মাস'আলার দলীলের ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) বেখবর ছিলেন।

লেখক উল্লেখিত কিতাবেরই ৪২নং পৃষ্ঠায় আরো লিখেন যে, তারপরও অনেক এমন সহজ মাস'আলা যার সম্মুখীন মানুষ দৈনন্দিন হয় তার দলীলের ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) অজ্ঞ ছিলেন।

মুকাল্লিদ ঃ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, কোন মানুষ নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে খলীফায়ে রাশেদ খলীফায়ে আদেল হযরত উমর (রাঃ) এর ব্যাপারে এমন জঘন্য মন্তব্য করতে পারে, অথচ যার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোষণা হলো.....

আমার পরে কেউ নবী হলে উমরই হতো। যার ফায়সালার সমর্থনে কুরআনের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। যাকে দেখে ইবলীস শয়তানও পলায়ন করতো।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আমি মুখস্থ কিছু বলছি না, বিশ্বাস না হয় মাওলানা জোনাগড়ী এর তরীকে মুহাম্মদী এর উল্লেখিত পৃষ্ঠা খুলে দেখুন।

মুকাল্লিদ ঃ বারবার মাওলানা জোনাগড়ীর কথা বলছেন, সে কে? তার পরিচয় তো দিবেন আগে।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আপনার প্রশ্ন অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তাছাড়া আমরা কিন্তু আমাদের নির্ধারিত বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি।

মুকাল্লিদ ঃ তা আমার মাথায় আছে। মূলত আপনার গভীর অধ্যয়ন আমাকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছে। সুতরাং আমি চাচ্ছি আপনার অধ্যয়ন থেকে আমিও কিছুটা উপকৃত হই।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ যাই হোক, আপনি প্রশ্ন করেছিলেন মাওলানা জোনাগড়ীর পরিচয় সম্পর্কে। ভারতের একটি প্রশিদ্ধ অঞ্চল হলো জোনাগড়ী। তাতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এক সাথে অনেক বড় আলেম খতীব এবং আদীবও ছিলেন। বহু গ্রন্থও রচনা করেছেন। তার

মধ্যে তরীকে মুহাম্মদী, সিরাজে মুহাম্মদী এবং নিকাহে মুহাম্মদী বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। মোটকথা তার বহু কিতাব মুহাম্মদী নিসবতেই অধিক পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তার ইন্তেকাল হয়। তার মৃত্যুতে জামি'আ সালাফিয়া হিন্দুস্তানের অধ্যক্ষ মুখতার নদভী এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন.....

এই বরকতময় ভূমিতে এমন এক মহামনীষীর মৃত্যু হলো যার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামের অনুরুপ।

(খুতুবাতে মুহাম্মদী, পৃঃ ১০)

মুকাল্লিদ ঃ আচ্ছা মুহাম্মদী নিসবতটা কি মুহাম্মদ (সাঃ) এর দিকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে?

গায়বে মুকাল্লিদ ঃ আসলে লেখকের নিজস্ব নাম ছিলো মুহাম্মদ, ঐদিকে লক্ষ্য করেই তিনি কিতাবের নামের সাথে মুহাম্মদী শব্দ যুক্ত করেছেন। যার একটি বড় প্রমাণ হলো তার তত্ত্বাবধানে একটি পত্রিকা বের হতো।

তার নাম তিনি রেখেছিলেন 'আখবারে মুহাম্মদী, আর এটা তো স্পষ্ট যে, এটা নিশ্চয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্রিকা ছিলো না। এছাড়াও আমাদের আহলে হাদীস অনেক আলেম স্বীয় কিতাবের নামকে নিজের নামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন, তাফসীরে ছানাঈ, ফাতাওয়ায়ে ছানাঈয়া মাওলানা মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ অমৃতসারী (রহঃ) লিখিত। 'ফাতাওয়ায়ে নাযিরিয়াহ মিয়া নাযীর হুসাইন (রহঃ) লিখিত। ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়া মাওলানা আব্দুস সাত্তার (রহঃ) এর লিখিত।

আর তারা সবাই আমাদের অনেক বড় আলেম ছিলেন। যাই হোক, মাওলানা মুহাম্মদ জোনাগড়ী আহলে হাদীস মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা ভোলার নয়। তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট ইলমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, হাল যামানায় আমরা যে আমাদেরকে মুহাম্মদী নামে পরিচয় দিয়ে থাকি এটা কিন্তু তার দিকে লক্ষ্য করেই, আর এতে আমরা গর্ববোধ করি।

মুকাল্লিদ ঃ অনেক অনেক শুকরিয়া আপনাকে, আপনার কারণেই আজ একটি সত্য জানতে পারলাম। এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো

যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর দিকে লক্ষ্য করেই আপনারা নিজেদেরকে মুহাম্মদী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু আজ জানতে পারলাম যে, না বরং আহলে হাদীসের গুরু মাওলানা মুহাম্মদ জোনাগড়ীর দিকে লক্ষ্য করেই আহলে হাদীসরা নিজেদের কে মুহাম্মদী পরিচয় দেয়।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ হ্যাঁ বর্তমানে অধিকাংশ লোকই এই ভুল বুঝাবুঝির শিকার। শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, খোদ আমাদের অনেকে ভূল বুঝে বসে রয়েছে। একটু চিন্তা করুন, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে লক্ষ্য করেই আমরা আমাদেরকে মুহাম্মদী বলতাম তাহলে বর্তমানে তো আমরা আমাদেরকে সালাফী এবং আছারীও বলে থাকি, তাহলে কি সালাফ এবং আছার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম ছিলো? এবং ও দিকে লক্ষ্য করেই কি আমরা নিজেদেরকে এ নামে পরিচয় দেই? কখনো না, বরং যে ইতিহাসের ছাত্র এবং ইতিহাস সম্পর্কে যার নূন্যতম ধারণাও আছে সেও জানে যে, মাওলানা মুহাম্মদ জোনাগড়ী, মিয়া নাযীর হুসাইন এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এদের পূর্বে কোন ফেরকা কিংবা সম্প্রদায় তো দূরের কথা, কোন এক ব্যক্তিকেও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা বর্তমানে প্রচলিত আহলে হাদীস, মুহাম্মদী, আছারী ও সালাফী নামে পরিচয় দিয়েছে।

মুকাল্লিদ ঃ বাস্তবেই আপনি মুহাম্মদী পরিচয়ের নেপথ্যে যা বলেছেন তা অত্যন্ত সারগর্ভ ও সত্যনিষ্ঠ। ইতিহাস যাচাই করলেও আপনার এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা হিন্দুস্থান-পাকিস্তানসহ গোটা এশিয়া উপ-মহাদেশে ১৮৫৭ সালের পূর্বে আহমাদী মুহাম্মদী নামের কোন ফেরকা বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেনি। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) এর ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ জোনাগড়ী এর বরাত দিয়ে আপনি যা বলেছেন, তা আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনি নি। আচ্ছা, একটি বিষয় জানতে চাই মাওলানা জোনাগড়ী যখন হযরত উমর (রাঃ) এর ব্যাপারে এই মনোভাব প্রকাশ করে তখন কোন গায়রে মুকাল্লিদ আলেম কি তার প্রতিবাদ করে নি।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ যখন সকল সাহাবার ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারা এই তখন আবার প্রতিবাদ কিসের? বরং আমরা তো আমাদের

গুরুদের এই চিন্তাধারাকে আরো প্রসারিত করতে চাচ্ছি। দেখুন গোটা হিন্দুস্তানে জামি'আ সালাফিয়া আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানকার একজন অধ্যাপক মাওলানা রঈস আহমাদ 'তানভীরুল আফাক' নামে একটি কিতাব লিখেছেন, তাতে জামি'আ সালাফিয়ার অধ্যাপক একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা লিখে তার সত্যায়ন করেছেন। উক্ত কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ব্যাপারে আলবানীর ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে, এমনকি তাতে এ ও লেখা হয়েছে যে ইবনে মাসউদের এই বর্ণনা আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত উসূলে শরী'আতের স্পষ্ট বিরুদ্ধে।

মুকাল্লিদ ঃ ভাই, আপনার এ কথা শুনে আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না। সাহাবায়ে কেরামের মত মহামানবদের ব্যাপারে আপনাদের উলামাদের এহেন গোস্তাখী কিছুতেই সহনীয় নয়। আল্লাহ পাক হিফাজত করুন।.....

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ ওহ্ হো বুঝতে পেরেছি, আলোচনাকে দীর্ঘ করে আপনি আসলে আমাদের নামায বিষয়ক বিতর্ক বাহাস থেকে পলায়নের পথ খুঁজছেন।

মুকাল্লিদ ঃ নামায নিয়ে তো গায়রে মুকাল্লিদদের সাথে আমার অহরহ বহছ মুবাহাছা হয়। কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা শোনালেন তা আমার জন্য একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আমি তো চেয়েছিলাম সরাসরি নামায নিয়েই আলোচনা করবো। কিন্তু আপনিই অন্য বিষয় ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন।

মুকাল্লিদ ঃ জনাব, এটাকে সময় নষ্ট বলা যায় না। বরং এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আজ আমার সামনে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, আপনাদের সাথে আমাদের মতানৈক্য শুধুমাত্র নামাযের গুটিকয়েক শাখাগত মাস'আলা নিয়েই নয় বরং পূন্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আমাদের ও আপনাদের অবস্থান ও আকীদার ক্ষেত্রেই হলো মূলত পরস্পরের মৌলিক মতপার্থক্য।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ দেখুন জনাব আমরা আহলে হাদীস ও সালাফীরা যা বলি ও করি তা সুদৃঢ় দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই করি। আর এ

ব্যাপারে কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেই না। এবং কারো পরোয়া করি না। চাই তিনি যত বড় সাহাবী লকবধারীই হোন না কেন। দেখুন আল্লামা ওয়াহিদুয্যামান স্বলিখিত প্রশিদ্ধ কিতাব কানযুল হাকায়েক এর ২৩৪নং পৃষ্ঠায় লিখেন, সাহাবায়ে কেরামের নামের সাথে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা মুস্তাহাব, তবে আবু সুফিয়ান, মু'আবিয়া আমর ইবনে আছ, মুগীরা ইবনে শোবা এবং সামুরা ইবনে জুনদুব প্রমুখ সাহাবীর নামের সাথে তা বলা মুস্তাহাব নয়।

এই লেখক তার আরেকটি কিতাব নুযুলুল আবরার এর ২নং খন্ডের ৯৪নং পৃষ্ঠায় আরেকটু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে লিখেন, এই আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, কয়েকজন সাহাবী ফাসেকও ছিলো। যেমন ওয়ালিদ, মু'আবিয়া, আমর, মুগীরা, সামুরা (রাঃ) প্রমুখ।

মুকাল্লিদ ঃ ভাই, আপনার কথা শুনে কিন্তু আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, আমি কি কোন আহলে হাদীস সালাফীর সাথে কথা বলছি নাকি কোন শিয়া রাফেযীর সাথে?

যেখানে স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে নবীর সাহাবীদের লক্ষ্য করে رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ এর ঘোষণা দিয়েছেন, আর তোমরা চৌদ্দশ বছর পর এসে কুরআনের বিরুদ্ধে বলছো যে, নবীজীর বিশিষ্ট পাঁচ সাহাবী (আবু সফিয়ান, মু'আবিয়া, আমর ইবনে আস, মুগীরা ইবনে শো'বা, সামুরা ইবনে জুনদুব)-এর নামের সাথে রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলা মুস্তাহাব নয়।নবীজী স্বীয় সাহাবীদের জন্য কতো দু'আ করেছেন আর তোমরা তাদেরকে ফাসেক বলছো? শুনুন, সাহাবীদের বাপারে প্রিয় নবীর ইরশাদ-

'তোমরা আমার সুন্নতকে এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে খুব মজবুতির সাথে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরো।

আপনারা নিজেরদেরকে আহলে হাদীস দাবী করেন অথচ এই সহীহ হাদীসের সরাসরি বিরোধিতা করে হযরত উমর (রাযি.) এর স্পষ্ট সমালোচনা করেন। অপরদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাছ খাদেম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর উপর অপবাদ আরোপ করেন। আমার বড় আশ্চর্য লাগছে, নিজেদের আহলে হাদীস দাবী করেন, আবার দেদারসে হাদীসেরও বিরোধিতা করেন।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমি আপনার এই জবরার কদর করি।

কিন্তু সাহাবীদের ব্যাপারে আমাদের যে অবস্থান এক্ষেত্রে আমরা কারো পরোয়া করি না, বাকী শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততার যে বিষয়টি বলেছেন তা স্পষ্ট ভুল। আর তা ভুল প্রমাণ করার জন্য এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট যে, আমাদের মহামান্য গুরু হাকীম করেব আহমাদ সিদ্দীকি তার 'সাইয়্যেদুনা হাসান' নামক গ্রন্থে লিখেন, সাইয়্যেদুনা হযরত আলীর তথাকথিত খেলাফত স্পষ্ট সাবাঈয়াতের অনুসরণ।

মুকাল্লিদ : আচ্ছা, আপনি যে আল্লামা ওয়াহিদুজ্জামানের রেফারেন্স দিলেন, আসলে তিনি কে?

গায়রে মুকাল্লিদ: তিনি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আলেম। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের জন্য ফিকহের কিতাব রচনা করেছেন যার নাম নুযুলুল আবরার। হাদীসের বহু কিতাব তিনি উর্দু ভাষায় তরজমা করেছেন। হাদীসের কিতাবাদি যেহেতু আরবীতে সেহেতু আমাদের আহলে হাদীস ভাইদের হাদীস জানা তার মেহনতের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। মোটকথা, তার বহুবিধ খেদমত আঞ্জাম দেয়ার কারণে তাকে আহলে হাদীসের প্রধান গুরুদের মধ্যে গণ্য করা হয়। যাই হোক, আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। এখন নির্ধারিত বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

মুকাল্লিদ : আসলেই আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। এজন্য উযর পেশ করছি। আমাদের এতক্ষনের আলোচনার সারকথা যা দাঁড়ালো-

১. আপনি বুখারী মুসলিমের আলোকে আপনার পুরা নামায প্রমাণ করবেন।

২. যদি বুখারী-মুসলিমের হাদীসের সাথে অন্য কোন কিতাবের হাদীসের বৈপরীত্য দেখা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা বুখারী মুসলিমের হাদীসকে প্রাধান্য দেন।

৩. কোন যয়ীফ হাদীস আপনি পেশ করবেন না।

৪. সাহাবীর কওল, ফেয়েল ও ইজতিহাদ আপনাদের নিকট শরী'আতের দলীল নয় বিধায় আপনি তা পেশ করবেন না।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অবশ্যই, এই নিয়মনীতির আলোকেই আমাদের আলোচনা হবে, সুতরাং বিতর্কের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত হোন।

তোমাদের সাথে মোকাবিলায় না ঢালের প্রয়োজন না তলোয়ারের। (বরং আমার বাহুদ্বয়ই যথেষ্ট) কেননা এ বাহুদ্বয় বহুদিনের পরীক্ষিত।

মুকাল্লিদ : উল্লেখিত নিয়মনীতির আওতায় আমাদের আলোচনা হবে এর প্রমাণস্বরুপ এই যে আমি স্বাক্ষর করছি, আপনিও স্বাক্ষর করুন।

মুকাল্লিদ ঃ আজ তো সময় অনেক গড়িয়েছে। বাকী আলোচনা ইনশাআল্লাহ আগামীকাল হবে।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ ক্লান্তিতো আমারও অনুভূত হচ্ছে। যাই হোক, আগামীকালই দেখা যাবে কার পুঁজি কতটুকু?

মুকাল্লিদ ঃ ঠিক আছে, আজ যেভাবে আলোচনা হয়েছে আশা করি আগামীকালও এভাবেই আলোচনা হবে এবং আমরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ মনে হচ্ছে আপনি ঘাবড়ে যাচ্ছেন। যাই হোক, আমি আপনাকে বাধ্য করছি না, তবে আমার পক্ষ থেকে একটি দাবী হলো আগামীকালের বৈঠকে আমার পক্ষ থেকে দুজন আর আপনার পক্ষ থেকেও দুজন থাকবে, পারস্পরিক মতানৈক্যের ক্ষেত্রে আমরা তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবো।

মুকাল্লিদ ঃ এ ব্যাপারে আমিও আপনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। তবে আমাদের আলোচনাতে তারা নাক গলাতে পারবে না।

প্রথম পর্ব

নামাযে সূরায়ে ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ জোরে পড়া ও আস্তে পড়া, দালিলিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটি অধিকতর শক্তিশালী?

মুকাল্লিদ ঃ আচ্ছা, এ ব্যাপারে আপনার অবস্থান কী? বলুন।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ জাহরী নামাযে ইমামের জন্য সূরা ফাতিহার পূর্বে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। দেখুন, আহলে হাদীসের মহামান্য গুরু

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'আর রাওযাতুন নাদিয়্যাতে' লিখেন, জাহরী নামাযে জোরে এবং সিররী নামাযে আস্তে বিসমিল্লাহ পড়াই নিময়।

(১ম খন্ড, পৃ ১০১)

এই একই কথা তার পুত্র নওয়াব নূরুল হাসান খান স্বলিখিত কিতাব উরফুল জাদী-এর ৩২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন। ওদিকে জনাব ইউসুফ দেহলভী তার 'দসতুরুল মুত্তাকীতে' লিখেন, জাহরী নামাযে অতি জোরে এবং সিররী নামাযে আস্তে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। *(পৃ, ৯২)*

সালাতুল রাসূল এর টীকাকার লিখেছেন, হাকীম মুহাম্মদ সাদেক ও অন্যানা উলামায়ে আহলে হাদীসের যৌথ সিদ্ধান্ত হলো, বিসমিল্লাহ জোরে এবং আস্তে উভয়ভাবেই পড়া জায়েয। *(তাসহীলুল উসুল,পৃ.১৫৮)*

গায়রে মুকাল্লিদ : এই দেখুন, আমার হাতে হাকীম সাদেক শিয়ালকোটির লিখিত কিতাব রয়েছে। তাতে বুখারী- মুসলিমের তো কোন হাদীস নেই। থাকলে তিনি অবশ্যই উল্লেখ করতেন। অবশ্য মাওলানা ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি লিখেছেন, বিসমিল্লাহ এবং আমীন কেরাতের মতই। সুতরাং কেরাত যেভাবে পড়া হয় বিসমিল্লাহ এবং আমীনও সেভাবে পড়তে হবে।

এটাই সহীহ হাদীস সমূহের সারকথা, এর বিপরীত যা পাওয়া যায় সবই যয়ীফ। (পৃ ৩০) মোটকথা, লেখক তাতে আমাদের আমলকে সহীহ হাদীস সমূহের সারমর্ম এবং হানাফীদের আমলকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মুকাল্লিদ :আপনি বারবার সহীহ হাদীসের কথা বলছেন, দয়া করে একটু সহীহ হাদিস পেশ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ অবশ্যই, কিন্ত উক্ত কিতাবের ৩০ নং পৃষ্ঠায় তো কোন দলীল নেই। তবে সালাতুর রাসূল এর ১৯৪ নং পৃষ্ঠাতে এর দলীল দেয়া হয়েছে। লেখক সেখানে লিখেন, নাসাঈ এবং ইবনে খুযায়মার বর্ণনায় আছে, নাঈম মুজাম্মার নামী এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (বাযি.) প্রথমে বিসমিল্লাহ (উঁচু স্বরে) পড়লেন তারপর সূরা ফাতিহা পড়লেন। সুতরাং কেউ যদি জাহরী নামাযে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ে তাহলে তার বিরোধিতা করা ঠিক হবে না।

মুকাল্লিদ : (১) আপনি স্বীয় মাযহাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললেন তা তো একজন সাহাবীর আমল। আর আপনি একটু

আগেই বলেছেন যে, সাহাবীর আমল আপনাদের নিকট শরীআতের দলীল না। তাহলে এর মাধ্যমে দলীল পেশ করা তো আপনার মতেই ঠিক হয় নি।

(২) উল্লেখিত রেওয়ায়াতের তরজমায় উঁচুস্বরে বাক্যটি যা বন্ধনীতে দেয়া হয়েছে তা তো মূল কিতাবে নেই। এটা হাকীম শিয়ালকোটি নিজের থেকে সংযোজন করেছেন। আর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এই মনগড়া সংযোজন-বিয়োজনকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখবেন তাও আমি আপনার কাছে জানতে চাই।

(৩) এছাড়াও আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ শায়খুল হাদীস জনাব জানবায্ সাহেব লিখেছেন, শায়েখ আলবানী বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে আবি হিলালের কারণে এই হাদীসের সনদে কালাম করেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি শায়েখ আলবানীর সাথে একমত নই। কেননা তাতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর সংযোজন নিয়ে কথা আছে।

(সালাতুল মুস্তফা,১৫৯)

হুবহু একই কথা সালাতুর রাসূল-এর টীকাকার আব্দুর রউফ সাহেবও লিখেছেন। *(আল কওলুল মাকবুল ৩৫৫)*

এখানে ভেবে দেখার বিষয় হলো, শায়েখ আলবানী তো সাঈদ ইবনে আবি হিলালের কারণে এই হাদীসের সনদে কালাম করেছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে আবি হিলালের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য হওয়ার প্রমাণ উল্লেখ করা ছাড়াই এই কথা বলা যে, আমি এ ব্যাপারে শায়েখ আলবানীর সাথে একমত নই-এ কথার কোন মূল্য নেই। এছাড়া জনাব জানবায সাহেব ও আব্দুর রউফ সাহেবও একথা স্বীকার করেছেন যে, হাদীসের মধ্যে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর উল্লেখ নিয়ে কথা আছে। যেখানে হাদীসের আলফাজে বিসমিল্লাহ আছে কিনা এ নিয়েই কথা আছে তখন এর দ্বারা বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার দলীল দেয়া কতটুকু সহীহ হতে পারে?

গায়রে মুকাল্লিদ : আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের গৌরব শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল স্বীয় কিতাব রাসূলের নামায-এর ৭৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত জাহরী নামাযে বিসমিল্লাহ আস্তেই পড়তেন এবং কেরাত সূরা ফাতেহা থেকে শুরু করতেন। এই "সাধারণতঃ" কথাটির দ্বারা বুঝে আসে যে,

তিনি কখনো কখনো উঁচু আওয়াজেও বিসমিল্লাহ্ পড়েছেন। লেখক আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবসময়ের আমল তো ছিলো বিসমিল্লাহ্ আস্তে পড়া কিন্তু কখনো কখনো জোরেও পড়েছেন। সুতরাং এটাও সহীহ্ হবে। (এটাকে অশুদ্ধ বলা ঠিক হবে না) (পৃ.৭৪)

মুকাল্লিদ : হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব তো যা বলার বলেছেন। কিন্তু আপনি একটিমাত্র সহীহ্ হাদীস দেখান যার মধ্যে অধিকাংশ শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদ : উপরে উল্লেখিত কিতাবে তো তার কোন তথ্যসূত্র দেয়া হয়নি। তবে তিনি যেহেতু শায়খুল হাদীস ছিলেন তার কাছে অবশ্যই এর কোন দলীল থেকে থাকবে।

মুকাল্লিদ : জনাব, আমরা এখানে হাওয়ার মাঝে মুখস্ত ঘোড়া দৌঁড়াতে বসিনি, আপনি আগেই বলেছেন যা বলবেন সুদৃঢ় দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বলবেন। সুতরাং চৌদ্দশত বছর পরের হাকীম শিয়ালকোটি সাহেবের 'কখনো' শব্দ দিয়ে দলীল না দিয়ে এই নিন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম, তা থেকে আপনি আপনার দাবী প্রমাণ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদঃ এই আরবী বুখারী আর মুসলিম্ আপনার কাছেই রাখুন। আমার কাছে এর উর্দু তরজমা রয়েছে। আমি এখনি তা থেকে দলীল বের করে দেখাচ্ছি। যেহেতু আমাদের মাসলাকের ভিত্তিই হলো বুখারী মুসলিমের উপর।

কিছুক্ষণ পাতা উল্টানোর পর ..... বুখারীতে তো এর কোন দলীল দেখছি না। দাঁড়ান,মুসলিমটা দেখে নিই।

মুকাল্লিদ : আচ্ছা, বুখারী- মুসলিমের পাতা উল্টানোর সময় যখনই আপনি কোন হাদীস পড়ে দেখেন তখনই আপনার চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ঝটপট করে সেখান থেকে সরে পড়েন। সত্যি করে বলুন তো এর মধ্যে কী রহস্য? কিছু একটা তো অবশ্যই হবে।

গায়রে মুকাল্লিদ : না, না। তেমন কিছু নয় । আমার মনে হয় আপনি ভুল বুঝছেন।

মুকাল্লিদঃ জনাব সহীহ বুখারীর باب مايقول بعد التكبير অধ্যায়ে এবং সহীহ মুসলিমের حجة من يجهربالبسملة শিরোনামের অধীনে কী লেখা আছে একটু জোরে পড়ুন তো।

গায়রে মুকাল্লিদঃ তাতেতো লেখা আছে- হযরত আনাছ (রাযি.) বলেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর, হযরত উমর সবাই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দিয়ে নামায শুরু করতেন।

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ৭৪৩)

অপর এক হাদীসে হযরত আনাছ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর, উমর, উসমান সকলের পিছনে নামায পড়েছি, তাদের কারো থেকেই বিসমিল্লাহ শুনিনি। (অর্থাৎ যদি জোরে পড়তেন তাহলে অবশ্যই তিনি শুনতেন) *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৯০)*

মুকাল্লিদ : সত্য এবার প্রকাশ পেয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সূরা ফাতিহার পূবে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার কোন প্রমাণ আপনি পেশ করতে পারলেন না। সুতরাং এখন একদিকে বুখারী-মুসলিম, আর অন্য দিকে আপনাদের মাসলাক। বুখারী-মুসলিম মানতে গেলে আপনাদের মাসলাক বা প্রচলিত কর্মপদ্ধতি বর্জন করতে হয়। আর যদি প্রচলিত কর্মপদ্ধতির উপর অটল থাকেন তাহলে বুখারী-মুসলিম ছাড়তে হয়। এখন দেখবো, যান কোন দিকে?

গায়রে মুকাল্লিদঃ হাকীম সাদেক সাহেব সালাতুর রাসূল এর ১৯৪ নং পৃষ্ঠার এক টীকায় লিখেন, বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ারও কিছু হাদীস পাওয়া যায়। তার কথার বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝে আসে যে, আসল দলীল তো উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ারই, তবে আস্তে পড়ারও কিছু দলীল বুখারী-মুসলিমে না থাকলেও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে থাকতে পারে।

মুকাল্লিদ (১) প্রথমত তো বুখারী-মুসলিম থেকে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার একটি হাদীসও দেখাতে পারলেন না। আর এখন কার না কার লেখা কিতাবের বর্ণনাভঙ্গি দিয়ে দলীল পেশ করছেন যা আপনার স্ববিরোধিতার স্পষ্ট পরিচায়ক।

(২) তাছাড়া বুখারী-মুসলিমে আপনার দাবীর বিপক্ষে হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। যা একটু আগে আপনিই পড়ে শুনিয়েছেন।

সুতরাং পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুখারী-মুসলিমের হাদীসের সামনে আপনার আত্মসমর্পণ করা উচিত। কেননা আপনি আগেই বলেছেন যে, বুখারী-মুসলিমের হাদীস অধিক শক্তিশালী হওয়ায় অন্যান্য কিতাবের হাদীসের উপর তার হাদীসকে আপনারা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখন দেখছি আপনি নিজেই নিজের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে অন্যান্য কিতাব থেকে হাদীস খুঁজছেন। যা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে অত্যন্ত দুঃখজনক। যাকগে, এতে সমস্যা নেই। যদি সিদ্ধান্তকমিটির মঞ্জুরী থাকে তাহলে আমি বলবো, হাদীসের নির্ভরযোগ্য যে কোন কিতাব থেকে আপনি একটিমাত্র সহীহ মারফু হাদীস পেশ করুন যাতে স্পষ্টভাবে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা রয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদ : ভাই, আপনার কাছে তো দেখছি হাদীসের সবগুলো কিতাবই আরবীতে লেখা। আর আমি আসলে উর্দু অনুবাদ অধ্যয়ন করে অভ্যস্ত। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমাদের আলেমদের সাথেও কিছু আলোচনা করে নিতে হবে, ঠিক আছে, আগামী বৈঠকে আমি এর জবাব দেবো,দয়া করে আমাকে একটা দিন সময় দিন।

কমিটির সিদ্ধান্ত : আসলে যে নিয়মনীতির ভিত্তিতে আলোচনা করার কথা ছিলো সেদিকে লক্ষ্য করে যদি সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তাহলে ফলাফল কী দাঁড়াবে, তা সকলের কাছেই স্পষ্ট। গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের প্রতিনিধি আমাদের নির্দিষ্ট বিষয়ে বুখারী-মুসলিম থেকে কোন হাদীস পেশ করতে পারেন নি। তার পরে হাদীসের যে কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে দলীল পেশ করার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এখন যদি প্রতিপক্ষ মুকাল্লিদ ভাইদের প্রতিনিধি তার বিপক্ষ দলকে আরো অবকাশ দেন তাহলে এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা চাই সঠিক বিষয়টি সকলের সামনে স্পষ্ট হোক।

দ্বিতীয় অধিবেশন

মুকাল্লিদ : আসসালামু আলাইকুম।

গায়রে মুকাল্লিদ : ওয়ালাইকুমুস সালাম।

মুকাল্লিদ : মনে হয় নতুন অনেক কিছু এনেছেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আসলে ভাই কী আর বলবো আপনাকে, উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার যে হাদীসই আমার নযরে পড়েছে, যখনই তার সনদ দেখতে গিয়েছি তখনই দেখি যে, তা যয়ীফ। এমনকি চূড়ান্ত পর্যায়ের যয়ীফ।

(১) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া,যার কথা আমাদের আহলে হাদীস উলামায়ে কেরাম নিঃশর্তভাবে মেনে নেন। তিনি তো এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, 'আহলে ইলম সকলেই এ ব্যাপারে একমত, উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না, যে সকল হাদীসে উঁচুস্বরে পড়ার কথা রয়েছে সেগুলো মওযূ এবং জাল। *(ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮)*

(২) ইবনে তাইমিয়ার সুযোগ্য শাগরিদ আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) ব্যাপক গবেষণা অনুসন্ধানের পর লিখেন, কোন সহীহ হাদীসে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা নেই। আর যে সকল হাদীসে উঁচুস্বরে পড়ার কথা রয়েছে সেগুলো সহীহ নয়। *(যাদুল মাআদ, ১/২০৭)*

(৩) তাছাড়া আমাদের মহামান্য গুরু নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান শেষ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ থেকে নামায শুরু করা এবং নিম্নস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

(মিসকুল খিতাম, ১/৩৭৯)

(৪) আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ শায়খুল হাদীস মাওলানা জানবায্ সাহেব লিখেছেন, সুনানে দারাকুতনীতে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার কিছু হাদীস রয়েছে যার কিছু তো যয়ীফ। আর কিছু একেবারে মারাত্মক পর্যায়ের যয়ীফ।

(সালাতুল মুস্তফা পৃ ১৫৯, আল কওলুল মাকবুল পৃ. ৩৫৫)

(৫) আমাদের আরেক আলেম জনাব সিন্ধু সাহেব 'আল কওলুল মাকবুল' নামক গ্রন্থের ৩৫৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, সহীহ মাযহাব অনুযায়ী

বিসমিল্লাহ আস্তে পড়াই উচিত। আর এটাই প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু আমার বড় আশ্চর্য লাগে যে, এতকিছুর পরও কি করে মাওলানা শিয়ালকোটী সাহেব আর মাওলানা ইসমাঈল সাহেব নিজেদের লেখায় মনগড়া সংযোজন-বিয়োজন করে স্বীয় মতের অনুসারীদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছেন? তবে মাওলানা শিয়ালকোটীর একটি কথা আমার খুব ভালো লেগেছে যে, তিনি তার লেখার এক পর্যায়ে বলেছেন- 'সুতরাং যদি কোন ইমাম জেহরী নামাযে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ে তাহলে নিষেধ করা যাবে না। সাথে সাথে এটাকে সমালোচনার বস্তুও বানানো যাবে না। *(সালাতুর রসূল, পৃ. ১৯৫)*

এমনিভাবে মাওলানা জানবায সাহেবও লিখেছেন, বিসমিল্লাহ উঁচুস্বরে ও নিচুস্বরে উভয়ভাবেই পড়া যায়। এখন নামায আদায়কারীর ইচ্ছা, চাই তিনি আস্তে পড়েন কিংবা জোরে। *(সালাতুল মুস্তফা, পৃ. ১৫৫)*

এ ব্যাপারে আমাদের নির্ভরযোগ্য ফতোয়াগ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে আহলে হাদীস-এর ২নং খন্ডের ১৩৮ নং পৃষ্ঠায় আছে, বিসমিল্লাহ আস্তে এবং জোরে উভয়ভাবেই পড়া যায়।

আমাদের সুপ্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা ইসমাঈল সালাফী লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবসময়ের আমলতো এটাই ছিলো যে, তিনি বিসমিল্লাহ আস্তে পড়তেন, তবে কখনো কখনো কখনো জোরেও পড়েছেন। *(রাসূলের নামায, পৃ ৭৪)*

মাওলানা আব্দুল্লাহ রায়পুরী এ ব্যাপারে লিখেছেন, নামাযে বিসমিল্লাহ উঁচুস্বরে না পড়াই ভালো। তবে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীরা উভয়টির উপরেই আমল করে, যেহেতু উভয় দিকেই হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। *(ইমতিয়াযী মাসায়েল, পৃ. ৭৬)*

সুতরাং পরিশেষে আমি এটাই বলবো যে, এ সকল শাখাগত মাসআলা নিয়ে আমাদের বিতর্কে না জড়ানোই হবে শ্রেয়। আমাদের উভয়ের আমলই সহীহ।

মুকাল্লিদ : আপনাকে তো বড় চতুর মনে হচ্ছে। যখন দেখলেন বুখারী-মুসলিম থেকে আপনার দাবী প্রমাণিত হচ্ছে না, এমনকি আমাদের আলোচিত বিষয়ে আপনি একটিমাত্র সহীহ, সরীহ, মারফু হাদীসও পেশ করতে পারলেন না তখন অপারগ হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ

করছেন। অথচ আপনার তো করণীয় ছিলো সঠিক বিষয় বুঝে আসার পর বুখারী-মুসলিমের হাদীস অনুযায়ী নিজের আমলকে পরিশুদ্ধ করে নেয়া।

আমার তো ধারণা ছিলো, যখন আপনি আহলে হাদীস আলেমদের এই স্পষ্ট জালিয়াতি সম্পর্কে অবগত হলেন তখন পূর্বের চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে আমাদের সহীহ মাসলাক গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা না করে আপনি সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছেন আর জোর গলায় বলছেন, আপনাদের মাসলাকও নাকি সঠিক ও হাদীসসম্মত। (যদিও এ ব্যাপারে একটি দলীলও পেশ করতে পারেননি)

যদি আন্তরিকভাবেই আপনারা সমঝোতা কামনা করতেন তাহলে আপনি এবং আপনার মত লোকেরা সামান্য সামান্য মাসআলা নিয়ে সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি করতো না। যদি সমঝোতাই আপনাদের উদ্দেশ্য হতো তাহলে আপনাদের শ্রদ্ধার পাত্র মাওলানা শিয়ালকোটী সাহেব ও অন্যান্য আলেমরা শাখাগত মাসায়েল নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে কেন এতটা বাকবিতন্ডা করেছে?

আপনি যেহেতু বিসমিল্লাহ জোরে পড়া ও আস্তে পড়ার ব্যাপারে আপনাদের উলামাদের দৃঢ় অবস্থান বর্ণনা করেছেন সেহেতু এ ব্যাপারে মাওলানা শিয়ালাকোটী লিখিত 'সালাতুর রাসূল'- এর দুজন টীকা লেখকের মন্তব্য উল্লেখ না করে পারছি না। সালাতুর রাসূল- এর এক টীকাকার 'তাসহীলুল ওসূলে' লিখেন- হাকীম মুহাম্মদ সাদেক ও অন্যান্য আহলে হাদীস উলামাদের এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক। তারা বলেছেন, নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আস্তে এবং জোরে উভয়ভাবেই পড়া জায়েয।

অপরদিকে এই কিতাবেরই আরেকজন টীকাকার আল কওলুল মাকবুলে লিখেছেন, 'আল্লামা সানআনীর এই মন্তব্য যে, আল্লাহর রাসূল বিসমিল্লাহ কখনো জোরে পড়েছেন, কখনো আস্তে, তা ঠিক নয়। তাছাড়া এ ব্যাপারে তিনি কোন সুস্পষ্ট দলীলও পেশ করতে পারেন নি। সম্ভবত বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্রিত করে তিনি এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো, বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার ব্যাপারে কোন সহীহ, সরীহ দলীল নেই। *(পৃ. ৩৫৬)*

এখন আমার কথা হলো, একই মতের ও একই কিতাবের দুজন টীকাকার যারা এখনো হায়াতে আছেন- স্বীয় মতের অনুসারীদের নামাযকে বিসমিল্লাহ এর মধ্যেই হ-য-ব-র-ল করে দিয়েছেন। তাহলে বাকী নামাযের কী অবস্থা হবে। আর এ দুজনের মধ্য থেকে কার কথাকে আমরা সঠিক বলে ধরে নেবো? যাই হোক, এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। সিদ্ধান্ত কমিটির নিকট আমার আবেদন থাকবে, আমাদের আলোচিত মাসআলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখুনি প্রকাশ করা হোক।

সিদ্ধান্ত কমিটির মন্তব্য

এতক্ষণের আলোচনা পর্যালোচনা দ্বারা আমরা যে সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছি তা হলো, আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি জেহরী নামাযে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে বুখারী-মুসলিম থেকে কোন দলীল পেশ করতে পারেন নি, বরং তাতে তাদের দাবীর বিপক্ষে একাধিক দলীল পাওয়া গেছে। শেষ পর্যন্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রতিনিধি তার প্রতিপক্ষকে হাদীসের নির্ভরযোগ্য যে কোন কিতাব থেকে তাদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল পেশ করার অবকাশ দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

এছাড়াও তার থেকে স্ববিরোধিতারপূর্ণ যে কাজগুলো পাওয়া গেছে তা হলো-

(১) প্রতিপক্ষ তার দাবীর স্বপক্ষে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) এর আমল পেশ করেছেন, অথচ ইতোপূর্বে তিনি বারংবার এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, সাহাবীর আমল তাদের কাছে শরী'আতের দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। তাহলে তার এ কাজের কী ব্যাখ্যা করবো।

(২) তাছাড়া হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি যখন মূল কিতাবে দেখা হলো, তখন দেখা গেল, আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লেখক তার লেখা কিতাবে এই হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার সময় অনুবাদের মধ্যে "অর্থাৎ জোরে" বাক্যটুকু নিজের থেকে সংযোজন করেছেন। যা মূল কিতাবে নেই।

তাছাড়া প্রতিপক্ষ নিজেও স্বীকার করেছেন যে, উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ্ পড়ার সকল হাদীস যয়ীফ, আর কিছুতো রীতিমত জাল।

পরিশেষে আহলে হাদীস প্রতিনিধি জোরে এবং আস্তে উভয়ভাবে বিসমিল্লাহ্ পড়াকে সঠিক সাব্যস্ত করে এ ব্যাপারে বিতর্কে না জড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। আসলে এটা তার ব্যর্থতা লুকানোর এক সুক্ষ্ম কৌশল।

যদি আন্তরিকভাবেই তারা উম্মাহর ঐক্য কামনা করতেন তাহলে শাখাগত মাসায়েল নিয়ে উম্মাহর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করার অপতৎপরতা চালাতেন না। তাছাড়া সালাতুর রাসূল- এর দুই টীকা লেখকের পারস্পরিক মতানৈক্যের কথা তো সবার কাছেই স্পষ্ট। আসলে যেখানে তারা নিজেদের দাবী প্রমাণে ব্যর্থ হয় সেখানেই একতার ঘোষণা দেয়।

যাই হোক, আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্তই দিচ্ছি যে, আহলে হাদীস প্রতিনিধি তার দাবী প্রমাণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

মুকাল্লিদ : শুকরিয়া, আমি সিদ্ধান্ত কমিটির অনুমতিক্রমে একটি বিষয় পেশ করতে চাচ্ছি, তা হলো বিসমিল্লাহ্ উঁচুস্বরে পড়ার ব্যাপারে আমার প্রতিপক্ষ যে প্রমাণাদি পেশ করেছেন সেগুলো যে কতটা অসার, শ্রোতাবর্গ আশা করি পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে তার কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো, এর পরেও এক গায়রে মুকাল্লিদ লেখক আসল বিষয় গোপন করে জনগণের সামনে কত বড় জালিয়াতি করেছে, তার একটি নমুনা দেখুন-

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আব্দুল্লাহ রোপড়ী তার লিখিত কিতাব 'ইমতিয়াযি মাসালে'- এর ৩৬ নং পৃষ্ঠায় হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর সমালোচনা করে লিখেছে, 'বিসমিল্লাহ জেহের করেও পড়া যায় এ সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করার দরকার ছিলো। কিন্তু মাওলানা থানভী এমনটি করেন নি। বরং শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার হাদীসগুলো উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছেন। কী আর করা, আমরাও সেগুলো উল্লেখ না করে সামনে বাড়ছি।

গায়রে মুকাল্লিদ : মুকাল্লিদ ভাই, এতোটা উজ্জীবিত হওয়ার কিছু নেই। সবেমাত্র শুরু। সামনে দেখা যাবে কার দলীল কতোটা শক্তিশালী।

মুকাল্লিদ : আরে যে নিজের নামাযের বিসমিল্লাহই সহীহ দলীল দিয়ে প্রমাণ করতে পারে নি, সামনে সে কী করবে তা সবারই জানা আছে।

সিদ্ধান্ত কমিটি : ঠিক আছে, আজ এ পর্যন্তই। আগামী অধিবেশনে অন্যান্য মাসআলা নিয়ে আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুকের উপর হাত বাঁধা

মুকাল্লিদঃ আচ্ছা বলুন তো, নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর হাত কোথায় বাঁধা সহীহ তরীকা?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের মতে বুকের উপর হাত বাঁধা হলো সুন্নত।

মুকাল্লিদ : এ ক্ষেত্রে আপনাদের দলীল কী? পেশ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের দলীল সহীহ বুখারীতে রয়েছে। আমাদের মহামান্য আলেম শায়খুল ইসলাম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.) লিখেন, বুকের উপর হাত বাঁধা এবং রফয়ে ইয়াদাইন করা তথা নামাযে বারবার হাত উঠানোর অসংখ্য রেওয়ায়াত সহীহ বুখারী, মুসলিমে রয়েছে। *(ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়াহ:১/৪৪৩)*

এককথায়, আমাদের প্রত্যেকটা মাসআলার দলীল অত্যন্ত শক্তিশালী। আপনাদের মুকাল্লিদদের ন্যায় দুর্বল নয়।

মুকাল্লিদ : আচ্ছা, যদি তাই হয় তাহলে দয়া করে একটু বুখারী শরীফে বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীসটি দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদ : আরে ভাই আমি তো বলেছি যে, ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়াতে এমনটি লিখা আছে। আর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী তো সাধারণ কোন আলেম নন। তিনি একাধারে মুনাযেরে ইসলাম এবং শায়খুল ইসলাম ছিলেন। তিনি তো আর না বুঝে একটা রেফারেন্স দিয়ে দিবেন না। তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু আমার বুঝে আসছে না, এরপরও কেন আপনারা সহীহ বুখারীর এই হাদীসের উপর আমল করছেন না?

মুকাল্লিদ : ঠিক আছে। এখন আমরাও একটু বিশ্বাস অর্জন করতে চাই। সুতরাং দয়া করে বুখারীর এই হাদীসটি দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি বারবার পীড়াপীড়ি করছেন, এই দেখুন আমি এক্ষুণি বের করে দেখাচ্ছি।

মুকাল্লিদ : অনেকক্ষণ হলো শুধু পৃষ্ঠা উলট-পালট করছেন। সময় যত গড়াচ্ছে ততই আপনার চেহারায় চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলুন তো।

গায়রে মুকাল্লিদ : আসলে ভাই বুকের উপর হাত বাঁধার কোন হাদীস চোখে পড়ছে না।

মুকাল্লিদ : জনাব! ইমাম বুখারীর বুখারী কেন, আপনাদের অমৃতসরী সাহেবের বুখারীতেও এই হাদীস খুঁজে পাবেন না। ঠিক আছে, বুখারী থেকে তা বের করতে পারলেন না। এখন মুসলিম শরীফ থেকে বের করে দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদ : অবশ্যই, আসলে কী, আমাদের প্রত্যেকটা কথায় ও কাজে, শুধুমাত্র বুখারী ও মুসলিমের আলোচনা হয় তো, তাই অনেক সময় বয়ান বক্তৃতা ও লেখালেখিতেও অটোমেটিক মুসলিম শরীফের আগে বুখারীর নাম এসে যায়। মাওলানা অমৃতসরীর উপরোল্লিখিত লেখায়ও হয়তো এমনটি ঘটেছে। যাই হোক, আমি এক্ষুণি আপনাকে মুসলিম শরীফ থেকে আমাদের দলীল বের করে দেখাচ্ছি।

মুকাল্লিদঃ জনাব! আপনি তো মুসলিম শরীফের সালাত অধ্যায়ের সবগুলি হাদীস পাননি। এখন তো আপনি 'মসজিদের ফযীলত' অধ্যায়ের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছেন, নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার সাথে মসজিদের ফযীলতের কী সম্পর্ক?

গায়রে মুকাল্লিদ : আরে ভাই! এতো তাড়াহুড়া করছেন কেন? মসজিদের ফযীলত অধ্যায় তো আর মুসলিম শরীফের বাইরে নয়। তা ছাড়া আমরা বুকের উপর হাত বেঁধে মসজিদের ভিতরেই নামায পড়ি। সুতরাং হতে পারে এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের হাদীসটি পেয়ে যাব। ..... কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানেও পাওয়া গেলো না।

মুকাল্লিদ : থাকলেই না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যখন মোটেই নেই তখন পাবেন কী করে?

গায়রে মুকাল্লিদ : যদি নাই থাকে তাহলে আমাদের ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেব লিখেছেন কী করে?

মুকাল্লিদ : হতে পারে আপনাদের অমৃতসরী সাহেব নিজেদের মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দলীল বিহীন লিখে দিয়েছেন। কিন্তু

আমার বড় আশ্চর্যবোধ হলো, আপনি কি করে কোন ধরনের যাচাই বাছাই ছাড়াই এর উপর ভরসা করে বসে রয়েছেন। আর এখন ভিত্তিহীন একটি কথার উপর বিতর্কের মজলিসে বসে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন আবার বড় গলায় ফতোয়াবাজি করছেন। আর কত কাল চলবে আপনাদের এই জালিয়াতি? কবে বন্ধ হবে আপনাদের এই অপপ্রচার আর মিথ্যাচার? আখের একদিন ধরা তো পড়বেই। সত্য প্রকাশিত হবেই। যে গাছ অসার কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

গায়রে মুকাল্লিদ : ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। চলুন দেখি, ইবনে খুযায়মাতে এ ব্যাপারে কী লেখা আছে। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর বাঁধতে দেখেছি। (খণ্ড,১পৃ.২৪৩) ইবনে খুযায়মা এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুকাল্লিদ : জনাব, অনেক ঘাম ঝরিয়ে হাদীস বের করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন দয়া করে ইবনে খুযায়মা যে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তার প্রমাণ পেশ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদ : এই দেখুন, আমার কাছে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বড় বড় আলেমদের যৌথ প্রচেষ্টায় লিখিত 'নবীজীর নামায' নামক কিতাব রয়েছে। ১৯৯৮ সালে তা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কিতাবের ১৪৪ নং পৃষ্ঠায় ৫ নং টীকায় আমার উল্লেখিত হাদীসের ব্যাপারে লিখা আছে। "ইবনে খুযায়মা এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন"।

মুকাল্লিদ : যখন আপনার কথা অনুযায়ী ইবনে খুযায়মা নিজেই এই মন্তব্য করেছেন তাহলে তার মূল কিতাব থেকে দেখালে সমস্যা কোথায়?

গায়রে মুকাল্লিদ : অবশ্যই এই দেখুন ১নং খণ্ডের ২৩৪ নং পৃষ্ঠার ৪৭৯ নং হাদীস।

মুকাল্লিদ : ২৩৪ নং পৃষ্ঠার ৪৭৯ নং হাদীস তো আপনার সামনেই রয়েছে। তাহলে আর দেরী কিসের? আর আপনি বারবার টীকাতে কী দেখছেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আসলে এখানে তো ইবনে খুযায়মার কোন উক্তি দেখতে পাচ্ছি না। বরং আমাদের মহামান্য আলেম শায়েখ আলবানী এর উল্টা লিখেছেন, إسناده ضعيف এই হাদীসের সনদ যয়ীফ।

মুকাল্লিদ : জনাব, এটা কী ব্যাপার! প্রথমে আপনি দাবী করেছেন যে, বুকের উপর হাত বাঁধার অসংখ্য হাদীস বুখারী মুসলিমে রয়েছে। অসংখ্য তো দূরের কথা, একটিও দেখাতে পারলেন না। সিহাহে সিত্তার অন্যান্য কিতাবেও এ ব্যাপারে কোন হাদীস আপনি পেশ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ইবনে খুযায়মার একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করে তা সহীহ হওয়ার দাবী করেছেন। কিন্তু সহীহ প্রমাণ করা তো দূরের কথা, উল্টো আপনাদেরই অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ আলবানী একে যয়ীফ বলেছেন। বলুন তো, আর কতকাল এই ধোঁকাবাজি চলবে?

গাইরে মুকাল্লিদ ঃ (ক্ষীণকণ্ঠে) বুঝে আসছেনা, আমাদের আলেমরা কেন এই মিথ্যাচার করছে?

একটু পর উচ্চ আওয়াজে মনে পড়েছে, মনে পড়েছে" এক আলোচনা সভায় এ বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। তাতে বলা হয়েছিলো, ইবনে খুযায়মা (রহঃ) স্বীয় কিতাবের নাম সহীহ ইবনে খুযায়মা রেখেছেন, সুতরাং আমরা এই কিতাবের প্রতিটি হাদিসের ব্যাপারে বলতে পারি যে, ইবনে খুযায়মা একে সহীহ বলেছেন। 'আল কওলুল মাকবুল' নামক কিতাবের ৪৪নং পৃষ্ঠায় ও এমনটি লিখা আছে। সম্ভবত এ কারণেই 'নবীজীর নামায' নামক কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

মুকাল্লিদ ঃ আসলে এটা আপনাদের মর্ডান লেখকদের কুটচাল। এর মাধ্যমেই তারা আপনাদের মত সাধারণ লোকদেরকে ফাঁসাচ্ছে। আমার ছোট্র একটি আবেদন থাকবে, দয়া করে আপনি ইবনে খুযায়মার পৃষ্ঠাগুলো উল্টান আর তার টীকাগুলো দেখুন আর গুনতে থাকুন টীকাকারগণ তার কতগুলো হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। পরে আপনি

নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুণ যে, আপনাদের আলোচনা সভায় যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিলো তা কতটা অসার এবং ভিত্তিহীন।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ (ইবনে খুযায়মার কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টায়ে) আপনি ঠিকই বলেছেন, এই কয়েক পৃষ্ঠায় প্রায় দশটি হাদীসকে যয়ীফ বলা হয়েছে।

মুকাল্লিদ ঃ এখন আপনিই দেখুন এবং সিদ্ধান্ত দিন যে, নবীজীর নামায নামক গ্রন্থের টীকা লেখক, যিনি পুরা কিতাবের অধিকাংশ পৃষ্ঠাকে এই লিখে কালো করেছেন যে, ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। ইবনে হিব্বান এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তিনি নিজেই তাসহীলুল উসুল-নামক কিতাবের ১৭৮নং পৃষ্ঠায় ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে হিব্বানের এই হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন যাতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলো সে ঐ রাকা'আত পেয়ে গেলো" সব ধরনের পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করে অন্তর থেকে বলুন, তিনি এখানে তার আগের নিয়ম থেকে কেন সরে এসেছেন? কেন তিনি এই হাদিসকে যয়ীফ বলেছেন? এর কি কোন সু উত্তর আপনাদের কাছে আছে? এর কারণ কি শুধু এবং শুধুই এটা নয় যে, এখানে এই হাদিসকে সহীহ বললে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে আপনাদের গোমর ফাঁস হয়ে যাবে?

টীকা লেখক তাসহীলুল উসুলের ৪৫ এবং ২১৬ নং পৃষ্ঠায় ইবনে খুযায়মার এ সকল হাদিস উল্লেখ করে এগুলোকে যয়ীফ বলেছেন, ১০৫,১৮১,৩৬৬ নং পৃষ্ঠায় ইবনে হিব্বানের হাদিস উল্লেখ করে সেগুলোকেও যয়ীফ বলেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আমি তো এতদিন পর্যন্ত নবীজীর নামায-নামক কিতাবের দ্বারা বেশ প্রভাবান্বিত ছিলাম। কারণ, আমার জানা মতে তাতে অধিকাংশ জায়গায় ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে হিব্বানের তাসহীহকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, কিন্তু এখন তো দেখছি আমাদের আলেমরাই ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বানের অনেক হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। সুতরাং নবীজীর নামায নামক কিতাবের উপর আর কতটুকু ভরসা করা যেতে পারে?

ঠিক আছে, চলুন দেখি, মাওলানা হাকীম শিয়ালকোটি সাহেব এ ব্যাপারে কী লিখেছেন। তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, সাহাবী হুলব বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বুকের উপর হাত বাঁধতে দেখেছি। *(মুসনাদে আহমাদ)*

মুকাল্লিদ ঃ আপনাদের হাকীম শিয়ালকোটি সাহেব কি হেকীমীর পাশাপাশি হাদিসের ও অপারেশন করেন নাকি?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ বুঝলাম না ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন।

মুকাল্লিদ ঃ তিনি কি হাদিসের মধ্যে নিজের মন মতো করে সংযোজন-বিয়োজন করেন?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ এটা কী করে সম্ভব?

মুকাল্লিদ ঃ হযরত হুলব থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে তিনি এমনটিই করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ এমনটি হতেই পারে না। কেননা হাকীম শিয়ালকোটি সাহেব মুসনাদে আহমাদ-এর বরাত দিয়ে এই হাদীস বর্ননা করেছেন।

মুকাল্লিদ ঃ এই নিন মুসনাদে আহমাদ এবং দেখুন তাতে কী শব্দ লেখা আছে আর শিয়ালকোটি সাহেব কী শব্দে উল্লেখ করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আসলে মুসনাদে আহমাদ তো বিশাল বিশাল কলেবর বিশিষ্ট ৬ খন্ডে লেখা, আর আমাদের হাকীম শিয়ালকোটি সাহেব খন্ড নাম্বার এবং পৃষ্ঠা নাম্বার কিছুই উল্লেখ করেন নি। সুতরাং আমার পক্ষে এটা খুঁজে বের করা সাধ্যাতীত ব্যাপার।

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হাকীম সাহেব এই হাদিস অনেক গবেষণা-অনুসন্ধানের পরই লিখেছেন।

মুকাল্লিদ ঃ কথায় কথায় আপনাদের অন্ধ তাকলীদ ধরা পড়ছে, আর আমরা নাকি সহীহ তাকলীদ করে মুশরিক হয়ে গেছি। যতো দোষ সব আমাদেরই, এই নিন, আমিই আপনার উদ্ধৃতি বের করে দিচ্ছি। ৫নং খন্ডের ২২৬নং পৃষ্ঠা। এখন আপনিই আমাকে হাকীম সাহেবের বর্ণিত শব্দ বের করে দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ এখানে তো লেখা আছে,

عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال: يضع هذه على صدره.

মুকাল্লিদ ঃ এখন আপনি হাকীম সাহেবের লিখিত হাদীসের দিকে তাকান আর মুসনাদে আহমাদের হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখুন। হাকীম সাহেব লিখেছেন।

عن هلب قال: رأيت النبى صلى الله عليه السلام يضع هذه على صدره

বলুন, চৌদ্দশত বছর পরে এসে হাকীম সাহেবকে হাদীসের শব্দের মধ্যে পরিবর্তন করার অধিকার কে দিয়েছে? ঠিক আছে, এখন على صدره পরবর্তী বাক্যটুকু পড়ুন।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ পরে লেখা আছে-

وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل

মুকাল্লিদ ঃ আপনাদের আলেমরা লেখার মধ্যে আর বয়ানের মধ্যে হাদীসের এই অংশটুকু ছেড়ে দেন। কিন্তু কেন? যেহেতু আপনারা ডান হাত বাম হাতের কনুইয়ের উপর রাখেন আর এখানে ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখার কথা বলা হয়েছে। এখন আপনিই বলুন একটি হাদীসের অর্ধেক দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হলে বাকি অর্ধেক হবে না কেন?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আসলে এটা তো আমার আগে জানা ছিলো না, এই প্রথম আপনার কাছে জানা হলো।

মুকাল্লিদ ঃ এখন এই হাদীসের সনদের প্রতি একটু লক্ষ্য করুন,

تفرد به سماك بن حرب ولينه غير واحد وقال النسائى: إذا تفرد بأصل لم يكن حجة

এই হাদীসের সনদে ছিমাক ইবনে হারব নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। এই হাদীস শুধু তার একার সূত্রেই বর্ণিত। আর তাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ যয়ীফ বলেছেন। ইমাম নাসাই এই হাদীসের ব্যাপারে বলেন, যখন শুধুমাত্র ছিমাকের সূত্রেই এই হাদীস বর্ণিত তখন তা দলীল হতে পারে না।

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ আমাদের আলেমরা যেহেতু হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে মুকাল্লিদ আলেমদের থেকেও অনেক এগিয়ে আছেন তাই তাদের দলীল গুলো ও বেশ মজবুত হয়ে থাকে। দেখুন বুকের উপর হাত বাঁধার ক্ষেত্রে তারা কী যবরদসত দলীল পেশ করেছেন। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ডান হাত বাম হাতের পিঠ এবং কব্জির উপর রাখতে দেখেছি। শায়েখ আলবানী বলেন, এই ভাবে হাত বাঁধতে হলে অবশ্যই বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে। বিশ্বাস না হয় তো পরীক্ষা করে দেখুন। (আল কওলুল মাকবুল, ৩৪১ সালাতুর রাসূল, লোকমান সালাফী লিখিত টীকা, ১১৬)

মুকাল্লিদ ঃ ভাই, আপনি কি কখনো লাহোর থেকে ফিরোজপুর পর্যন্ত বাসে সফর করেছেন?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ সবসময়ই তো যাই। কিন্তু হঠাৎ করে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার কারণটা কী? ঠিক বুঝিয়ে বলুন তো।

মুকাল্লিদ ঃ তাহলে আপনি অবশ্যই দেখেছেন যে, অনেক ওষুধ বিক্রেতা কোম্পানীর প্রচারের উদ্দেশ্যে বাসে ওষুধ বিক্রি করে এবং 'যবরদসত' একটা লেকচার প্রদানের পর জোর গলায় বলে, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে পরীক্ষা করে দেখুন। অনেক সাধারণ মানুষ তার এই লেকচারে প্রভাবান্বিত হয়ে ওষুধটা কিনে ফেলে আর ওদিকে ওষুধ বিক্রেতা গায়েব হয়ে যায়। ঠিক তদ্রুপ শায়েখ আলবানীর উপরোক্ত কথা বর্ণনা করে আপনি স্বীয় মতের সঠিকতা বুঝানোর জন্য জোর গলায় বললেন, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।

আপনাদের এই মন ভোলানো 'জোরালো বয়ানের কারণেই সাধারণ গায়রে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীরা বিভ্রান্তির শিকার হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের আর সঠিক বিষয় অনুধাবন করার যোগ্যতা কোথায়?

যাই হোক, আমি বলবো, ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখে তো হানাফীরা নাভির নীচে হাত বাধেঁ। তারপর ও এ কথা বলা যে, উপরে উল্লেখিত হাদীসের তরীকা অনুযায়ী আমল করতে গেলে অবশ্যই বুকের উপর হাত বাঁধতে হয়-চাপাবাজি নয় তো কী?

তাছাড়া আপনি নিজেই যাচাই করে দেখুন, গায়রে মুকাল্লিদরা কি ডান হাত বাম হাতের পিঠ এবং কব্জির উপর রাখে, নাকি শুধুমাত্র ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখে? তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, আপনার এই ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ কতটুকু যথার্থ? এবং কতজন লোক এর উপর আমল করে?

গায়রে মুকাল্লিদ ঃ ভাই, এখন বুঝতে পারলাম, আপনি কেন লাহোর থেকে ফিরোজপুর পর্যন্ত বাসে সফর করার প্রশ্ন করেছিলেন। যাই হোক আমি সর্বশেষ আরেকটি দলীল পেশ করছি। এর দ্বারাই চূড়ান্ত হয়ে যাবে কার মত সঠিক ও আমলের উপযুক্ত। হাকীম শিয়ালকোটি সাহেব বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাঁধো। এই রেওয়ায়াত তো আমাদের মতের সমর্থনে একেবারেই সুস্পষ্ট। দেখি, এখন আপনারা যান কোথায়?

মুকাল্লিদ ঃ (১) সাহাবীর কওল (বাণী) আপনাদের মতে শরীআতের দলীল নয়। তাহলে এই রেওয়ায়াত দিয়ে দলীল পেশ করা কত টুকু যথার্থ?

(২) এই রেওয়ায়াতের উপর স্বয়ং আপনাদেরও আমল নেই। কেননা এখানে নহর দ্বারা উদ্দেশ্য বুকের উপরিভাগ, যা গলার সাথে একেবারে লাগোয়া। অথচ আপনারা অন্তত তারচে' আরো এক বিঘত নীচে হাত বাঁধেন।

(৩) এর সনদের উপর অসংখ্য মুহাদ্দিছ সমালোচনা করেছেন। আমরা তার কিছু এখানে পেশ করছি-

এক. এই সনদে ইয়াহইয়া ইবনে আবু তালিব নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার ব্যাপারে মুসা ইবনে হারুন বলেন, লোকটার মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিলো। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তার সনদে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

(মীযানুল ই'তিদাল, খণ্ড-৩, পৃ. ২৬৩)

দুই. এই হাদীসের সনদে আমর নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার ব্যাপারে আল্লামা ইবনে আদী বলেন, এই রাবীর বর্ণিত হাদীস মুনকার অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য।

তিন. রুহ নামে আরেকজন বর্ণনাকারী এই হাদীসের সনদে রয়েছেন। ইবনে হিব্বান তার ব্যাপারে বলেন, সে নিজের থেকে বানিয়ে হাদীস বলতো। সুতরাং তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা জায়েয নেই।

চার. সালাতুর রাসূলের টীকাকার লোকমান সালাফীও তাকে যয়ীফ বলে স্বীকার করেছেন। বাকী দুজন টীকা লেখকও তাকে যয়ীফ বলে এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

(তাসহীলুল উসূল-১৫৪, আল কওলুল মাকবূল-৩৪২)

তাছাড়া আপনি প্রথমেই অঙ্গীকার করেছেন যে, বুখারী-মুসলিম ছাড়া অন্য কোন কিতাবের হাদীস পেশ করবেন না। কিন্তু এখন দেখি আপনি এই ধরনের যয়ীফ হাদীস পেশ করতেও দ্বিধা করছেন না।

دعوی ہے بخاری مسلم کا دیتے ہو حوالے اوروں کے
ہے قول و عمل میں ٹکراؤ یہ کام ہیں اہل حدیثوں کے

দাবী করো বুখারী-মুসলিমের, দলীল দাও অন্যদের। কথায় কাজে এমন অমিলই পরিচয় আহলে হাদীসের।

আচ্ছা যাক আরো কিছু পেশ করার থাকলে করুন। অন্যথায় আমরা সিদ্ধান্ত কমিটির চূড়ান্ত রায় শোনবো।

গায়রে মুকাল্লিদ : এতো তাহুড়ার কিছু নেই। আমাদের আরো কিছু বলার আছে। মাওলানা শিয়ালকোটি এ ব্যাপারে তাউসের একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি তা পেশ করতে চাই না। কারণ মাওলানা নিজেই লিখেছেন, এই রেওয়ায়াতটি মুরসাল। তবে অন্যান্য মুসতানাদ রেওয়ায়াতের সমর্থন থাকার কারণে এটিও শক্তিশালী হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি যা বলেছেন এর দ্বারা তো বুঝে আসে যে, অন্যান্য রেওয়ায়াতও মুসতানাদ নয়। তাছাড়া আমরাও মুরসাল রেওয়ায়াতকে শরয়ী দলীল মানি না। তবে আমি সিদ্ধান্ত কমিটি বরাবর এ বিষয়টি পেশ করতে চাই যে, আমাদের মাওলানা ইসমাঈল সালাফী কাবীসা ইবনে হুলব এবং ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়াতকে উল্লেখ করে তিনি অতি সুন্দর, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন, এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, বিশুদ্ধতম এবং সুন্নত এটাই যে, নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে। তারপরও

কেউ যদি নাভীর নীচে হাত বাঁধে তাহলে নামায হয়ে যাবে। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম থেকে উভয় ধরনের আমলই পাওয়া যায়।

(রাসূলের নামায, পৃ. ৬৭)

মোটকথা, যেহেতু উভয় তরীকাতেই নামায সহীহ হয়ে যায় এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকেও উভয় ধরনের আমল পাওয়া যায় সেহেতু এ ব্যাপারে আমাদের পরস্পরে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত না হওয়াই উচিত।

মুকাল্লিদ : মাওলানা ইসমাঈল সালাফীর উপরোক্ত বক্তব্য নিঃসন্দেহে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের উদারতার প্রমাণ বহন করে। কেননা যখন শাখাগত মাসআলাতে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং উভয় দিকেই শক্তিশালী দলীল প্রমাণ বিদ্যমান থাকে তখন প্রতিপক্ষের মাযহাবকে রদ না করাটাই হলো নিয়ম। যদি আহলে হাদীস সম্প্রদায় নিজের ভুল বুঝে এ পন্থা অনুসরণ করে তাহলে অবশ্যই আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবাদমুক্ত এবং স্বাচ্ছন্দময় হবে। তবে ইসমাঈল সালাফীর উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে আমার কয়েকটি কথা-

(১) কাবীসা ইবনে হুলব এবং ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়াতসহ যে সকল হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনি বুকের উপর হাত বাঁধাকে সহীহ এবং সুন্নত বলেছেন সেগুলোর মান কতটুকু? এবং তা কতটা গ্রহণযোগ্য? আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা একটু আগে করেছি।

(২) তিনি যে বলেছেন সাহাবায়ে কেরাম থেকে উভয় ধরনের আমলই পাওয়া যায়, এর দ্বারা আসলে তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন? তার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম বুকের উপরও হাত বেঁধেছেন এবং নাভির নীচেও হাত বেঁধেছেন, তাহলে তার এ কথা আমরা মানতে পারছি না। কেননা ইমাম তিরমিযী (রহ.) তার সুনানে তিরমিযীতে সাহাবায়ে কেরাম থেকে দু' ধরনের আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউ নাভীর নীচে হাত বেঁধেছেন আবার কেউ কেউ নাভীর উপরেও হাত বেঁধেছেন। কিন্তু বুকের উপর হাত বাঁধার কথা তিনি মোটেই উল্লেখ করেন নি। তিনি তাঁর কিতাবে লিখেছেন-

رأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة

وكل ذلك واسع عندهم. (جامع الترمذى، باب وضع اليمين على الشمال)

অর্থাৎ, কেউ কেউ সাহাবায়ে কেরামকে নাভীর উপরে হাত বাঁধতে দেখেছেন। আর কেউ দেখেছেন নাভীর নীচে। তবে উভয় তরীকাতেই আমল করার সুযোগ রয়েছে। (জামে তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা)

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি ইবনে খুযায়মাতে বর্ণিত হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) এর হাদীসের উপর যে তানকীদ করেছেন, যার দ্বারা বুঝে আসে যে, এর সনদ যয়ীফ; কিন্তু অন্যান্য যয়ীফ হাদীসও এর সমর্থনে পাওয়া যায়।

সুতরাং হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী এই যয়ীফ হাদীসের সমর্থনে আরো অনেক যয়ীফ হাদীস থাকার কারণে এর যু'ফ বা দুর্বলতা দূর হয়ে যাওয়ার কথা।

মুকাল্লিদ : একটি মজার কাহিনী শুনুন। একবার হলো কী, কয়েকজন যুবক টিকেট না কেটেই রেলগাড়ীতে আরোহন করলো। কিছুক্ষণ পর যখন টিকেট মাস্টার টিকেট চেক করতে করতে তাদের কাছে আসলো, তো তাদের প্রথমজন কয়েকজন পর অবস্থানরত তাদের সাথীর দিকে ইশারা করলো। টিকেট মাস্টার তার কাছে পৌঁছলে সে অনুরূপ আরেকজনকে দেখিয়ে দিলো। এভাবে একের পর এক করতে করতে যখন তাদের স্টেশন চলে এলো তখন আস্তে করে তারা ট্রেন থেকে নেমে পড়লো। আর ওদিকে টিটি বেচারা মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ তাদের দিকে অসহায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

গায়রে মুকাল্লিদ : (রাগত স্বরে) এটা কি রম্যগল্প বলার মজলিস, নাকি বিতর্ক-বাহাছের মজলিস?

মুকাল্লিদ : জনাব, রাগ করবেন না। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) এর বর্ণনায় এমন কিছুই ঘটেছে। এই হাদীসের সনদকে তো আপনারাও যয়ীফ মানেন। আর এর সমর্থনে যে সকল হাদীস পাওয়া যায় সেগুলোর অবস্থা কী তাও আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আপনাদের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা সাদেক শিয়ালকোটি বুকের উপর হাত বাঁধার ব্যাপারে পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

১. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি:) থেকে ইব্নে খুযায়মার রেওয়ায়াত।

এই রেওয়ায়াতের ব্যাপারে 'সালাতুর রাসূলের' টীকাকার লিখেছেন, এর সনদ যয়ীফ। কিন্তু এই হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে অন্যান্য হাদীসের সমর্থন থাকার কারণে এটিকেও সহীহ্ বলা যায়।

(আল কওলুল মাকবুল, পৃ. ৩৪০)

২. তার পরে শিয়ালকোটি সাহেব হযরত তাউস (রহ.) এর মুরসাল রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। আর খোদ আহলে হাদীসগণ মুরসাল রেওয়ায়াতকে যয়ীফ মানে। *(নবীজীর নামায, পৃ. ২৭৩)*

৩. অত:পর তিনি হযরত হালব (রাযি:) এর রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন। এর সম্পর্কে 'সালাতুর রাসূল' এর টীকা লেখক লোকমান সালাফী লিখেন, এই হাদীসের সনদ যদিও যয়ীফ; কিন্তু এর দ্বারা কোন মাসআলার প্রমাণ পেশ করা যাবে। (পৃ. ১১৫) সালাতুর রাসূল কিতাবের অপর টীকাকারও ঠিক একই মত ব্যক্ত করেছেন

৪. তারপর শিয়ালকোটি সাহেব তাবারানীর বরাতে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি:) এর রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে সালাতুর রাসূলের টীকাকার লিখেন, এই সনদও যয়ীফ। কিন্তু অন্যান্য হাদীসের সমর্থন থাকায় এটিকেও সহীহ্ বলা যায়।

(আল কওলুল মাকবুল, পৃ. ৩৪০)

৫. অত:পর শিয়ালকোটি সাহেব হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি:) এর রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন। যাতে عند النحر বাক্যটি রয়েছে। আর সালাতুর রাসূলের তিন টীকাকার একযোগে এটাকে যয়ীফ বলেছেন। দেখুন,

ক. সালাতুর রাসূল, লোকমান সালাফী লিখিত টীকা। (পৃ. ১১৬)

খ. সালাতুর রাসূল, তাসহীলুল উসূলের মধ্যে লিখিত টীকা।

(পৃ. ১৫৪)

গ. সালাতুর রাসূল, আল কওলুল মাকবুলের মধ্যে লিখিত টীকা।

(পৃ. ৩৪২)

বুকের উপর হাত বাঁধার ব্যাপারে আহলে হাদীসদের প্রদত্ত এই পাঁচ দলীলের আভ্যন্তরীন অবস্থা জানার পর কোন গায়রে মুকাল্লিদ আলেমের

একথা বলা যে, মোটকথা, শক্তিশালী ও অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হলো যে, বুকের উপর হাত বাঁধাই হলো সহীহ এবং দলীল সমর্থিত। (সালাতুল মুসতফা, পৃ. ১৪৫) এটা রহস্য থেকে খালী নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনার এ বক্তব্য শুনে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মনে চাচ্ছে, যারা সালাতুর রাসূলের টীকা লিখেছে, এদেরকে ধরে ধরে শেষ করে দেই। আমি আমার দলীলের ভাণ্ডার শেষ করে দিয়েছি। আর এরা সবগুলোকে যয়ীফ বলছে।

এই সালাতুর রাসূলকে আমরা আমাদের মতাদর্শের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে জানি। অথচ এ কিতাবেরই ১৫৫ টি হাদীসকে এর টীকাকাররা যয়ীফ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এখন আমি আপনার সামনে আর কী পেশ করবো। এ পর্যন্ত যে কিতাব নিয়ে আমরা গর্ব করতাম এ কিতাবই এখন আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

جو پھول کل تک سکون دل تھی انہی سے شعلے بھڑک رہے ہیں

کہ جو مناظر تھے روح پرور وہ ناگ بن بن کے ڈس رہے ہیں

মুকাল্লিদ : আমি আপনার এ উৎসাহের জন্য শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে একটি কবিতা আবৃত্তি করে সিদ্ধান্ত কমিটির চূড়ান্ত রায় শোনব।

আচ্ছা জনাব, আপনি কি নওয়াব নূরুল হাসান খান লিখিত উরফুল জাদী- তে আমাদের আলোচিত বিষয়টি পড়েছেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আসলে ভাই 'উরফুল জাদী' তো ফারসীতে লিখা। আর সত্যি বলতে কী, আমরা ভালো করে আরবীই পারি না। ফার্সী তো দূর কী বাত। এখন কেউ যদি একটু তরজমা করে দেয় তাহলে অবশ্য সেখানে কী লেখা আছে কিছুটা হলেও জানতে পারতাম।

মুকাল্লিদ : শুনুন, আমি আপনাকে অনুবাদ করে দিচ্ছি। খাঁন সাহেব লিখেছেন, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। এখন মুসল্লীর ইচ্ছা, সে নাভির উপরেও বাঁধতে পারে, নীচেও বাঁধতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে মাঝা-মাঝিও বাঁধতে পারে। এ ব্যাপারে প্রায় বিশটি হাদীস পাওয়া যায়। কোন আলেমও এ ব্যাপারে সমালোচনা করেন নি। এখন

কেউ যদি একে অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চিত তা আখেরী যামানা ঘনিয়ে আসার আলামত এবং কেয়ামত কাছাকাছি চলে আসার আলামত। *(উরফুল জাদী, পৃ. ২৫)*

উপরের বক্তব্য দ্বারা বুঝে আসে, নওয়াব সাহেবের যুগ পর্যন্ত আহলে হাদীসরা নাভীর উপরে, নীচে এবং মাঝামাঝি তিনও তরীকায় হাত বাঁধতো এবং এ মাসআলাটাকে তারা উদার দৃষ্টিতে দেখতো। কিন্তু তার পরবর্তী গায়রে মুকাল্লিদরা এ মাসআলা নিয়ে তুলকালাম বাঁধিয়ে দেয় এবং একে অতি সংকীর্ণভাবে দেখতে শুরু করে। সুতরাং খাঁন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বুঝে আসে কেয়ামত অতি কাছাকাছি চলে এসেছে।

সিদ্ধান্ত কমিটির চূড়ান্ত রায়

উভয় পক্ষের এই দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা শুনে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা এই-

(১) আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ প্রতিনিধি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কথায় বিশ্বাস করে দাবী করেছিলেন যে, বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনা বুখারী, মুসলিমে বিদ্যমান আছে। কিন্তু তার আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বুকের উপর হাত বাঁধার দাবীদার আহলে হাদিস প্রতিপক্ষ বুখারী মুসলিম তো দুরের কথা অন্য যে কোন কিতাব থেকে এমন একটি হাদীস ও পেশ করতে পারেন নি যার সনদ সহীহ। বরং এক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

(২) আমরা তাকে মুনাযারার কাগজে স্বাক্ষরিত শর্ত ভঙ্গ করে এ সুযোগও দিয়েছিলাম যে, আপনি অন্য যে কোন কিতাব থেকে এ ব্যাপারে একটি মাত্র সহীহ হাদীস পেশ করুন। তো তিনি ইবনে খুযায়মার একটি হাদীস পেশ করেন, যাকে এ কিতাবেরই টীকা লেখক যয়ীফ বলে সাব্যস্ত করেন।

(৩) তারপর তিনি ইবনে আব্বাস (রাযি) এর একটি কওল দ্বারা দলীল পেশ করেন। অথচ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নিকটই সাহাবীর কওল শরয়ী দলীল নয়। তা ছাড়া এর উপর খোদ তাদেরই আমল নেই। সাথে সাথে এর তিনজন বর্ণনা করীকে অনেক মুহাদ্দিস যয়ীফ

বলে সাব্যস্ত করেছেন। মোট কথা সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে উল্লেখিত পাঁচটি হাদীসের সনদ নিয়ে পর্যালোচনা করার পর এ বিষয়টি আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট (১) আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সুযোগ্য আলেম হাকিম শিয়াল কোটি এ ব্যাপারে সাহাবী হযরত হালব (রাযি) এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে তিনি যে অযাচিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এতে আমরা খুবই মর্মাহত এবং এর উপর আফসোস প্রকাশ করছি। তাছাড়া এর বর্ণনা কারীদের মধ্যে ছিমাক ইবনে হারব নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। মুহাদ্দিছীনে কেরাম যাকে নিতান্তই অনির্ভর যোগ্য এবং যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন।

(৫) সর্বশেষ আহলে হাদীস প্রতিপক্ষ মাওলানা ইসমাঈল সালাফীর যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন এটা যদি তিনি বিতর্কের শুরুতেই উল্লেখ করতেন তাহলে আমাদের আর এতো দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা শোনার প্রয়োজন হতো না। কেননা যখন উভয় তরীকাতেই নামায সহীহ হয়ে যায় এবং তাদেরও দাবী অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম থেকে উভয় ধরনের আমল পাওয়া যায় তাহলে আর একে অন্যের উপর প্রশ্ন করার কোন সুযোগ রইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গায়েবানা জানাযা

সিদ্ধান্ত কমিটি ঃ আজকের এ বিতর্ক মজলিসের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের সকলেরই জানা আছে। এখানে আপনাদেরকে সমবেত করার উদ্দেশ্য হলো গায়েবানা জানাযা সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে যে বিভ্রান্তি চলছে এর নিরসন করা। একটি সম্প্রদায় কিছুদিন ধরে বরাবরই গায়েবানা জানাযার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। আমরা এই বিতর্কে উভয় পক্ষকেই আমন্ত্রন করেছি। তারা আপনাদের সম্মুখে নিজ নিজ অবস্থানের পক্ষে দালিলিক আলোচনা করবেন। যেন আমরা একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। আমি বিজ্ঞ তার্কিকদেরকে এখুনি তাদের বির্তক শুরু করার আহবান জানাচ্ছি।

লা মাযহাবী ঃ প্রিয় উপস্থিতি দীর্ঘকাল যাবত আমাদের সমাজে গায়েবানা জানাযা হয়ে আসছে। আজ পর্যন্ত কেউ এর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি, একটি সম্প্রদায় কিছুদিন ধরে এর বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারাই বলুন, তাহলে কি আমাদের পূর্ব পুরুষগণ এতদিন ভুল আমল করে গেছেন?

হানাফী : আমরা তো জানি, আহলে হাদীসরা সব সময় দলীলভিত্তিক কথা বলে। আমার সবিনয় অনুরোধ থাকবে, পূর্বপুরুষদের দোহাই না দিয়ে এ ব্যাপারে যুক্তি নির্ভর দলীল পেশ করুন।

লা-মাযহাবী : আমাদের নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ সালাতুর রাসূল-এর ৪৪১ নং পৃষ্ঠায় আছে, 'জানাযা গায়েবানাও পড়া যেতে পারে। (বুখারী শরীফ) আমি বুখারী শরীফের পরে অন্য কোন কিতাব থেকে আর দলীল পেশ করার প্রয়োজন মনে করি না।

হানাফী : এই নিন সহীহ বুখারী এবং তাতে হাদীসটি বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী : অবশ্যই, অবশ্যই। কিন্তু..... শিয়ালকোটি সাহেব তো কোন পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করেন নি। এখন বলুন তো, পুরা বুখারীতে কে খুঁজবে?

হানাফী : সালাতুর রাসূল-এর টীকা তাসহীলুল উসূলের ৩৫৭ নং পৃষ্ঠায় এর রেফারেন্স দেয়া হয়েছে এভাবে باب الرجل ينعى إلى اهل الميت بنفسه অধ্যায়, হাদীস নম্বর ১১৪৫. আমি তো অনেকটা বলেই দিলাম। এখন দয়া করে আপনি একটু হাদীসটি বের করে দেখান, যাতে গায়েবানা জানাযা পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

লা-মাযহাবী : ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর কিছু বলতে হবে না। আমি এক্ষুণি আপনাকে হাদীসটিকে বের করে দেখাচ্ছি। শিয়ালকোটি সাহেব বুখারীর রেফারেন্স তো এমনিই দেন নি। অবশ্যই এর মধ্যে হেতু আছে।.....

কিন্তু ভাইজান! এখানে তো দেখতে পাচ্ছি দুটো হাদীস দেয়া আছে। একটিতে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আর অপরটিতে একটি যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট করে একথা লেখা নেই যে, জানাযা গায়েবানা পড়ারও অনুমতি আছে। তো খুব সম্ভব নাজ্জাশীর ঘটনা থেকে ইজতিহাদ করে শিয়ালকোটি সাহেব এই ফতোয়া প্রদান করেছেন।

হানাফী : শিয়ালকোটি সাহেব বুখারীর রেফারেন্স এজন্য দিয়েছেন যেনো প্রত্যেক পাঠক বুঝে নেয় যে, বুখারীতে স্পষ্ট করে গায়েবানা জানাযা পড়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যদি তিনি মূলত ইজতিহাদ করেই এই ফতোয়া প্রদান করতেন তাহলে তাকে এ বিষয়টি খোলাছা করে বলার প্রয়োজন ছিলো। যেনো কোন পাঠক ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয়। দ্বিতীয় কথা হলো, যদি শিয়ালকোটি সাহেব নাজ্জাশীর ঘটনা থেকে গায়েবানা জানাযা জায়েয হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন তাহলে আমাদের আলেমদের সাথে তার সরাসরি সংঘাত বেঁধে যায়। কেননা আমাদের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমরা নাজ্জাশীর এই ঘটনার প্রেক্ষীতে লিখেছেন যে, এই ঘটনাকে কোন ক্রমেই গায়েবানা জানাযা জায়েয হওয়ার দলীল বানানো যাবে না।

লা-মাযহাবী : এটা ভুল কথা, এমন কথা আমরা আমাদের আলেমদের থেকে কখনো শুনিনি।

হানাফী : আপনাদের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সুপ্রশিদ্ধ আলেম ডক্টর লোকমান সালাফী যিনি সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে বসবাস করেন। তিনি শিয়ালকোটি সাহেব লিখিত সালাতুর রাসূল-এর টীকায় লিখেন, আমরা নাজ্জাশীর ঘটনা থেকে গায়েবানা জানাযা জায়েয হওয়ার প্রমাণ গ্রহণ করতে পারি। আর এ ঘটনা বুখারী-মুসলিম ও সুনানে আরবা'আহসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে একাধিক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এর দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় গায়েবানা জানাযা পড়ার দলীল পেশ করা যাবে না। তিনি আরও লিখেন, এ ঘটনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, যখন কোন মুসলমান এমন কোথাও মারা যায় যেখানে তার জানাযা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী তাহলে অন্য কোথাও তার গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না। আর যদি জানা যায় যে, কোন সমস্যা কিংবা প্রতিবন্ধকতার কারণে তার জানাযা পড়া হয় নি তাহলে এমন মৃত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়া সুন্নত। *(পৃ. ২৮৭)*

লা- মাযহাবী : ডক্টর লোকমান সালাফী যদিও আরবে বসবাস করেন; কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে তার সুসম্পর্ক রয়েছে। আর এ জন্যই সম্ভবত পাকিস্তানী আলেম শিয়ালকোটি সাহেবের সাথে কিছু জায়গায় তিনি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি সালাতুর রাসূল- এর প্রায় ১২৭ টি হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। আর এই যে গায়েবানা জানাযার ব্যাপারে তিনি শিয়ালকোটি সাহেবের ইজতিহাদের বিরোধিতা করেছেন তাও ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের সূত্র ধরেই হয়েছে। সুতরাং এমন ব্যক্তির বিরোধিতায় কান দেয়া মূলত ইন্ডিয়ান চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা। আমরা পাকিস্তানী কিছুতেই এতে প্রস্তুত নই।

হানাফী : আসলে কোন জবাব না থাকলে এমন বকওয়াস করাটাই স্বাভাবিক। দ্বীনী বিষয়ের সাথে ইন্ডিয়া- পাকিস্তানের বৈরীতার কী সম্পর্ক রয়েছে। ঠিক আছে, যদি আমি এ ব্যাপারে খোদ পাকিস্তানের কোন আলেমের বক্তব্য তুলে ধরি তাহলে কি আপনি মানতে প্রস্তুত আছেন?

লা- মাযহাবী : অবশ্যই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন পাকিস্তানী আহলে হাদীস আলেম আমাদের মতের বিপরীত মত ব্যক্ত করবেন না।

হানাফী : ঠিক আছে, দেখুন তাহলে-

১. নবীজীর নামায- এর ২৯৬ নং পৃষ্ঠায় আছে, নাজ্জাশীর ঘটনাকে গায়েবানা জানাযার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়, কিন্তু সঠিক কথা হলো এর দ্বারা গায়েবানা জানাযার দলীল পেশ করা সহীহ নয়। আর এই কিতাব পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ডক্টর শফীক সাহেবের লেখা।

২. পাকিস্তানের অপর একজন বিশিষ্ট আলেম জনাব আব্দুর রউফ সিন্ধু সাহেব যিনি সালাতুর রাসূল- এর টীকা লিখেছেন, তিনি এ আলোচনার এক পর্যায়ে লিখেন, 'মোটকথা. গায়েবানা জানাযার প্রমাণ হিসেবে দুটো ঘটনা পেশ করা হয়। তার মধ্যে একটি হলো, মুআবিয়া ইবনে মুআবিয়ার ঘটনা। তো এ ব্যাপারে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, এ ঘটনা সঠিক সূত্রে প্রমাণিত নয়। যদি আমরা ধরেও নেই, তবুও এর দ্বারা দলীল পেশ করা সহীহ নয়। যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। আর নাজ্জাশীর ঘটনার ব্যাপারে আমরা আর কী বলবো। ইমাম খাত্তাবী যা বলেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর এবং শক্তিশালী। আমরা এখানে তার কথা তুলে ধরছি। তিনি বলেন- 'যদি বাস্তবিক পক্ষেই গায়েবানা জানাযা বৈধ হতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাশী ছাড়া অন্তত একজনের জন্য হলেও তা পড়তেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে এমন ঘটনা নিশ্চিতভাবে আর পাওয়া যায় না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে আব্দিল বার (রহ.) বলেন, যদি গায়েবানা জানাযা জায়েযই হতো তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কত শত সাহাবী শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গায়েবানা পড়তেন। চার খলীফাসহ আরো কত মহামানবরা ইন্তেকাল করেছেন। যদি জায়েযই হতো তাহলে মুসলমানরা তাদের গায়েবানা জানাযা পড়তেন। কিন্তু এমনটি কেউ দেখাতে পারবে না।' সিন্ধু সাহেবের কথা এখানেই শেষ। *(আল কওলুল মাকবুল. পৃ. ৭১৭)*

পরিশেষে আমি বলবো, ডক্টর লোকমান সালাফীর যে কথাকে আপনি ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈরীতার ছুতা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এটা তার নিজের কথা নয়; বরং তিনি পাকিস্তানী আলেম জনাব আব্দুর রউফ সাহেব লিখিত আল কওলুল মাকবুল এর

৭১৪ এবং ৭১৫ নং পৃষ্ঠা থেকে হুবহু নকল করেছেন। সুতরাং আপনার এই চালাকি হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলো। যাইহোক ডক্টর শফীক সাহেব পাকিস্তানের একজন প্রখ্যাত সালাফী আলেম। জনাব আব্দুর রউফ সাহেবও পাকিস্তানের অতি পরিচিত আলেম। বর্তমানে তিনি আরব আমিরাতে বসবাস করেন। মদীনা ভার্সিটি থেকে তিনি ডক্টরেট অর্জন করেছেন। আর ওদিকে ডক্টর লোকমান সালাফী ভারতের একজন বিশিষ্ট আহলে হাদীস আলেম। তিনিও মদীনা ভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি সউদী আরবে বসবাস করেন। আর তারা সবাই যখন গায়েবানা জানাযার বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাহলে কেমন যেনো আরব-আজম, হিন্দুস্তান-পাকিস্তান মোটকথা সব জায়গার আলেমরা গায়েবানা জানাযার বিপক্ষে ফায়সালা দিয়ে দিয়েছেন।

লা- মাযহাবী : এগুলো মূলত আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায়ের বড় বড় আলেমদের উপর আস্থা না থাকার কারণেই হয়েছে। যাই হোক, মাওলানা শিয়ালকোটি সাহেব তো আর ছোটখাটো কোন আলেম নন। তাছাড়া আমাদের শায়খুল হাদীস মাওলানা ইসমাঈল সালাফী তার লিখিত কিতাব 'রাসূলের নামায'- এর ১২৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, গায়েবানা জানাযা পড়া সহীহ আছে। এখন আপনিই বলুন আব্দুর রউফ সিন্ধু এবং ডক্টর শফিকুর রহমান সাহেবরা কি এ দুজনের থেকেও বেশী ইলমের অধিকারী?

হানাফী : ১. আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে, কোন পাকিস্তানী আহলে হাদীস আলেমের এ ব্যাপারে মন্তব্য থাকলে তা মেনে নিবেন। কিন্তু এখন দেখি, কথার মোড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে যাচ্ছেন।

২. মাওলানা শিয়ালকোটি সাহেবের বর্ণিত বুখারীর হাদীসের ব্যাপারে আমাদের যা বলার ছিলো তা বলে দিয়েছি। এটাকে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। থাকল মাওলানা ইসমাঈল সালাফীর কথা। তো এই নিন তার কিতাব আপনি যার রেফারেন্স দিয়েছেন এবং বের করে দেখান তার ১২৯ নং পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে কোন দলীল আছে কি না?

লা- মাযহাবী : অবশ্যই তাতে দলীল থাকবে। আর যাই হোক তিনি তো একজন শায়খুল হাদীস। কিন্তু ..... তাতে তো কোন দলীল

দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা ভাই তিনি এতো বড় আলেম হয়ে যখন এই কথা বলেছেন তখন এর পেছনে অবশ্যই কোন দলীল থাকবে। তো আমাদের তার কথা মানতে সমস্যা কোথায়? কিন্তু যখন তিনিও কোন দলীল দেন নি তো এর দ্বারা বুঝে আসে যে, গায়েবানা জানাযার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দলীল তার কাছেও ছিলো না। এ জন্য আমরা সিদ্ধান্ত কামিটির কাছে আবেদন করছি, যেনো আমাদের আলোচনা-পর্যালোনার আলোকে কমিটি নিরপেক্ষ রায় প্রকাশ করে।

হানাফী : আপনাদের সালাফী সাহেব অনেক বড় অলেম এটা আমরাও মানি। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে দলীল নিয়ে। আগে দলীল দেখান।

লা- মাযহাবী : একটু অপেক্ষা করুন। নবীজীর নামায- এর টীকাকার নাজ্জাশীর ঘটনার প্রেক্ষীতে এক পর্যায়ে লিখেছেন, 'এর দ্বারা বুঝে আসে যে, মৃত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়া যেতে পারে।

(পৃ. ২৯৬)

হানাফী : ভাই, আপনাদেরকে আর কী বলবো। আপনি নবীজীর নামায- এর বরাত পেশ করছেন অথচ এর লেখক ও টীকাকারের কথার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। লেখক লিখেছেন, এই ঘটনা দ্বারা গায়েবানা জানাযার দলীল পেশ করা যাবে না। (পৃ. ২৯৬) কিন্তু টীকাকার এই সহজ কথাটাকে উল্টো বুঝেছেন। যাই হোক এ ব্যাপারে আপনারা যেমন কোন সহীহ দলীল পেশ করতে পারেন নি। অনুরূপভাবে এই টীকাকারও আপনাদের সেই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন দলীল পেশ করতে পারেন নি। তাছাড়া ২০০৫ সালের এডিশনে ২৫৪ নং পৃষ্ঠা থেকে এই টীকা বিলুপ্ত করে দেয়া হয় এবং গায়েবানা জানাযা জায়েয না হওয়ার বিষয়টি তাতে লিখে দেয়া হয়। সুতরাং আপনার উল্লেখিত এই টীকা দলীল প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব বহন করে না।

লা- মাযহাবী : একটু দাঁড়ান, নবীজীর নামায এর টীকায় গায়েবানা জানাযার ব্যাপারে একটি শক্তিশালী দলীল দেয়া হয়েছে। তা হলো তাতে লিখা আছে, 'কোন সাহাবী থেকে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না'। *(পৃ. ২৯৬)*

হানাফী : জনাব মেহেরবানী করে আমাদের সাথে এই চাল চালতে আসবেন না। ১৪০০ বছর পরে এসে আপনারা কোন বিষয়ে সহীহ দলীল পেশ করতে ব্যর্থ হলে এ কথা বলে পাশ কেটে যাওয়ার চেষ্টা করেন যে, এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞার কথা বর্ণিত নেই। এটা আপনাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। সুতরাং এই চালাকি আমাদের সাথে চলবে না।

মোটকথা, নবীজীর নামায- এর এই কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে তার কাছে কোন সহীহ দলীল নেই।

সিদ্ধান্ত কমিটি : উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্ত দিচ্ছি যে, লা- মাযহাবী প্রতিনিধি তার মতের পক্ষে সহীহ দলীল পেশ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না।

শহীদদের গায়েবানা জানাযা

লা- মাযহাবী : প্রিয় উপস্থিতি, আপনাদের এ স্বতঃস্ফূর্ত আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আমরা চাচ্ছি আজই 'শহীদের গায়েবানা জানাযা' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে, যেনো ভবিষ্যতে কোন সম্প্রদায় এ নিয়ে আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

সিদ্ধান্ত কমিটি : আমরা এখনি আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যেহেতু শহীদের গায়েবানা জানাযার পক্ষে। সেহেতু তাকে আমরা এ ব্যাপারে যুক্তি নির্ভর ও সুষ্ঠু দলীল পেশ করতে বলছি।

লা- মাযহাবী : কিছু দিন আগে এক বিরাট কনফারেন্সে আমাদের আহলে হাদীস পক্ষের কয়েকজন নামকরা আলেম উপস্থিত ছিলেন। তাদের কথা ছিলো, হাদীসের দৃষ্টিতে যেখানে শহীদের জানাযাই পড়তে হয় না, সেখানে গায়েবানা জানাযা পড়ার কথা বলাটা অযৌক্তিক। সুতরাং অতি শ্রীঘ্রই এই কর্মকান্ডকে বন্ধ করা উচিত। সেখানে 'জামাআতুদ দাওয়াহ'- এর কয়েকজন আহলে হাদীস আলেম উপস্থিত ছিলেন। তারা এর জবাবে বললেন, আমাদের পারস্পরিক এ অনমনীয়তাই যত সব দুর্গতির মূল। আমরা যা চাচ্ছি তা হলো, যদি কোন কাজ আমাদের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রচার-প্রসার বা অন্য কোন ক্ষেত্রে উপকারী বলে গণ্য হয় তাহলে তা হাদীসের খেলাফ হলেও

করে নেয়া উচিত। শহীদের জানাযা বা এ জাতীয় ক্ষেত্রে জনগণের ঝোঁক একটু বেশীই থাকে। সব শ্রেণীর লোকই এসব জানাযায় উপস্থিত হয়। তাই আমরা যদি এটাকে জায়েয বলে প্রচারণা চালাই তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের প্রচার-প্রসারসহ জনগণের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করার একটা মোক্ষম সুযোগও আমরা লাভ করবো। এ সব দিক বিবেচনা করেই আমরা অন্য যে কোন জিহাদী সংগঠনের শহীদকে নিজেদের শহীদ বলে তার গায়েবানা জানাযার ব্যবস্থা করে থাকি। 'জামাআতুদ দাওয়াহ'- এর আহলে হাদীস আলেমদের এ বক্তব্যকে যুক্তিযুক্ত মনে করে অন্যান্য আহলে হাদীস আলেমরা তাদের সমর্থন করেন। তবে কিছু লোক এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে। মোটকথা, আমাদের উলামারা যখন শহীদের গায়েবানা জানাযা পড়েন তখন জায়েয জেনেই পড়েন। সুতরাং এ ব্যাপারে কারো অযথা প্রশ্ন করার অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি না।

হানাফী : ১. আপনাদের মত কথা তো তিনদিনা, চল্লিশা এবং মৃত্যু বার্ষিকী যারা পালন করে তারাও বলে। সুতরাং আপনারা যে উপকারীতা বর্ণনা করলেন সে উপকারীতা দৃষ্টে এদের কর্মকাণ্ডকেও সহীহ বলুন। আর যদি এদের কর্মকাণ্ডকে সহীহ না বলেন তাহলে আপনাদেরটা সহীহ হলো কি করে?

২. সরাসরি হাদীসের বিরোধিতার আপনাদের এই প্রচারাভিযান সফল হোক। কিন্তু আমরা কিছুতেই এটাকে সমর্থন করতে পারি না। আপনাদের সুপ্রশিদ্ধ মহামান্য আলেম শায়খুল হাদীস জানবায সাহেব সহীহ বুখারীর রেফারেন্স দিয়ে লিখেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে কাফেরদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলো তাকে গোসল এবং জানাযা ছাড়াই দাফন করা হলো নিয়ম।

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯, সালাতুল মুস্তফা, ৩২৪)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় কত যুদ্ধে কত শত সাহাবী শহীদ হয়েছেন; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কারো গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বলে প্রমাণিত নেই। যদি তিনি পড়তেন তাহলে অবশ্যই আমরাও পড়তাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর না পড়া সত্ত্বেও যখন আহলে হাদীসরা শহীদের গায়েবানা জানাযা পড়ে সে হিসেবে তাদের

পরিচয় 'আহলে হাদীস' না হয়ে 'আহলে রায়' (নিজের খেয়ালখুশীর অনুসারী) হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিলো।

নবীজীর নামায- এর ২৯৭ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে, 'থাকল শহীদদের কথা, তো সাধারণভাবে তো তাদের জানাযার নামাযই পড়া হয় না।'

যাই হোক, জামাআতুদ দাওয়াহ-এর আহলে হাদীস আলেমদের এ সব যুক্তি সম্পূর্ণ মনগড়া। হাদীসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এদের এই বাস্তবতা বুঝাতে গিয়েই সম্ভবত কবি বলেছেন-

شہید غائب کی ہر شہر میں نماز پڑھتے ہیں غائبانہ
حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے بھلا ہے یہ طرز عاشقانہ

আমরা এ ব্যাপারে আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। আহলে হাদীস প্রতিনিধির যদি আরো কিছু বলার থাকে তাহলে আমরা শুনতে প্রস্তুত আছি। অন্যথায় আমরা সিদ্ধান্ত কমিটির দ্বারস্থ হবো।

সিদ্ধান্ত কমিটির রায়

সিদ্ধান্ত কমিটি : লা- মাযহাবী প্রতিনিধির আরো কিছু বলার থাকলে কিংবা প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব দিতে চাইলে দিতে পারেন।

লা- মাযহাবী : আর কিছু বলার মত তো দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের মহামান্য গুরুরা যেদিকে আছে আমরাও সেদিকে আছি। হাদীসের ব্যাপারে তাদের প্রাজ্ঞতা আমাদের চাইতে অবশ্যই বেশী। সুতরাং তাদের কথাই আমাদের শিরোধার্য।

হানাফী : সরাসরি হাদীসের বিরোধিতা করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী আমল করছেন। বিনাবাক্য ব্যয়ে গুরুদের কথার উপর চলছেন। এখন যদি অন্য কেউ বুঝে শুনে সঠিক নীতি অনুযায়ী কোন যোগ্য আলেমের অনুসরণ করে তাহলে তার উপর যত অভিযোগ। ব্যক্তি পূজা, হাদীসের বিরোধিতাকারী, অন্ধ অনুসরণকারীসহ আরো কত বিশেষণে আপনারা বিশেষায়িত করেন। তাদের বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণ করা হয়, সভা-সমিতির আয়োজন করা হয়।

অথচ হুবহু এই অপরাধ আপনারা করছেন। আর নিজেদেরকে একেবারে পাক্কা আহলে হাদীস বলে দাবী করছেন। এটাই কি তাহলে

হাদীসের অনুসরণ! এই যদি হয় আপনাদের অবস্থা তাহলে বলতে হবে যে, কেয়ামত অতি কাছাকাছি চলে এসেছে। কান খুলে শুনুন, দু'চোখ বন্ধ হওয়ার পরে আপনাদের এই গুরুরা কিন্তু কোন কাজে আসবে না। এখনও সময় আছে, সঠিক বিষয় উপলব্ধি করুন এবং সব ধরনের কপটতা ছেড়ে দিয়ে সুপথে ফিরে আসুন। আমি সিদ্ধান্ত কমিটির কাছে তাদের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করার আবেদন করছি।

সিদ্ধান্ত কমিটি : উভয় পক্ষের আলোচনা শুনে আমরা যা বুঝতে পারলাম তা হলো, লা- মাযহাবী প্রতিনিধি শহীদের গায়েবানা জানাযা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী কোন দলীল পেশ করতে পারেন নি। অপরদিকে আহ্লুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের হানাফী প্রতিনিধি স্বীয় অবস্থানের ব্যাপারে শক্তিশালী প্রমাণ পেশ করার পাশাপাশি বিপক্ষ দলের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। সুতরাং আমরা যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আমাদের সমাজে শহীদের গায়েবানা জানাযার আয়োজন করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এর বিপরীত হলে আমরা এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

* ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

* আমীন এক নতুন বিতর্কের দ্বার প্রান্তে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

* বিভিন্ন আয়াতের উত্তর দেয়া

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

* লা-মাযহাবী এবং তাদের গলত হাওয়ালা

পূর্ব কথা

১. আহলে হাদীস হযরতগণ ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে নিজেদের শক্ত অবস্থান খুব বীরত্বের সাথেই প্রদর্শন করে থাকেন। কিন্তু তাদের অবস্থানের পক্ষে দলীল চাইলে তখন আবার নক্শা পরিবর্তন করে দেন এবং আখের গোছাতে লাগেন। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আচ্ছা! মুক্তাদী ফাতিহা পড়বে কখন? ইমামের আগে, ইমামের সাথে, ইমামের পরে না আয়াতসমূহের ওয়াকফের সময়? তখন সন্তোষজনক কোন অকাট্য জবাব পাওয়া যায় না।

যাই হোক সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে এই মাসআলাটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিককে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে প্রকাশ হয়ে যায় যে, এই সব হযরতদের আঁচলে কিছু আছে কিনা।

২. আহলে হাদীসগণ জোরে আমীন বলার পক্ষে যে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন দলীল ভিত্তিক এর সত্যায়ন হয় কি? 'আমীন' সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক যা তারা জনসাধারণ হতে আড় করে রেখেছেন এখানে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. আহলে হাদীসগণের দৃষ্টিতে মুক্তাদীগণ কোন কোন আয়াতের জবাব দিবে। তাদের দিলের নিকট-ই এর দলীলের গ্রহণযোগ্যতা আছে কি? তাছাড়া তাদের আলেমগণ এই বিষয়ে সর্বশেষ যে তাহকীক পেশ করেছেন তার এক ঝলকও এখানে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি তাদের সব মসজিদে এমন আমল চালু হয়ে যায় তবে তো কোন কথা নেই। অন্যথায় বোঝা যাবে যে তারা হাদীস ছাড়া খালি হাতেই দলীলের জগতে অবস্থান করছেন।

আল হামদুলিল্লাহ এই সব কিছু তাদের নিজেদের কিতাব ও সংকলন এর আলোকেই পেশ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া

গায়রে মুকাল্লিদ : এটা হল নামাযের সবচেয়ে মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা। আপনি এখন দেখতে পাবেন যে, একদিকে হল দলীল ও হাদীসের স্তূপ। আর অপর দিকে আপনাদের ইমামের উক্তি। এক দিকে বুখারী ও মুসলিম। অন্য দিকে "যয়ীফ হাদীস"।

সুন্নী : জনাব! আপনি যখন স্বীয় নামাযের বিসমিল্লাহ্-ই দলীল দিয়ে প্রমাণ করতে পারলেন না তো আগে আর করবেনটা কি? আচ্ছা, বলুন! সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আপনার কি অবস্থান?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের দাবী হল, জোরে ও আস্তে সব নামাযেই ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরয ও রুকন। এ ছাড়া নামায হবে না। আমরা এই মাসআলার শিরোনাম দিয়ে থাকি "কিরাতে ফাতিহা খলফাল ইমাম"। দেখুন:

১. ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়া ৪/১২৬, ২. সালাতুল মুস্তফা-১৬১, ৩. রাসূলে আকরাম সা. কী নামায-৬৭, ৪. খাতেমায়ে ইখতিলাফ-৩৪।

সুন্নী : আপনি আপনার এই দাবীর পক্ষে কোন দলীল পেশ করবেন কি?

গায়রে মুকাল্লিদ : জ্বী-হ্যাঁ! দলীলের স্তূপ লাগিয়ে দিব। দেখুন, সহীহ বুখারীতে আছে: لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না তার কোন নামায নেই।

সুন্নী : জনাব! আপনি দলীলের স্তূপ লাগানোর প্রয়োজন নেই। আপনার দাবীর পক্ষে বুখারী ও মুসলিম হতে শুধুমাত্র একটি হাদীস পেশ করুন। আপনার দাবীতে ইমামের পেছনে ও জামাআতের নামাযের কথা আছে। অথচ উল্লেখিত হাদীসে জামাআতের কথা নেই। আপনার দাবী ছিল "জামাআতের নামাযে মুক্তাদীরও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।" অথচ এই হাদীসে জামাআত ও মুক্তাদীর কথা স্পষ্টভাবে নেই।

আসুন আমি আপনাকে দলীল পেশ করার তরীকা শিখাই। আমাদের নিকট মাসআলা হল, "মুক্তাদী ইমামের পিছনে চুপ থাকবে।"

তার দলীল দেখুন : হযরত কাতাদাহ্ রা. এর উদ্ধৃতিতে হযরত জারীর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন তোমরা নামায শুরু কর তখন কাতার সোজা করে নাও। তারপর তোমাদের কেউ ইমামতী করবে। যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন ইমাম কুরআন পড়তে শুরু করবে তখন তোমরা চুপ হয়ে যাবে এবং যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৪)

আপনি লক্ষ্য করেছেন কি?

১. এই হাদীসে জামাআতের সাথে নামাযের কথা আছে।

২. ইমাম ও মুক্তাদীর দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। যে আমলে ইমাম ও মুক্তাদী শরীক তা-ও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, ইমাম তাকবীর বললে তোমরা-মুক্তাদীগণও তাকবীর বলবে।

৩. যে আমলে ইমাম ও মুক্তাদী শরীক নয় বরং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ডিউটি তা-ও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

৪. আর তা হলো, যখন ইমাম কিরাআত পড়বে তখন তোমরা মুক্তাদীগণ চুপ থাকবে। আর যখন ইমাম وَلَا الضَّالِّينَ বলবে তখন তোমরা-মুক্তাদীগণ আমীন বলবে। আর যখন ইমাম তাকবীর বলে রুকুতে যাবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকু করবে।

৫. সামনের ডিউটি ভিন্ন ভিন্ন তা হলো যখন ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।

৬. তারপর আবার ইমাম মুক্তাদী শরীক। হুকুম হয়েছে, যখন ইমাম তাকবীর বলে সিজ্‌দা করবে তোমারাও তাকবীর বলে সিজ্‌দা করবে।

মোটকথা আপনি দেখতে পেলেন যে, আমরা দাবীর স্বপক্ষে দলীল পেশ করে থাকি। এতে স্পষ্টভাবে জামাআতের নামায ও ইমাম মুক্তাদীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। যার মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী আমাদের শিরোধার্য যে,

যখন ইমাম কিরাআত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে। অথচ আপনারা বলছেন, ইমাম কিরাআত পড়লে মুক্তাদীগণও পড়বে। এখন আমি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মানবো না আপনার?

যাইহোক এখন আপনারাও বুখারী-মুসলিম হতে এমন কোন স্পষ্ট দলীল পেশ করুন যাতে নববী ইরশাদ রয়েছে যে, ইমাম ফাতিহা পড়লে তোমরা মুক্তাদীগণও ফাতিহা পড়ো।

গায়রে মুকাল্লিদ : খুশীতে ফুলে একেবারেই আটখান হয়ে গেছেন। মনে হয় যেন বড় এক তীর নিক্ষেপ করতে পেরেছেন। এর আগে আপনার জেনে নেয়া প্রয়োজন ছিল, এই হাদীসটি আদৌ সহীহ কি না?

দেখুন! আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী তাফ্সীর "আহ্সানুল বয়ান" এর মধ্যে সূরা ফাতিহার তাফসীরে এই রেওয়ায়াত وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوا এর পরেই ব্র্যাকেটে লেখা আছে- " بشرط صحت " (যদি সহীহ হয়)

২। যদি এই হাদীসটি সহীহ হতো তাহলে আমাদের সাংবাদিক মুফাসসিরের " بشرط صحت " বলার কী প্রয়োজন ছিল? তাছাড়া এই হাদীসের সনদের দূর্বলতার কারণে নবাব নুরুল হাসান সাহেব রহ.ও এটাকে দলীলের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। (উরফুল জাদী-৩৮) আমাদের কিতাব "ইমতিয়াযী মাসায়েলেও" এটাকে "যয়ীফ" বলা হয়েছে। আবার আমাদের প্রসিদ্ধ আলেম মাও. জয়পুরী "হাকীকাতুল ফিকহে" এই হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন, اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا ওয়ালা হাদীস যয়ীফ। বরং তিনি এটাও লিখেছেন; "ইমামের পিছনে ফাতিহা না পড়ার হাদীসসমূহ যয়ীফ।" পৃষ্ঠা নং ২৫১।

সুন্নী : অন্য দিকে না তাকিয়ে আপনি মন থেকে বলুন তো এই হাদীসটি মুক্তাদীর চুপ থাকা এবং ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে একেবারেই স্পষ্ট কি না?

গায়রে মুকাল্লিদ : আসলে তো এ ব্যাপারে স্পষ্ট। তবে সেটা তো হবে হাদীস সহীহ হলে-ই না! আমাদের আলেমদেরও অনেক গভীর অধ্যয়ন রয়েছে। তারা এই দূর্বলতার কারণেই হাদীসটির প্রতি দৃষ্টি দেন নি।

সুন্নী : আপনার অবগতির জন্য বলছি, এটা সহীহ মুসলিমের হাদীস।

গায়রে মুকাল্লিদ : কী বললেন! সহীহ মুসলিমে আছে? আপনারা নিদ্রামগ্ন, না আমরা ঘুমাচ্ছি?

সুন্নী : না আমরা ঘুমাচ্ছি আর না আপনারা ঝিমুচ্ছেন। এই নিন সহীহ মুসলিম। হাদীস নং ৪০৪।

গায়রে মুকাল্লিদ : হ্যাঁ ভাই! হাদীসটি তো সহীহ মুসলিমে আছে। তারপরও আমাদের আলেমগণ " بشرط صحت " কেন লিখলেন? আর কেনই বা "যয়ীফ" সাব্যস্ত করলেন?

সুন্নী : এটা তো আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। তারা তো নিজেদেরকে "আহলে হাদীস" বলে লোকদের আস্থা কুড়াচ্ছেন যে, "আমরাই হাদীসের উপর আমল করি।" কিন্তু এই সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে নিজেদের মাসলাকে যখন প্রকাশ্য হামলা হলো তখন তারা সাধারণ লোকদেরকে সবক শিখাতে লাগল যে, "এটা যয়ীফ হাদীস।" সকাল-সন্ধ্যা বুখারী ও মুসলিমের নাম জপনেওয়ালাদের এই কর্ম পদ্ধতি সত্যিই আফসোসের বিষয়!

গায়রে মুকাল্লিদ : আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের মাও. শিয়ালকোটী তাঁর "সালাতুর রাসূল" কিতাবে এই হাদীসটি আনেননি। আর আমাদের উলামাগণও তাদের বক্তব্যে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন না।

তবে আমাদের উলামাগণ অন্য ভাবে এই হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন। "সালাতুর রাসূল" এর টীকায় আছে : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সূরায়ে ফাতিহার পরবর্তী কিরাআত। *(তাসহীলুল উসূল-১৭৫)*

তাছাড়া আল্লামা ইকবাল কীলানী চমৎকার অনুবাদ করেছেন, আর যখন ইমাম (সূরায়ে ফাতিহার পর) কিরাআত পড়বে তখন তোমরা খামুশ থাকবে। *(কিতাবুস সালাত-৮০)*

আর আমাদের তাফসীরে তার এই ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে যে, জোরে কিরাআতের নামাযগুলোতে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা ভিন্ন অন্যান্য কিরাআত চুপ থেকে শোনবে। *(আহসানুল বয়ান-২)*

সুন্নী : হাদীসের শব্দাবলীর দিকে একটু দৃষ্টি দিন। সত্যিই কি হাদীসটির এই অর্থ যা কীলানী ব্র্যাকেটে ও সাংবাদিক সাহেব ব্যাখ্যা করেছেন?

وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا এর পরে আছে- وَاِذَا قَالَ: وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ এর দ্বারা কি এটা বুঝে আসে না যে, যে কিরাআতে চুপ থাকতে বলা হয়েছে তা وَلَاالضَّالِّيْنَ এর পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা হাদীসে وَلَاالضَّالِّيْنَ এর পূর্বের কিরাআতেও চুপ থাকার হুকুম আছে। অথচ আপনাদের তিনো ইমামের ব্যাখ্যা হচ্ছে وَلَاالضَّالِّيْنَ এর পরের কিরাআতের হুকুম হলো চুপ থাকা। এখন কি আপনারা হাদীসের ব্যাখ্যা মানবেন, না নিজেদের লিখকদের ব্যাখ্যা মানবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের শাইখুল হাদীস জাঁনবায ও ইসমাঈল সাহেব রহ. এই হাদীসটির অন্য আরেকটি জবাব দিয়েছেন। তা হলো وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا এর দ্বারা উদ্দেশ্যও এটাই যে, ইমাম পড়তে থাকলে মুক্তাদীগণ উঁচু আওয়াজে পড়বে না।

(সালাতুল মুস্তফা-১৬২, রাসূল আকরাম কী নামায-৭০)

সুন্নী : উপরোল্লেখিত হযরতদ্বয় যেহেতু শাইখুল হাদীস তাই তাদের জানা থাকার কথা যে, এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় পূর্বের তিন লিখক যা লিখেছেন তা হতে পারে না। তাই তারা এই ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু হাদীস শরীফটির শব্দ এই অর্থ ধারণ করে কি? কোন হাদীসের কিতাব বা অভিধানে আমাকে দেখিয়ে দিন যেখানে লেখা আছে যে, وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا এর মানে হলো ইমাম জোরে কিরাআত পড়া আরম্ভ করলে তোমরা চুপ হয়ে যাবে।

আপনারা এক আশ্চর্য ধরনের জাতি। কখনো তো মুসলিমের হাদীসকে 'যয়ীফ' বলে দেন। এই তীর না চললে নিজেদের পক্ষ হতে বৃদ্ধি করে দেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফাতিহার পরের কিরাআত। এমনি ভাবে আপনারা টরে টক্কর চালাতে থাকেন।

তাই আমরা আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, হাকীম শিয়ালকোটি ও অন্যান্য লিখকদের লেখা ও মূর্খ ওয়ায়েজদের বক্তব্য শোনে মাসলাকগত এমন বড় বড় ফয়সালা দিতে যাবেন না। আর লোকদের উপর ফতওয়াও জারী করতে যাবেন না। এটা কিয়ামতে আপনাদের কোন উপকারে আসবে না।

গায়রে মুকাল্লিদ : لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ মাও. সালাহুদ্দীন ইউসুফ দা.বা. লিখেন এই হাদীসে مَنْ শব্দটি ব্যাপক অর্থে। যা একাকী, ইমামের পিছনে, ইমাম জোরে ও আস্তে কিরাআত পাঠকারী, ফরয ও নফল সব ধরনের নামাযীকে শামেল করে যে, সবার জন্য সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী। *(আহসানুল বয়ান-১)*

সুন্নী : আপনি হযরত মাওলানার দাবী পেশ করে দিলেন। তিনি কি এর স্বপক্ষে কোন দলীলও দিয়েছেন যে مَنْ শব্দটি عام?

গায়রে মুকাল্লিদ : অবশ্যই দলীল দিয়ে থাকবেন। কেননা এটি আমাদের বড় গ্রহণযোগ্য তাফসীর। কিন্তু ..... কিন্তু এখানে তো এই দাবীর কোন দলীল নেই। তবে তিনি যেহেতু মুফাসসির তাই তিনি নিজেও তো দলীল।

সুন্নী : আপনারা এক আশ্চর্য চিজ। এক দিকে তো সাহাবায়ে কেরামকেও দলীল মানেন না। অপর দিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাওলানা ও তার কথাকে দলীল হিসেবে মানেন!

গায়রে মুকাল্লিদ : আচ্ছা! আপনি দলীল দিয়ে বলে দিন যে, এই হাদীসটি কি সম্পর্কে?

সুন্নী : লক্ষ করুন! প্রথমত:

মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা ; প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী রহ. তার কিতাব তিরমিযী শরীফে ইমাম বুখারীর উস্তায এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ। দ্বারা উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা হলো, যখন কেউ একাকী নামায পড়বে তখন সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত তার নামায হবে না। দলীলে সাহাবী

হযরত জাবের রা. এর রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন- مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ অর্থাৎ যে এক রাকাতেও সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামায হবে না। তবে যদি সে ইমামের পিছনে থাকে। *(তিরমিযী, হাদীস-৩১৩)*

ইমাম বুখারীর উস্তায ইমাম আহমদ রহ. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের এই অর্থ বুঝেছেন তাঁর জলীলুল কদর এক সাহাবী যে, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এই হাদীসটি হল, একাকী নামায আদায়কারীর জন্য।

দ্বিতীয়ত : হাদীসের ব্যাপারে আপনাদের জ্ঞানের পরিধি হলো খুব ভাসা ভাসা। তাইতো আপনি এক দুটি হাদীসের অর্থ পড়েই তার সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা ছাড়াই নিজ বুঝ ও বিবেচনায় তার উপর আমল করতে আরম্ভ করেন। তারপর এই সু ধারণার শিকার হয়ে যান যে, 'আমরা হাদীসের উপর আমল করি' এবং আমরা 'আহলে হাদীস'। আপনার হয়তো নতুন জ্ঞান হবে যে, সহীহ মুসলিমের হাদীস নং ৮৭৬ এর মধ্যে-

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ এর সাথে فَصَاعِدًا শব্দও এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে, পুরা কুরআন শরীফ হতে সূরায়ে ফাতিহার সাথে কিছু অংশ পড়া ছাড়া নামায হয় না। আশ্চর্যের কথা; গায়রে মুকাল্লিদগণ সূরা ফাতিহা পড়াটাকে জরুরী মনে করেন। অথচ কুরআন শরীফের বাকী অংশ পড়াটাকে জরুরী মনে করেন না।

অবশেষে মুসলিমের এই এক হাদীসেই এমন পার্থক্যকরণ কেন যে,

অর্ধেক হাদীসের স্বীকার। বাকী অর্ধেকের ইনকার? (অস্বীকার) বরং তারা তো হাদীসের দ্বিতীয় অংশের প্রতি এতটা অসন্তুষ্ট যে, তাদের সাধারণদের নিকট হতে তা গোপনই রাখেন। তারা সাধারণ লোকদেরকে لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ পড়িয়ে ছেড়ে দেন। বাকী অংশ فَصَاعِدًا শিখান না। শোনানও না। এই এক শব্দে যেহেতু তাদের মাসলাকের মূলোৎপাটন হয়ে যায় তাই তাদের এই কর্মপদ্ধতি।

অথচ কুরআন শরীফের সমস্ত আয়াত ও সূরা فَصَاعِدًا এর অন্তর্ভূক্ত। কেমন যেন আপনারা শুধু সূরা ফাতিহা পড়েই হাদীসের উপর আমল করে ফেললেন। আর فَصَاعِدًا এর ভিত্তিতে যে পুরা কুরআন ছেড়ে দিলেন তাতে কিছু আসে যায় না।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য হাদীসে সূরা ফাতিহার সাথে فَصَاعِدًا এর পরিবর্তে فَمَازَادَ এবং وَمَاتَيَسَّرَ শব্দও এসেছে।

(আবু দাউদ হাদীস নং ৮১৮ ও ৮২০)

গায়রে মুকাল্লিদ : হাদীসের উপর তো আপনার গভীর ও প্রশস্ত দৃষ্টি রয়েছে। আসলে এদিকে আমাদের কোন মনোযোগই দেয়ানো হয়নি। আর আমাদের শিয়ালকোটী সাহেব তো فَصَاعِدًا এর রেওয়ায়াতের উদ্ধৃতিও দেননি।

সুন্নী : আমার প্রিয় ভাই! আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় যখন আমি আপনাদের আলেমদের গোঁড়ামির আর কট্টরতা দেখতে পাই। তারা নিজেদের মাসলাকের দুর্বলতা গোপন করার জন্য হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্ম পরিবর্তন করে ফেলে। কিন্তু নিজেরা পরিবর্তন হয় না।

পরিবর্তিত মর্মের নমূনা-১

আপনার শাইখুল হাদীস মাও. ইসমাঈল সালাফী তার কিতাবে লিখেন-

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اُمِرْنَا اَنْ نَّقْرَأَ بِفَاتِحَةٍ وَمَاتَيَسَّرَ

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ বলেন: আমাদেরকে ফাতিহা ও একটু বেশী পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ফাতিহার চেয়ে একটু বেশি পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। *(রাসূলে আকারাম সা. কী নামায-৬৮)*

মুহতারাম! দিলের উপর হাত রেখে একটু চিন্তা করুন। يعنى এর পরে হাদীসের যে মর্মার্থ বর্ণনা করা হলো হাদীসের শব্দ কি তার অনুমতি দেয়? "সূরা ফাতিহা এবং একটু বেশী" এর হুকুম অভিন্ন আর মর্মার্থ ভিন্ন ভিন্ন?!!

পরিবর্তনের নমূনা-২

আপনার প্রসিদ্ধ লিখক জনাব ইকবাল কীলানী লিখেন :

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهٗ اَنْ یَّخْرُجَ فَیُنَادِیَ

لَاصَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ فَمَازَادَ

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত যে, হযরত নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন যে, সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত নামায হবে না। এর চেয়ে বেশী যে যতটুকু চায় পড়বে। *(কিতাবুস সালাত-৮০)*

হাদীসে তো সূরা ফাতিহা ও فَمَازَادَ এর একই হুকুম বলা হয়েছে অথচ অনুবাদক অনুবাদের মধ্যে পরিবর্তন করে উভয়টার হুকুম ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। এটা কি পরিবর্তনের নিকৃষ্টতম উপমা নয়? তারপরও আপনাদের শক্ত দাবী যে আপনারা "আহলে হাদীস"। আজ বিশ্বস্ততার ঘরে বিলাপ হচ্ছে কেননা তার লাশ বের করে দেয়া হয়েছে। আমরা কাঁদছি চিল্লাচ্ছি। কিন্তু কার আওয়াজ কে শোনে?

আমার সামর্থে থাকলে গায়রে মুকাল্লিদদের চোখ হতে গোঁড়ামির চশমা নামিয়ে তাদেরকে পরিবর্তনের নমূনা দেখিয়ে দিতাম এবং তাদের দেমাগ হতে মাসলাকী কট্টরতা এবং কান হতে অন্ধ তাকলীদের ছিপী বের করে তাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য পয়গাম শোনিয়ে দিতাম।

দেখুন! স্বয়ং আপনাদের মাও. ইসমাঈল সালাফী তার তরজমা এমন করেন যে, সূরা ফাতিহা ও مَازَادَ ব্যতীত নামায হয় না। উভয় তরজমায় কিরকম স্পষ্ট পার্থক্য!

چٹکیاں لیتی ہے فطرت چیخ اٹھتا ہے ضمیر کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو

স্বভাব প্রকৃতি তুড়ি বাজায়, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে, কেউ কেউ বাস্তবতা হতে যতই পলায়ন করুক না কেন!

এই স্পষ্ট তাহরীফ ও দাগাবাজীর পরও আপনারা নিজেদের লেখনীতে এই কবিতা লিখেন এবং ওয়াজ মাহফিল ও বক্তব্য দেয়ার সময় হেলে দুলে পড়ে থাকেন ঃ-

شعر: مااہل حدیثیم دغا رانہ شناسیم . باقول نبیؐ قول فقہا وانہ شناسیم

অর্থ: আমরা হলাম আহলে হাদীস, ধোকাবাজী জানি না। নবীর কথার সাথে কোন ফুকাহার কথা মানি না।

এখন নিজেই বলুন! উল্লেখিত হাদীসের তরজমা ও ব্যাখ্যা করে হাদীসটির ব্যাপারে যেভাবে হাত পরিস্কার করা হল, এর কি শিরোনাম দেয়া হবে? আর মক্কী ও মাদানী আকা আলাইহিস সালামকে কি জবাব দেবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি তো আমাকে হয়রান-পেরেশান করে দিলেন। এটা তো আমাদের কেন্দ্রীয় দলীল। তবে এই দলীলের অনেক দিক আমাদের নিকট হতে গোপন রাখা হয়েছে। আর আমরা তোতা পাখির ন্যায় তার বিশ্লেষণ না বুঝে রটতে থাকি।

সুন্নী : আমি না; বরং আপনার কর্ম পদ্ধতিই আপনাকে পেরেশান করেছে। আপনারা সাহাবায়ে কেরামের قول ও فعل ছেড়ে যদি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকদের প্রতি ভরসা করেন তাহলে তারা আপনাদের ইলমী ও গবেষণামূলক বিষয়ের বারটা বাজাবে না তো কি করবে?

আপনারা যদি সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে হাদীস না বুঝেন আর তাদের বুঝ ও জ্ঞানকে তুচ্ছ জেনে চতুর্দশ শতাব্দীর এইসব লোকদের প্রতি ভরসা করেন তাহলে তারা উল্লেখিত নিয়মেই আপনাদেরকে হাদীস বুঝাবেন।

ভুল বর্ণনার নমুনা

আপনি আশ্চর্য হবেন। আপনার স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস মাও. ইসমাঈল সালাফী সাহেব তার দলের লোকদেরকে বিশ্বাস করাতে চান যে, ফাতিহা খলফাল ইমামের মাসআলায় গায়রে মুকাল্লিদগণ হাদীসের উপর আমল করেন। আর হানাফীগণ তাদের ইমামের বক্তব্যকে ভিত্তি বানিয়েছেন। অথচ বাস্তব অবস্থা আপনি অনুধাবন করতে পেরেছেন।

শাইখ সাহেব লিখেন: বড়দেরকে সম্মান করা ভাল কথা। তবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ সম্মানের অধিক উপযোগী। ইমামদের কথা কোন তাবীল ও ব্যাখ্যামূলক হলে তা হতে পারে। নববী হাদীসের জন্য ইমামগণের বক্তব্য বা মাযহাবকে মাপকাঠি বানানো ঠিক নয়। *(রাসূলে আকরাম সা. কী নামায-৭২)*

ভুল বর্ণনার দ্বিতীয় নমূনা

হাকীম সাদেক শিয়ালকোটি সাহেব লিখেন: "ফাতিহা না পড়নেওয়ালাদেরকে জিজ্ঞাসা করো তো বলবে, আবূ হানীফা বারণ করেছেন।" এই উক্তিতে তিনি জোর দেখিয়ে নিজেদের লোকদেরকে ভুল বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমরা তো হাদীসের উপর আমল করি। অথচ ফাতিহা না পড়নেওয়ালাদের নিকট কোন হাদীস নেই। বরং তারা হাদীসের মুকাবেলায় নিজ ইমামের কথাকেই মূল সাব্যস্ত করে থাকে।

এমনিভাবে আপনাদের মাও. আব্দুল্লাহ রোপড়ী লিখেন: "হানাফীদের এই মাসআলাটি বড় বিপদজনক। কারণ, এটি প্রকাশ্য হাদীসের বিপরীত। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতো বলছেন, ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না। আর তারা বলে হবে।" *(ইমতিয়াযী মাসায়েল-৫১)*

অথচ আপনি অতীত আলোচনায় শোনতে পেরেছেন যে, আমাদের দলীল কত মজবুত। আর আপনার আঁচল কতটা খালি। গায়রে মুকাল্লিদগণ নিজেদেরকেই একটু জিজ্ঞেস করবেন কি যে, আমরা কাদের ভরসায় কাদের তাকলীদ করছি?

গায়রে মুকাল্লিদ : বুঝে আসছে না। আমাদের আলেমগণ অন্যদের ব্যাপারে এ রকম ভিত্তিহীন কথা লিখে নিজেদের লোকদেরকেই বা কেন ভুল বুঝা বুঝিতে ফেলছে?

সুন্নী : আপনি বার বার আহসানুল বয়ান এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তো তারই দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে : "ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.এর নিকট অধিকাংশ সালাফীদের মত হল, যদি মুক্তাদী ইমামের কিরাআত শোনে তাহলে পড়বে না। আর না শোনলে পড়বে।"

(মাজমুয়ে ফাতাওয়া-২৩/২৬৫)

আপনারা যেহেতু নিজেদেরকে সালাফী বলছেন তাহলে অধিকাংশ সালাফীদের কথা মানা উচিত। অন্যথায় তো আপনাদের সালাফী হওয়াটাই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে। অধিকাংশ সালাফীদের বিরুদ্ধাচারণ সত্ত্বেও আপনারা নিজ অবস্থানে অটল আছেন। এখন স্বভাবতই এ প্রশ্ন আসে যে, আপনারা ভুলের উপর আছেন না অধিকাংশ সালাফী ভুলের উপর ছিলেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : কিন্তু দারুস সালাম কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর এডিশনে তো ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই ইরশাদ নেই।

সুন্নী : আপনি তো আশ্চর্যজনক বিষয় প্রকাশ করলেন! সৌদী আরবের কপি বেশী গ্রহণযোগ্য না দারুস সালামের? তাছাড়া যখন উভয় নুসখার মুফাসসির একজনই তাহলে সৌদীর নুসখায় ইবনে তাইমিয়ার (রহ.) উক্ত বক্তব্য থাকা আর দারুস সালামের নুসখায় না থাকারই বা হেতু কি? আপনাদের এরকম কাট-ছাঁট ও বাড়ানো-কমানোর ঘৃণিত মানসিকতার পরিবর্তন হতে তাফসীরের কিতাবাগুলোও মুক্ত থাকল না!

গায়রে মুকাল্লিদ : এ ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আমি এক্ষুণি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য বা পলিসীর বর্ণনা দিতে পারছি না।

সুন্নী : অতীতের উদ্ধৃতিগুলোর ভিত্তিতে আপনাদের লেখা সমূহ হতে আস্থা উঠে গিয়েছিল। এখন আপনাদের তাফসীরের উপরও আস্থা থাকল না। আর বিভিন্ন বয়ান বিবৃতির উপর তো আগে থেকেই আস্থা নেই।

শাইখ আলবানীর তাহকীক

যাই হোক আমার প্রশ্নের উত্তর আপনার উপর ঋণ হিসেবে থাকল। আর কথা এখানেই শেষ নয়। আলবানী সাহেব লিখেছেন: "জাহরী নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়ারই হুকুম।" তাছাড়া আলবানী সাহেব জাহরী নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার বিষয়টি রহিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। *(নামাযে নববী অনুবাদকৃত-১০৪)*

গায়রে মুকাল্লিদ : এই কিতাবের টীকাতেই তাঁর এই অবস্থানকে ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর নামাযে নববী দারুস সালাম নুসখার ভূমিকায় এটাকে আলবানী সাহেবের ভুল বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুন্নী : খুব ভাল কথা! কেমন যেন ইবনে তাইমিয়া ভুলের উপর ছিলেন। অধিকাংশ সালাফও ভুলের উপর। শাইখ আলবানীরও ভুল হয়েছে। সঠিক শুধুমাত্র আপনারা।

যে রুকু পায় তার উক্ত রাকাআত সহীহ

সুন্নী : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকুর মধ্যে শরীক হল তার উক্ত রাকাআত গণ্য হবে কি না?

গায়রে মুকাল্লিদ : তার সে রাকাআত গণ্য হবে না। আমাদের জনাব নূরুল হাসান খাঁন লিখেন: রুকুতে শামেল হওয়া ব্যক্তির উক্ত রাকাআত গণ্য করা হবে কি না? এটি একটি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা। আর এ ব্যাপারে সঠিক মত হল, যে রাকাআতে ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া হয়নি তা গণ্য হবে না। *(উরফুল জাদী-৩৭)*

তাছাড়া আমাদের লিখক লিখেন : "রুকুতে শরীক হওয়া ব্যক্তির রাকাআত হবে না।" আল্লামা ইকবাল কীলানী লিখেন: "রুকুতে শামেল হওয়া ব্যক্তির উক্ত রাকাআত দ্বিতীয়বার পড়া চাই।"

((১) সালাতুল মুস্তফা-২৪৩ (২) মাসনূন নামায-৩৮ (৩) কিতাবুস সালাত-৭৮)

সুন্নী : আমি আশা করেছিলাম যে, আপনি আমার প্রশ্নোত্তরে পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পেশ করবেন। কিন্তু আপনি স্বীয় আলেমদের উক্তি পেশ করলেন এবং তার নির্ধারিত দলীল না দিয়ে এমন হাদীস পেশ করলেন যার মধ্যে এই মাসআলার কোন উল্লেখই নেই। অথচ এ ব্যাপারে বুখারীতে যে হাদীস এসেছে তা তো আপনার অবস্থানের বিপরীত এটাই প্রমাণ করে যে, রুকুতে শামেল হওয়া ব্যক্তির রাকাআত গণ্য হবে।

দেখুন! সহীহ বুখারীতে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে ছিলেন। এমতাবস্থায় এক সাহাবী হযরত আবূ বকরা রা. কাতারে প্রবেশ করার পূর্বেই রুকুতে শামেল হয়ে গেলেন। নামাযান্তে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ *(বুখারী হাদীস নং-৭৮৩)*

তিনি তাকে নামায দোহরানোর নির্দেশ না দিয়ে এটাই সত্যায়ন করলেন যে, রুকুতে শামেল হলে উক্ত রাকাআত হয়ে যায়। এখন যারা

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়াকে ফরয বলেন, তারা বলুক যে, রুকুতে শামেল হওয়া মুক্তাদী তো সূরা ফাতিহা পড়েনি। তার নামায হল কি করে?

গায়রে মুকাল্লিদ : জনাব! আমাদের আলেমগণ তো কাঁচা গোল্লা খান না। তাদের দৃষ্টিতেও এই হাদীস আছে। আমাদের প্রসিদ্ধ লিখক ইকবাল কীলানী লিখেন: وَلَاتَعُدْ শব্দে "রুকু ওয়ালা রাকাআত গণনা করো না" এই অর্থেরও সুযোগ রয়েছে। *(নামায কে মাসায়েল-৮৯)*

সুন্নী : আপনারা কি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যে, যে কোন হাদীস আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধী মনে হবে তার মর্মার্থে পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। এমনিভাবে তো আপনারা হাদীসকে বাচ্চাদের খেলনায় পরিণত করেছেন। এই লিখক তো সরাসরি আরবী হাদীস বুঝে না। অনুবাদকৃত কপি পড়ে পড়ে কিতাব লিখে। আর হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা লেখে। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমি বহুদূর যাচ্ছিনা। তোমাদের কিতাবেই লিখা আছে: "হযরত আবু বকরা রা. এর হাদীসে যে وَلَاتَعُدْ শব্দ এসেছে তাতে তিন ধরনের সম্ভাবনা আছে:

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মত لَاتَعُدْ অর্থাৎ সামনে আর এমন করো না।

২. لَاتَعُدْ অর্থাৎ তুমি রাকাআত দোহরাইওনা। তোমার নামায ঠিক আছে।

৩. لَاتَعُدْ অর্থাৎ দৌড়িয়ে এসো না। *(নামাযে নববী-১৭৬)*

এখন আপনি দিলের উপর হাত রেখে বলুন! আপনাদের কীলানী সাহেব রুকুওয়ালা রাকাআত গণনা না করার চতুর্থ অর্থ কোত্থেকে বের করলেন?

কীলানী সাহেবের ব্যাখ্যার জন্য তো আরবী শব্দ وَلَاتَعُدْ হওয়া উচিত ছিল। তবে কি আপনারা বলবেন, এই اعراب (হরকত) লাগিয়েছে মুহাদ্দিসগণ? এমনটি না হলে বলতে হবে যে, আপনারা হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যার ঠিকাদারী নিয়ে রেখেছেন। তারপরও আপনারা "আহলে হাদীস"?

তাছাড়া হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে শামেল হওয়া সাহাবীকে নামায দোহরানোর নির্দেশ দেননি। অথচ কীলানী সাহেব বলছেন, এমন নামাযী ব্যক্তির উক্ত রাকাআত পুনরায় আদায় করা উচিত। এখন কার কথা মানবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : কীলানী সাহেব অবশ্যই তার কোন উদ্ধৃতি দিয়ে থাকবেন!

সুন্নী : সন্দেহজনক কোন কথা বলবেন না। এই নিন তার কিতাব। এখানে তার কথার কোন উদ্ধৃতি থাকলে দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদ : এখানে তো উদ্ধৃতি বলে কিছু নেই। জানা নেই আমাদের লিখকগণ কেনইবা ডাহাহীন কথা উড়িয়ে দিয়ে হাওয়ায়ী ফায়ার করেন!

সুন্নী : এই আল্লামা শায়খ আলবানী ইলমের কোন স্তরের লোক?

গায়রে মুকাল্লিদ : তিনি বর্তমানের বহুত বড় মুহাদ্দিস এবং ইলমে হাদীসের উপর তার গভীর জ্ঞান রয়েছে।

সুন্নী : এই لَا تَعْلَمُ শব্দের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য-ভারী হবে না কীলানী সাহেবের সাক্ষ্য?

গায়রে মুকাল্লেদ : অবশ্যই শায়খ আলবানীর। কীলানী সাহেব তো উর্দূ তরজমা পড়ে কাটিং-পেষ্টিং করে ব্যবসায়ী কিতাব বানান।

সুন্নী : আফসোস! তাদের মত লোকদের উপরই আপনাদের অন্ধ বিশ্বাস। যাই হোক আলবানী সাহেব লিখেন; যে রুকু পেল সে বাহ্যিক ভাবে এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এই রাকাআত গণ্য না হলে তাকে নামায দোহরানোর নির্দেশ দিতেন। যেহেতু দেননি সেহেতু বুঝা গেল উক্ত নামায সহীহ হয়ে গেছে। *(সিলসিলায়ে সহীহা-৪০৪)*

গায়রে মুকাল্লিদ : কীলানী সাহেব! আপনার উপর ভরসা করে আজ আমরা বিশ্বের দরবারে নিরুত্তর হয়ে যাচ্ছি। তো আপনি কিয়ামতের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি জবাব দিবেন। (তারপর নিজেকে শামলিয়ে বললেন) যাই হোক ফাতিহা পড়েনি বলে আমাদের আলেমগণ রুকু ওয়ালা রাকআত গণনা করেন না।

সুন্নী : আচ্ছা! তারা গণনা করেন না কেন? অথচ একদিকে তো সহীহ বুখারীর স্পষ্ট হাদীস। আর অপর দিকে আপনাদের লিখকদের

বক্তব্য। হয় দাবীর স্বপক্ষে এই পর্যায়ের কোন হাদীস থাকলে পেশ করুন। অন্যথায় বুখারীর হাদীসের আলোকে নিজ মাসলাকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফিরান। তবে হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যায় কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন না।

সুন্নী : আচ্ছা বলুন তো! শায়খ আলবানী দ্বীনের হিতাকাঙ্খী ছিলেন কি না?

গায়রে মুকাল্লিদ : অবশ্যই! কিন্তু এটা আবার কেমন অমিল প্রশ্ন?

সুন্নী : অধিকাংশ আহলে ইলম দ্বীনের কল্যাণকামী কি না?

গায়রে মুকাল্লিদ : আগে বলুন! তাদের মাসলাক কি? এবং এ জাতীয় প্রশ্নাবলীর কি উদ্দেশ্য?

সুন্নী : আহলে হাদীসদের একটি ফিরকা গুরাবায়ে আহলে হাদীস যারা ফাতওয়ায়ে সাত্তারিয়া ছেপেছেন তারা কি দ্বীনের কল্যাণকামী?

গায়রে মুকাল্লিদ : তারা যেহেতু আহলে হাদীস তাই তারাও দ্বীনের কল্যাণকামী।

সুন্নী : কিন্তু "সালাতুর রাসূলের" ভাষ্যকার বড় দু:সাহস দেখিয়ে তাঁদেরকে দ্বীনের হিতাকাঙ্খী মানেনি।

যেখানে এই সব লোক হযরত আবু বকরার বুখারীর হাদীসের আলোকে রুকুওয়ালা রাকাআত ধরেন, সেখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর টীকাকার এটা মানেন না; বরং লিখেন: আবু বকরার হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত নয় যে তিনি নবীজীর সাথে সালাম ফিরিয়েছেন এবং পরবর্তীতে দাঁড়িয়ে রাকাআত দোহরাননি। স্পষ্ট রেওয়ায়াত এর বিপরীতে অস্পষ্ট রেওয়ায়াত পেশকারী দ্বীনের হিতাকাঙ্খী নয়।

(তাসহীলুল উসূল-১৭৬)

গায়রে মুকাল্লিদ : কিন্তু তারা উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে রুকুওয়ালা রাকাআত মানলেন কোথায়? কোন শত্রু হয়ত এই হাওয়ায়ী কথা উড়িয়ে দিয়েছে। এরা তো আমাদের বড় ও বড় পাক্কালোক।

সুন্নী : এটা কি বাস্তব না হাওয়ায়ী তার জন্য দেখুন:

১. শায়েখ আলবানী আবু বাকরার রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে রুকুওয়ালা রাকাআতকে রাকাআত গণ্য করেছেন।

(সিলসিলায়ে সহীহ-১/৪০৪-৪০৮)

২. শায়েখ ইবনে বায এর ফতওয়া হল, যে ইমামকে রুকু অবস্থায় পায় সে ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে এবং সহীহ বক্তব্য অনুযায়ী তার রাকাআত হয়ে যাবে। আবু বাকরা (রা.) এর হাদীসের কারণে অধিকাংশ আহলে ইলমের অভিমত এটাই।

(ফাতওয়ায়ে আল্লামা ইবনে বায-১/১২৫)

৩. সৌদী আরবের চীফ জাস্টিজ এবং শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমায়েদ বলেন: যে ইমামের সাথে রুকু পেয়ে গেল সে উক্ত রাকাআত পেয়ে গেল। যদিও সে ফাতিহা পড়েনি। এই হুকুম হল আবু বাকরা (রা.) এর হাদীসের কারণে।

(ফাতওয়ায়ে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমায়েদ-১১৭)

৪. ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়াতে আছে; রুকু পেল তো রাকাআত পেল। *(১/৫৫)*

এখন আপনি বলুন; এই সব তাদের কিতাবে লেখা আছে কিনা? তারা এই স্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে দ্বীনের হিত কামনা করেন নি?

গায়রে মুকাল্লিদ : জানা নেই এই টীকা লিখকগণ কি চিন্তা করে লিখেন না বা লিখে চিন্তা করেন না?

সুন্নী : আচ্ছা বলুন তো! যদি ইমাম সিজদারত থাকেন তাহলে নতুন মুক্তাদী এসে কিয়াম ও রুকু করে ইমামের সঙ্গে মিলিত হবে নাকি ইমাম যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থায়ই শরীক হয়ে যাবে।

গায়রে মুকাল্লিদ : মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করে ওই রুকনেই শরীক হয়ে যাবে। নিজে নিজে রুকন আদায় করে শরীক হওয়া ইমামের পায়রবীর খেলাফ। আমাদের 'নববী নামাযে" আছে; "কোন মুক্তাদীর জন্য ইমামের খেলাফ করা জায়েয নেই। অর্থাৎ ইমাম রুকুতে আছেন আর মুক্তাদী কিয়াম করছে।"

সুন্নী : কিন্তু এই 'মাসনূন নামায' এর লিখক লেখেন: ইমাম রুকুতে যাওয়ার পর সূরা ফাতিহা পড়ার অনুমতি নেই। কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশী সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলে তাহলে সে সূরা পুরা করে রুকুতে যাবে। *(পৃষ্ঠা নং ৩৮)*

প্রশ্ন হচ্ছে; ইমামকে রুকুতে রেখে অর্ধেক সূরা পূরা করে রুকুতে যাওয়ার হুকুম কি ইমামের পায়রবীর খেলাফ নয়? তাছাড়া এটি একটি মাসআলা। আপনি কি তার দলীল বা উদ্ধৃতি দেয়াকে পছন্দ করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : লিখক তো সুন্নাহ্ হতে অবশ্যই কোন দলীল দিয়ে থাকবেন। কেননা তিনি আমাদের অন্যতম সাংবাদিক।

সুন্নী : এই নিন কিতাব। 'অবশ্যই দলীল দিয়ে থাকবেন' এর কোন দলীল দেখান।

গায়রে মুকাল্লিদ : এখানে তো কোন দলীল উল্লেখ নেই। দলীল থাকলে তো লিখতেন।

সুন্নী : ইমামের পিছনে মুক্তাদীর যদি সূরা ফাতিহা ছুটে যায় তাহলে কি করবে? সিজদায়ে সাহু করবে কি না?

গায়রে মুকাল্লিদ : তার নামায হবে না। কেননা সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না।

সুন্নী : আপনার ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়াতে আছে: সিজদায়ে সাহু করলে সূরা ফাতিহার ক্ষতিপূরণ হবে না; বরং সূরা ফাতিহা-ই পড়তে হবে। যদিও দ্বিতীয় রাকাআতে দুইবার পড়তে হয়। ৪/১২৬। আপনি কি এমন সূরা ফাতিহার দলীল দেয়া পছন্দ করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : (কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে) আপনি আমাকে একদিনের সময় দিন। আমি আমাদের আলেমদের নিকট এই সব মাসআলা ও তার দলীল সম্পর্কে তাহকীক করে আসব।

সুন্নী : আপনি সহীহ বুখারী ও মুসলিম হতে নিজ অবস্থান ও মাসলাকের পক্ষে কোন স্পষ্ট হাদীস পেশ করতে পারেন নি এবং এটা আপনার আলেমগণের আয়ত্ত্বাধীন নয়। যাই হোক আপনি ফয়সালা কমিটির অনুমতি নিয়ে যান এবং আমাদের বুখারী-মুসলিম হতে দেয়া মারফূ' রেওয়ায়াতের মোকাবেলায় কমপক্ষে একটি স্পষ্ট ও পরিস্কার অর্থের হাদীস নিয়ে আসুন। এখন যেতে পারেন।

সুন্নী : অনুমতি হলে যাবার আগে একটি সাধারণ প্রশ্ন করতাম।

গায়রে মুকাল্লিদ : করুন।

সুন্নী : আল্লাহ না করুন, কোথাও আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসের লোকদেরকে ডাকার নিয়ম কি?

গায়রে মুকাল্লিদ : তাদের নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করে আক্রান্ত এলাকার ঠিকানা বলে দিলে তারা তৎক্ষণাত উপস্থিত হয়ে যায়।

সুন্নী : অনেক সময় কোন কোন দুষ্ট প্রকৃতির যুবক তাদেরকে ফোন করে। তারপর তারা সেখানে পৌঁছে কিছুই পায় না। তাদের ব্যাপারে আপনার কি মত?

গায়রে মুকাল্লিদ : কমপক্ষে এতটুকু বলা যায় যে, এটা বদ তমিযী ও অনিষ্টকর বিষয়।

সুন্নী : গায়রে মুকাল্লিদ লেখকগণ কি এমন বদতমিযী করে থাকেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : এগুলো অপ্রাসঙ্গিক কথা হচ্ছে না তো?

সুন্নী : ব্যাপার হলো, কীলানী কিতাবুস সালাতে লেখেন: মুক্তাদীর চার রাকাআতেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

(হাদীস মাসআলা নং ১৯০ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-৮১)

যখন মাসআলা নং ১৯০ দেখা হলো, তো সেখানে কোন হাদীস উল্লেখ নেই।

গায়রে মুকাল্লিদ : এই ব্যবসায়ী লেখকরা কোন ভাবেই আমাদেরকে ছাড়ল না। আচ্ছা জী! এখন আসি।

* * * * * * * * *

গায়রে মুকাল্লিদ : নিন জনাব! অনেক দলীল নিয়ে এসেছি।

সুন্নী : দেখুন জনাব! আপনি কিন্তু মূর্খ লোকদের গ্রাম্য মজলিসে কথা বলতে আসেননি যে এদিক সেদিকের কথা বলে লোকদের উপর প্রভাব ফেলবেন। আর আপনি আহলে হাদীস নামাযের কোন বই পুস্তকও লিখছেন না যে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে সাধারণ লোকদের অন্তরে প্রভাব ফেলবেন। আমি যেমন বুখারী-মুসলিম হতে একটি স্পষ্ট হাদীস পেশ করেছি আপনিও এমন একটি স্পষ্ট হাদীস পেশ করুন। যার মধ্যে একথা থাকবে যে, যখন ইমাম কিরাআত পড়বে তখন হে মুক্তাদীগণ! তোমরাও সূরা ফাতিহা পড়। আর রুকুতে শরীক হওয়া মুসল্লীর উক্ত রাকাআতের ধর্তব্য নেই।

গায়রে মুকাল্লিদ : বুখারী-মুসলিমে আছে:

باب وجوب القراءة للامام والمامومم فى الصلوة كلها فى الحضروالسفر ومايجهرفيها ومايخافت

এখানে ইমাম-মুক্তাদী ও জাহরী-সিররি সব নামাযের কথা স্পষ্টভাবে আছে।

সুন্নী : জনাব! এটা কি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের শাইখুল হাদীস সাহেব সহীহ বুখারী হতে পৃষ্ঠা নাম্বার সহ এই আরবী ইবারত লিখে দিয়েছেন এবং আমাদের সকল লিখক ও খতীবগণ এর দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন।

সুন্নী : জনাব! এটা ইমাম বুখারী রহ. এর নিজ শব্দাবলী। এর দ্বারা তিনি শিরোনাম কায়েম করেছেন। একদিকে তো আপনারা সাহাবীদের বাণী মানেন না। অপর দিকে নিজেদের স্বপক্ষে কোন হাদীস না পেলে আড়াই শত বছরের পরের লোক ইমাম বুখারীর কথায় আশ্রয় তালাশ করেন।

তাছাড়া ইমাম বুখারীও শুধু শিরোনাম কায়েম করেছেন। এর অধীনে তিনিও কোন হাদীস পাননি। এই শিরোনাম দ্বারা আপনারা অশিক্ষিত সাধারণ লোকদেরকে জালে আবদ্ধ করতে পারেন। আমাদেরকে নয়।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের শায়খ তো খুব আস্থার সাথে এই পাঠ লিখে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমরা এর দ্বারাই নিজেদের কাজ চালাই। কিন্তু আসল বিষয় আমার নিকট গোপন রেখে তিনি তো আমার আস্থার ভিত নড়বড়ে করে দিলেন।

আচ্ছা! মাও. শিয়াকোটী সাহেব হযরত আনাস রা. এর একটি বর্ণনা নকল করেছেন। তাতে আছে একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবীগণকে নামায পড়ান। ফারেগ হয়ে তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি ইমামের কিরাআতের মাঝে কিরাআত পড়? সবাই চুপ থাকেন। তিনবার জিজ্ঞেস করার পর জবাব দেন হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এমন করে থাকি। তিনি বলেন, এমন করো না। তোমাদের প্রত্যেকে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে।

(পৃষ্ঠা নং ২০৩)

দেখুন! এখানে ইমাম মুক্তাদী ও সূরা ফাতিহা পড়ার কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে।

সুন্নী : আপনার লিখক ও ওয়ায়েজ এই রেওয়ায়াত পড়ে ইমাম বুখারীর নাম নিয়ে সাধারণ লোকদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে। দেখুন এই রেওয়ায়াতের নিচেই লেখা আছে: جزء القراءة للبخارى

এটা ইমাম বুখারী (রহ.) এর ভিন্ন এক পুস্তিকা। এটি বুখারীর রেওয়ায়াতের ক্যাটাগরীতে পড়ে না। কেননা এতে অনেক যয়ীফ ও কমজোর বর্ণনাও আছে। তাই তো তিনি নিজেও ফাতিহা খলফাল ইমামের শিরোনামে এগুলো আনেন নি। কিন্তু আপনারাই এমন লোক যে বুখারীর নাম পেলেই তা ব্যবহার করে লোকদেরকে বুঝাতে চান যে, এটা বুখারীতে আছে।

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি তো ইলমের বড় সুক্ষ্ম বিষয় বললেন। আমি নিজেও এই ভুলের শিকার ছিলাম এবং সত্য কথা বলতে কি আমি অনেকবার বুখারী শরীফের পৃষ্ঠা উল্টিয়েছি, কিন্তু এই রেওয়ায়াত কোথাও পাইনি। আপনার কথা খুব ভারী যে, এই হাদীস বুখারীর মাপকাঠিতে হলে তিনি এটা বুখারী শরীফে নিয়ে আসতেন।

সুন্নী : যা-ই হোক! আপনি বুখারী-মুসলিম হতে কোন হাদীস পেশ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদ : বুখারীতে তো পেলাম না। তবে মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে একটি রেওয়ায়াত আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায আদায় করল আর তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামায অসম্পূর্ণ। এটা তিনি তিনবার বলেন। লোকেরা হযরত আবু হুরায়রা রা. কে জিজ্ঞেস করলেন আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি। তখন তিনি বললেন, তোমরা আস্তে পড়বে। দেখুন! এতে ইমাম-মুক্তাদী ও সূরা ফাতিহার কথা আছে।

সুন্নী : (১) রেওয়ায়াতের প্রথম অংশ হচ্ছে পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীও হাদীস। আর সেখানে ফাতিহার কথা নেই। শেষে হযরত আবু হুরায়রা প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'পড়"। এটা তার কথা- আর সাহাবীদের কথা ও কাজ আপনাদের নিকট দলীল নয়। তারপরও কি ভাবে এর দ্বারা দলীল দেয়া হচ্ছে?

(২) হযরত আবু হুরায়রা রা. এর অন্য রেওয়ায়াতে আছে- اقرأ فانصتوا এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। ইমাম

মুসলিম باب التشهد অধ্যায়ে এই হাদীসটিকে সাহীহ সাব্যস্ত করেছেন। আপনারা নবীর কথা ছেড়ে সাহাবীর কথায় আশ্রয় তালাশ করেন!

(৩) এটা সাহাবীর কথা। এখানে اقرأ بها فى نفسك এসেছে। তার মানে মনে মনে চিন্তা ও ফিকির করা। কুরআন শরীফেও এমন এসেছে: فأسرها يوسف فى نفسه সুতরাং فى نفسك এর এরকম অর্থ করা যে, মুখে আস্তে পড়ে নাও এটা স্পষ্ট ও আবশ্যিক অর্থ নয়। তাইতো আল্লামা ইকবাল কীলানীও তার কিতাবে মাসআলা নং ১৯২ এর অধীনে লেখেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. এর নিকট বলা হলো, আমরা ইমামের পেছনে থাকি। তখন তিনি বলেন, এমতাবস্থায় মনে মনে পড়ে নিও।

(নামায কে মাসায়েল-৭৯)

(৪) মুসলিম শরীফে একজন জলীলুল কদর সাহাবী হযরত যায়েদ বিন ছাবেত রা. এর ইরশাদ খুবই স্পষ্ট:

عن عطاء بن يسار أنه اخبره أنه سئله زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام

فقال: لاقراءة مع الامام فى شئ- باب سجود التلاوة

"হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. কে জিজ্ঞেস করেন যে, ইমামের সাথে মুক্তাদীও কি কেরাআত পড়বে? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, কোন মুক্তাদীই ইমামের সাথে কেরাআত পড়বে না।"

এখন আপনি যখন স্বীয় মাসলাক মোতাবেক কোন হাদীস পেলেন না, তো মুসলিম শরীফ থেকে সাহাবীর কথাকে কেন দলীল বানাচ্ছেন না?

গায়রে মুকাল্লিদ : জনাব! আপনি সহীহ মুসলিমের নাম নিয়ে নিয়ে ভয় দেখাবেন না। মুসলিম কেন কোন হাদীসের কিতাবেই সাহাবীর এ জাতীয় কথা প্রমাণিত নয়।

সুন্নী : জনাব! আপনি কিভাবে এত বড় দাবী করলেন?

গায়রে মুকাল্লিদ · এটা আমার দাবী নয়। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ফাতওয়ার প্রসিদ্ধ কিতাব ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়াতে লেখা আছে:

কোন সাহাবী বা তাদের সমসাময়িক কারো থেকে ফাতিহা না পড়া প্রমাণিত নয়। তারা তো বুঝে শোনেই এ কথা লিখেছেন।

মাও. রৌপড়ী লিখেন: হানাফীদের এই মাসআলার প্রবক্তা কোন একজন সাহাবীও নেই। আমরা একজন সাহাবীর কথাও পাই কি না, এ জন্য অনেক কিতাব দেখেছি। কিন্তু মিলেনি। এতে আশংকা আরো বেড়ে যায়, কেননা ফাতিহা পড়ার বিষয়টি তো অনেক সাহাবী থেকেই বর্ণিত আছে। *(ইমতিয়াযী মাসায়েল-৫১)*

সুন্নী : আপনাদের আলেমরা নিজেদের লোকের চোখে ধুলা দিতে পারে। আর এটা আপনাদের ব্যক্তিগত বিষয়। এই দাবীর সততায় এই নিন মুসলিম শরীফে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. এর বর্ণনা باب سجود التلاوة অধ্যায়। এখন আপনাদের আলেমদের ব্যাপারে আপনিই ফায়সালা করুন। আমরা তো শুধু এটুকু বলতে পারি:

رہ حیات میں جو بھٹک رہے ہیں ہنوز بزعم خویش وہ اٹھے ہیں رہبری کیلئے

নিজেই গোমরাহ আবার এসেছে অন্যকে পথ দেখাতে!

গায়রে মুকাল্লিদ : লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। জানি না তারা কি করে এগুলো বলেন। আচ্ছা! আবু দাউদ ও তিরমিযীর উদ্ধৃতিতে মাও. শিয়ালকোটী হযরত উবাদা বিন ছামেত রা. এর বর্ণনা নকল করেছেন। তাতে জামাআতের সাথে নামাযের আলোচনায় এসেছে:

لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها

তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন কিরাআত করো না। কেননা যে ফাতিহা পড়ল না তার নামায অবশ্যই হবে না।

(সালাতুর রাসূল-২০১)

সুন্নী : আপনি বুখারী-মুসলিম না পেয়ে এবার আবু দাউদ পর্যন্ত এসে গেলেন। অথচ এই রেওয়ায়াতের সনদে আট ধরনের اضطراب এবং মতনে তের ধরনের اضطراب রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন তিরমিযীর শরাহ 'মাআরেফুস সুনানে-৩/২০২

(১) ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেন, হাদীসের ইমামগণ বিভিন্ন কারণে এই হাদীসটিকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও রহ. এটাকে যয়ীফ বলেছেন।

(ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া-২৩/২৮৬)

(২) আপনাদের শ্লোগান হলো বুখারী-মুসলিম ছাড়া অন্য কোন কিতাব মানি না। এখন নিজেদের স্বীকৃত নিয়মের খেলাফ হচ্ছে কেন? মুসলিমের হাদীস واذاقرأ فانصتوا ছেড়ে আবু দাউদের যয়ীফ রেওয়ায়াতের দিকে দৌড়াচ্ছেন কেন? অন্য কিতাব মানলে সব চেয়ে মজবুত দলীল হলো হযরত উবাদা রা. এর বর্ণনা। আর তার অবস্থা তো আপনি নিজেই শোনতে পেলেন! আগে বাড়লে আলোচনা আরো দীর্ঘায়িত হবে কিন্তু কোন ফল হবে না। তাই এখন দ্বিতীয় বিষয় "রুকু পেলে রাকাআত পেল না" এর উপর কোন দলীল দিবেন কি?

গায়রে মুকাল্লিদ : নববী-ইরশাদের তো কোন দলীল মিলেনি। তবে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর এক কথা অনুযায়ী বুঝা যায়। কেননা তাতে কিয়ামে শরীক হওয়াকে রাকাআত পাওয়ার ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুন্নী : * প্রথমত : এটা সাহাবীর বক্তব্য। যা আপনাদের নিকট দলীল নয়। তাহলে এখানে সেটা আনছেন কেন?

* দ্বিতীয় : আপনাদের উসূল হলো মারফু হাদীসের মোকাবেলায় সাহাবীর কথা হুজ্জাত নয়। তাহলে এখানে তার খেলাফ করছেন কেন?

* তৃতীয়ত : শায়খ আলবানী লিখেন: হযরত আবু হুরায়রা রা. এর কথা অন্যান্যদের বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে যয়ীফও। অন্য সব সাহাবী তার চেয়ে অধিক ফিকাহবীদ হওয়ার কারণে তাদের কথাই অগ্রগণ্য।

সুন্নী : আপনার টীকাকারগণ হযরত আবু বাকরা রা. এর রেওয়ায়াত যার দ্বারা রুকুতে শামেল হওয়া ব্যক্তির উক্ত রাকাআত গণ্য হবে বলে বুঝা যায়- এর রাবীগণকে দ্বীনের কল্যাণকামী বলতে অস্বীকার করেছেন। এখন আপনি ভাল ভাবে তাহকীক করে বলুন, তাদের এই উক্তি কতটুকু সত্য? এবং অকল্যাণকামী কারা?

গায়রে মুকাল্লেদ : এই ফায়সালা আমার কাজ নয়।

সুন্নী : নিজেদের উপর চোট লাগছে বলে মনে হয় ভয়ে আপনি ফয়সালা দিতে পারছেন না। অন্যদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে চট্ করে বলে দিতেন, তোমাদের নামায হবে না। তোমরা এমন এমন।

আচ্ছা! ইমাম রুকুতে থাকলে সূরা ফাতিহা অর্ধেক পড়ুয়া মুক্তাদী ফাতিহা পূর্ণ করে রুকুতে যাবে। এর কোন দলীল দিবেন কি?

গায়রে মুকাল্লিদ : অনেক খোঁজার পরও পাইনি।

সুন্নী : যে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা ছুটে যায় সে দ্বিতীয় রাকাআতে দুইবার পড়বে। তার কোন দলীল?

গায়রে মুকাল্লিদ : দলীলের তালাশে আছি।

সুন্নী : এখন কি এটা ভাল হয় না যে, আমরা কমিটিকে ফয়সালা দেয়ার দাওয়াত দিই।

কমিটির সিদ্ধান্ত

আমরা উভয় পক্ষের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম :

১। সুন্নী স্বীয় দাবীর পক্ষে সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। তাতে ইমাম পড়লে মুক্তাদী যেন চুপ থাকে তার নির্দেশ রয়েছে। অপর দিকে গায়রে মুকাল্লিদ স্বীয় দাবীর পক্ষে বুখারী ও মুসলিমের এমন কোন সহীহ হাদীস পেশ করতে পারেন নি, যাতে নববী ইরশাদ রয়েছে যে, ইমাম পড়লে তোমরাও পড়বে। এতদসত্ত্বেও পরিতাপের বিষয় হল কোন কোন গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নিজেদের দলকে উস্কানী দিয়ে হানাফীদের দলীলকে কমজোর সাব্যস্ত করেছে। অথচ তা সহীহ মুসলিমে রয়েছে। আবার কেউ কেউ এমনও বলে যে, ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ার হাদীসের পরিবর্তে ইমামের কথাকেই ভিত্তি বানায়।

২। বুখারী শরীফে জামাআতের সাথে নামায আদায়কারী মুক্তাদী যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে না, এ ব্যাপারে হযরত আবু বাক্‌রা রা. এর রেওয়ায়াত বড় স্পষ্ট। তাতে রয়েছে যে রুকুতে মিলিত হয় সে উক্ত রাকাআত পেয়ে যায় ফাতিহা না পড়া সত্ত্বেও। আমাদের আফসোস, এক গায়রে মুকাল্লিদ আলেম لا تعد এর ভুল অর্থ লিখে হাদীসের অর্থগত পরিবর্তন সাধন করেছেন। নিজেকে হাদীস মোতাবেক

করার পরিবর্তে হাদীসকে নিজ মোতাবেক করেছে। তাছাড়া 'সালাতুর রাসূল' এর ভাষ্যকার লিখেছেন: যে এই হাদীসকে রুকু পেয়ে রাকাআত পাওয়ার দলীলে পেশ করে সে দ্বীনের কল্যাণকামী নয়। এমনি ভাবে তিনি মুসলিম জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে ইলমের সাথে বে-আদবী করেছন।

৩। গায়রে মুকাল্লিদগণ সহীহ মুসলিমের পূর্ণ হাদীস لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا এর অর্ধেক স্বীকার করেন আর বাকী অর্ধেক অস্বীকার করেন। এমনকি তারা হাদীসের অর্থ ও মর্মার্থ পরিবর্তন করতে কোন দ্বিধা সংকোচ করেনি।

৪। গায়রে মুকাল্লিদ বুখারী ও মুসলিম হতে নিজ দাবীর স্বপক্ষে দলীল পেশ করতে অক্ষম হয়ে কওলে সাহাবীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অথচ কওলে সাহাবী তাদের নিকট হুজ্জত নয়। তাছাড়া সাহাবীর কওলও এ ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। আবার তাদেরই মূলনীতি রয়েছে :

اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال অর্থাৎ সম্ভাবনা আসলে দলীল বাতেল ।

৫। আমরা দু:খের সাথে বলছি যে, কোন কোন গায়রে মুকাল্লিদ আলেম এ রকম ভুল বর্ণনা দিয়ে থাকেন যে, ফাতিহা না পড়া কোন সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়। অথচ সহীহ মুসলিমে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের রেওয়ায়াত এ ব্যাপারে স্পষ্ট।

৬। পরিশেষে গায়রে মুকাল্লিদ বুখারী-মুসলিম ছাড়া অন্য কিতাব হতে দলীল দেয়ার সুযোগ চাচ্ছিলেন। তন্মধ্য হতেও তিনি সবচেয়ে মজবুত যে দলীল পেশ করেন তা নিতান্ত যয়ীফ ও কমজোর। এতে বুঝা যায় যে তার কাছে তেমন কোন দলীল নেই। এখন তাকে এমনি আরও রেওয়ায়াত বর্ণনা করার সুযোগ দিলে বে-ফায়দা আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করার নামান্তর হবে। তাই আমরা এটির ফয়সালা দিয়ে দেয়া সমীচীন মনে করছি। এবার অন্যান্য মাসআলা শোনা যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'আমীন' এক নতুন বিতর্কের দ্বার প্রান্তে

লা- মাযহাবী ঃ জোরে আমীন বলা আমাদের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রধান পাঁচ মাস-আলা সমূহের অন্যতম, শুধু তাই নয় বরং এটি আমাদের পরিচয় বৈশিষ্ট্যও বটে। এর আলোচনা আমি আমার প্রায় বক্তব্য, লেখালেখি এবং সভা কনফারেন্সে করে থাকি, এর স্বপক্ষে এমন এমন দলীল আমি পেশ করে থাকি যার সামনে হানাফীরা নিজেদেরকে বড় অসহায় বোধ করে থাকে।

হানাফী ঃ জনাব, গলাবাজী না করে আশা করি দ্রুত আপনি আপনার সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর দলীল পেশ করবেন।

লা-মাযহাবী ঃ অবশ্যই দেখুন, আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের গর্ব মাওলানা শিয়ালকোটি সালাতুর রাসূল এর ১৯৫ নং পৃষ্ঠায় জোরে আমীন বলার ব্যাপারে অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছেন। ও দিকে আহলে হাদীস আলেমদের যৌথ প্রচেষ্টায় রচিত কালজয়ী গ্রন্থ 'নবীজীর নামায-এর মধ্যেও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমি আপনার সামনে উক্ত গ্রন্থ দ্বয়ের উদ্ধৃতি গুলো সুবিন্যস্ত ভাবে পেশ করছি।

১। মুসল্লী একাকী নামায পড়া অবস্থায় 'আমীন আস্তে বলবে।

২। জোহর এবং আসরের নামাযে ইমামের পিছনে নামায পড়লে আমীন আস্তে বলবে।

৩। ইমামের পিছনে যদি জেহরী নামায পড়ে তাহলে ইমাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে মুক্তাদি তখন উঁচু স্বরে আমীন বলবে।

৪। ইমামও উঁচুস্বরে আমীন বলবে এবং এটাই সুন্নত।

৫। নবীজীর নামাযে-এও লেখা আছে যে, মুক্তাদিগণ ইমামের আমীন শুরু করার পর আমীন বলবে।

৬। উক্ত গ্রন্থের টীকায় লেখা আছে, ইমামের আগে অথবা পরে উঁচু আওয়াজে বিসমিল্লাহ বলা সহীহ নয়।

৭। ইমাম সাহেব যদি উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ না বলেন তাহলে মুক্তাদিগণ উঁচুস্বরে পড়ে ইমাম সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিবে। (নবীজীর নামায, পৃষ্ঠা ১৫১)

হানাফী ঃ মাশাআল্লাহ! আপনাদের আলেমরা তো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আপনাদের অবস্থান বর্ননা করেছেন। এখন আমার আবেদন হলো, বুখারী মুসলিম থেকে এই সাত মাসআলার পৃথক পৃথক দলীল পেশ করুন। অথবা কমপক্ষে এমন একটি হাদীস পেশ করুন যার দ্বারা এই সাতও বিষয় প্রমাণিত হয়।

লা-মাযহাবী ঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় মাসআলার তো দলীল দেয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এক্ষেত্রে আমাদের ও আপনাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই কিন্তু বাকীগুলোর দলীল আমি শিগগিরই প্রদান করছি।

হানাফী ঃ এর দ্বারা তো আপনাাদের স্ববিরোধিতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলো। একদিকে আপনারা বলেন আমাদের নামায নাকি সুন্নত পরিপন্থী। কিন্তু যখনই আপনাদের কাছে দলীল চাওয়া হয় তখন আপনারা এ বলে এড়িয়ে যেতে চান যে, এ ব্যাপারে তো আমাদের ও আপনাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। যার সারকথা এই দাঁড়ায় যে, এ সকল মাসআলার ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের মুকাল্লিদ বা অনুসারী। (অথচ তাকলীদকে আপনারা শিরিক বলেন। এ হিসেবে তো দেখা যায় আপনারা ও মুশরিক) আর যদি বাস্তবিকই আপনাদের কাছে এ সকল আমলের কোন দলীল না থাকে তাহলে তো বলতে হবে, আপনারা দলীল ছাড়া আমল করছেন।

লা- মাযহাবী ঃ জনাব, আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই মন্তব্য করে বসেছেন। আগে দেখুন কী বলি তার পরে মন্তব্য করুন। এই নিন, সহীহ বুখারী থেকে একটি হাদীস পেশ করছি এর দ্বারা জোরে আমীন বলার বিষয়টি আপনার সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে। বুখারীতে এসেছে-'ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও (মুক্তাদিরাও– আমীন বলো কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

এই হাদীসের অধীনে মাসনুন নামায এর লেখক লিখেছেন, এর দ্বারা বুঝে আসে, ইমাম এবং মুক্তাদি উভয়েই উঁচুস্বরে আমীন বলবে?

(পৃষ্ঠা ৪৮)

হানাফী ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন তো এই হাদীসে উঁচুস্বরে আমীন বলার কথা কোথায় লেখা আছে। তা ছাড়া

১। আপনারা কি কখনো ফেরেশতাদের আমীনের আওয়ায শুনেছেন? এখন আপনারাই বলুন, আমীন জোরে বলার দ্বারা ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্যতা রক্ষা হয় নাকি আস্তে বলার দ্বারা?

২। আপনারা যদি এই হাদীস দ্বারা উঁচুস্বরে আমীন বলার স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন তাহলে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ও উঁচুস্বরে বলুন। কেননা, হাদীসের যে বাক্যগুলীর দ্বারা আপনারা উঁচুস্বরে বলার দলীল পেশ করেছেন হুবহু একই বাক্য।

বুখারী মুসলিমে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এর হাদীসও এসেছে। এই দেখুন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে তখন তোমরা (মুক্তাদিরা) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলো।

কেননা যার তাহমীদ ফেরেশতাদের তাহমীদের সাথে মিলে যায় তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং৭৯৬-৩২২৮ সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৯১৩)

৩। যদি আপনারা উপরোক্ত হাদীস থেকেই উঁচুস্বরে আমীন বলার দলীল গ্রহণ করেন তাহলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের সতের রাকা'আতের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ছয় রাকা'আতে জোরে আমীন বলে আপনারা ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে বাকী এগার রাকাআতে আস্তে আমীন বলে কেন তার বিরোধিতা করেন? সতের রাকা'আত ফরজ, বার রাকা'আত সুন্নতে মুআক্কাদা, তিন রাকা'আত বিতির এই মোট বত্রিশ রাকা'আতের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র ছয় রাকা'আতে জোরে আমীন বলে বাকী ছাব্বিশ রাকা'আতে তার বিপরীত করার যুক্তি কি?

৪। হাদীসের শব্দ যখন আপনাদের মতের বিরুদ্ধে তখন আপনাদেরই এক লেখক নিজের মত প্রতিষ্ঠার হীন উদ্দেশ্যে তরজমার

মধ্যে ব্রাকেট বাড়িয়ে হাদীসটাকে আপনাদের পক্ষে নেওয়ার যারপর নাই চেষ্টা করেছেন।

তিনি লিখেছেন

فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ

অর্থাৎ যার আমীন (এর আওয়ায) ফেরেশতাদের (কিরামান কাতিবীনের) আমীনের সাথে মিলে যাবে.....। *(কিতাবুস সালাত পৃ ঃ ৮০)*

বলুন, হাদিসের অনুবাদে এই মনগড়া পরিবর্তনের অধিকার আপনাদেরকে কে দিয়েছে?

خود بدلتے نہیں ارشاد بدل دیتے ہیں

নিজের আমল পরিবর্তন না করে উল্টো হাদীস পরিবর্তন করার চেষ্টা।

লা- মাযহাবী ঃ আসলে আমার বুঝেই আসছে না, আমাদের লেখকরা কেন এমন করে, তাছাড়া আপনার এই সারগর্ভ বক্তব্য শুনে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম।

আমরা তো কখনো এতো গভীর ভাবে ভেবে দেখি নি। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমরা তো কখনো ফেরেশতাদের আমীন শুনি নি। তাহলে এভাবে দলীল পেশ করাটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হবে?

তাছাড়া এই হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করলে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ও জোরে বলতে হবে। যেহেতু এই দুই হাদীসের মাঝে শব্দগত ও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই। আপনার আরেকটি কথা আমার কাছে অত্যন্ত জোরালো মনে হয়েছে। আপনি বলেছেন, বত্রিশ রাকা'আতের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ছয় রাকা'আতে উঁচুস্বরে আমীন বলে আহলে হাদীস সম্প্রদায় মনে করছে যে, হাদীসের উপর আমল হয়ে গেছে। অথচ বাকী ২৬ রাকা'আতে পূর্ণ এর উল্টো করা হচ্ছে। যাই হোক হাদীসের শব্দাবলী যেহেতু সরাসরি আমাদের পক্ষে না, এজন্যই হয়তো আমাদের আহলে হাদীস লেখকরা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন।

হানাফী ঃ ঠিক আছে, এখন আপনি আপনার সাত দাবীর স্বপক্ষে বুখারী-মুসলিম থেকে দলীল পেশ করুন।

লা-মাযহাবী ঃ আসলে সব দাবীর স্বপক্ষে তো আর বুখারী-মুসলিম থেকে দলীল দেখাতে পারবো না। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বুখারী-মুসলিম ছাড়া অন্যান্য কিতাব থেকে দলীল পেশ করতে পারি।

সিদ্ধান্ত কমিটি ঃ আমাদের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদান করা হলো। তবে শর্ত হলো, প্রত্যেক দাবীর স্বপক্ষে একটি করে হাদিস অথবা কমপক্ষে এমন একটি হাদিস পেশ করতে হবে যার দ্বারা সাতটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

লা-মাযহাবী ঃ অনুমতি প্রদান করায় আমি সিদ্ধান্ত কমিটির শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। প্রথম ও দ্বিতীয় দাবীর স্বপক্ষে আমাদের কিতাবে কোন দলীল আমি পাইনি। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ দাবীর স্বপক্ষে সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর সূত্রে পাওয়া যায়

اٰمَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهٗ حَتّٰى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً

অর্থাৎ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এবং তার পেছনে যত মুসল্লী ছিলো সকলেই আমীন বলেছেন এবং মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

হানাফী ঃ ১. সাহাবীর আমল আপনাদের মতে শরয়ী দলীল নয়। তাহলে ইবনে যুবায়েরের (রাঃ) এই আমল দিয়ে কিভাবে দলীল পেশ করছেন?

২. তাছাড়া এই রেওয়ায়াত হলো مُعَلَّق এজন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) একে বাব বা অধ্যায়ের শিরোনাম হিসেবে এনেছেন। হাদিসের আলোচনায় আনেন নি। এমনিভাবে ইমাম বুখারীর মাপকাঠি অনুযায়ী উঁচুস্বরে আমীন বলার কোন হাদীস তাঁর কাছে ছিলো না। এজন্যই তিনি একে আমীন বলার অধ্যায়ে উল্লেখ করেন নি। আর যে রেওয়ায়াত তিনি বর্ননা করেছেন তাতে উঁচুস্বরে আমীন বলার কথা উল্লেখ নেই।

৩. এখন আপনি হাদীসের শব্দাবলী এবং এর তরজমা নিয়ে একটু ভাবুন। দেখুন হাকিম শিয়ালকোটি সাহেব এর মধ্যে কী হ-য-ব-র-ল দশা করেছেন।

(ক) উপরোক্ত হাদীসের প্রথম বাক্যের সহীহ তরজমা হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং তাঁর মুক্তাদিগণ আমীন বলেছেন। অথচ

শিয়ালকোটি সাহেব লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং তাঁর মুক্তাদিগণ "এতো জোরে" আমীন বলতেন.....।

আচ্ছা, তিনি যে 'এতো জোরে' বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন এটা তিনি কোথেকে পেয়েছেন? এটা কোন আরবী শব্দের তরজমা?

(খ) হাদীসে আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এবং তার মুক্তাদিগণ আমীন বলেছেন। অথচ তিনি তরজমা করেছেন, তারা জোরে আমীন বলতেন। অর্থাৎ ماضی مطلق কে তিনি ماضی استمراری বানিয়ে দিয়েছেন। (সালাতুর রাসূল পৃ ঃ ১৯৭)

(গ) لجة অর্থ গুঞ্জনধ্বনি তিনি কোথায় পেলেন?

(ঘ) তরজমা করে তিনি এই রেওয়ায়াতটিকে মসজিদে নববীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

(ঙ) কিসের ভিত্তেতে তিনি এই রেওয়ায়াতকে মসজিদে নববীর সাথে সম্পৃক্ত বরলেন? অথচ এই কিতাবেরই এক টীকাকার লিখেছেন, উক্ত হাদীসে মসজিদ দ্বারা মসজিদুল হারাম উদ্দেশ্য। (আল কওলুল মাকবুল পৃ ৩৬৩)

তাছাড়া আপনাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ ইমতিয়াযী মাসায়েল এ উক্ত হাদীসের তরজমায় ব্রাকেটে লিখা আছে, مکہ کی مسجد میں অর্থাৎ মক্কার মসজিদে।

এক হাদীসের ব্যাখ্যায় একই মতের অনুসারী গায়রে মুকাল্লিদ সম্প্রদায় একমত হতে পারেনি। লেখক বলেছে, এখানে মসজিদ দ্বারা মসজিদে নববী উদ্দেশ্য। ওদিকে টীকাকার লিখছে মসজিদ দ্বারা মসজিদুল হারাম উদ্দেশ্য। তাহলে এখন কারটা সঠিক আর কারটা বেঠিক। একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় যারা এক মত হতে পারেনি তারা গোটা উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করবে, এটা কি করে ভাবা যায়?

এই রেওয়ায়াতে মসজিদ দ্বারা কোন মসজিদ উদ্দেশ্য সে আলোচনা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু শিয়ালকোটি সাহেব এখানে যা লিখেছেন তা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। তিনি লিখেন, তখন থেকে আজও পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আমীনের গুঞ্জধ্বনি অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বাস না হয় হাজী সাহেবানদের থেকে জিজ্ঞাস করে নিতে পারেন।

একথা লিখে শিয়ালকোটি সাহেব যে নিজেই ফেঁসে গেছেন, তা হয়তো তিনি টের ও পাননি। মসজিদে নববীতে তো হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, সব মাযহাবের অনুসারীরাই নামায পড়ে থাকে। এখন যদি দুই লাখ মুসল্লিদের থেকে মাত্র কয়েক হাজার শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী উচ্চস্বরে আমনি বলে তাহলে গোটা মসজিদ গুঞ্জনধ্বনিতে ভরে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অপরদিকে যে আরো হাজার হাজার মুসল্লী আস্তে আমীন বলেছে, তা কিন্তু আহলে হাদীসদের নযরে পড়বে না বা পড়ে না। পড়ার কথাও নায়। কারণ তাতে তো গলায় দড়ি পড়বে। আশ্চর্য! মসজিদে নববীর উঁচুস্বরে আমীন বলা আপনাদের নযরে পড়ে, এটা নিয়ে আপনাদের কত লাফঝাফ, অথচ হারামাইনের ইমামগণ আয়িম্মাদের তাকলীদ করেন, রমযানে বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়েন, বিতিরের নামায তিন রাকা'আত পড়েন, জুম'আর নামাযে দুই আযান দেন, জুম'আর খুতবা আরবীতে প্রদান করেন এগুলো আপনাদের চোখ পড়েনা। এসকল আমল ও তো চৌদ্দশত বছর ধরে মসজিদে নববীতে চালু রয়েছে, হাজী ছাহেবানদের থেকে সত্যায়ন নিয়ে আপনাদের মসজিদ গুলোতে এগুলো চালু করুন। অন্যথায় তো আমাদের বড় জানতে ইচ্ছে করে, আমীনের ব্যাপারে মসজিদে নববীর আমল গ্রহণযোগ্য হলে অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে তা গ্রহনযোগ্য নয়, এর কারণটা কী?

جو آمین بالجہر کا شوق ہو　　حرم کے عمل کو بنائیں دلیل

کریں بات ہم جب تراویح کی　　پلٹ کر یہ کرنے لگیں قال و قیل

আমীন বিল জাহরের ক্ষেত্রে হারামের আমলকে পেশ করেন দলীল হিসেবে, তারাবীর বেলায় যখন বলি হারামের কথা তখন চলে যান অন্য কথায়।

লা-মাযহাবী ঃ আপনি এতক্ষণ যা বলেছেন এ ব্যাপারে আমার কিছুই বলার নেই। আমি এখন আমার চতুর্থ দাবীর দলীল পেশ করছি। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়েছেন এবং তারপরে উঁচুস্বরে আমীন বলেছেন।

এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার বুঝে আসে যে, সূরা ফাতিহার পরে উঁচুস্বরে আমীন বলতে হবে।

হানাফী ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে এবং পরে অল্পক্ষণ নীরব থাকতেন। অর্থাৎ তখন যা পড়ার তা আস্তে পড়তেন। এটাই ছিলো তাঁর সারা জীবনের আমল। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) ছিলেন একজন নওমুসলিম?। দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে সুদূর ইয়ামান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসেছিলেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উঁচুস্বরে দু'তিনবার আমীন বলেছেন, যেনো তিনি বুঝে নেন যে, সূরা ফাতিহার পরে আমীন পড়তে হয়। তো এটা ছিলো তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এখন আপনিই বলুন, আপনি কোনটির উপর আমল করবেন, যেটা তিনি সারাজীবন করেছেন সেটির উপর নাকি যেটা দু'একবার করেছেন সেটির উপর? আচ্ছা, ইবনে কায়্যিম (রহঃ) এর ব্যাপারে আপনাদের কী ধারণা?

লা-মাযহাবী ঃ তিনি তো ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) এর প্রধান শাগরেদ, ইবনে তায়মিয়ার পরে তাকেই আমরা সবচে বড় আলেম হিসেবে জানি।

হানাফী ঃ তাহলে শুনুন আমীন বিল জাহরের ক্ষেত্রে ইবনে কায়্যিম (রহঃ) এর মন্তব্য। তিনি বলেন, ইমাম যদি সিররী কোন আমলকে জাহর করে মুক্তাদিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। আর উঁচুস্বরে আমীন বলা এর মধ্যে শামিল। দেখুন দু'আয়ে কুনুতের ব্যাপারে তিনি লিখেছেন।

فإنه جهربه الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلابأس بذلك فقد جهرعمر رض بالافتتاح ليعلم المأمومين وجهرابن عباس رض بقراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة ليعلم أنها سنة . ومن هذا أيضا جهرالإمام بالتأمين وهذا من الاختلاف المباح الذى لايعنف فيه من فعله ولامن تركه (زادالمعاد : فصل فى قنوته صلى الله عليه وسلم فى الصلاة)

যদি ইমাম সাহেব কখনো দু'আয়ে কুনুত উঁচুস্বরে পড়েন মুক্তাদিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহলে এতে কোন সমস্যা

নেই। হযরত উমর (রাঃ) এই উদ্দেশ্যে উঁচুস্বরে ছানা পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাযার নামাযে উঁচুস্বরে সূরা ফাতিহা পড়েছেন। যেনো মুক্তাদিরা জানতে পারে যে, এটি সুন্নত। আর ইমামের উঁচুস্বরে আমীন বলার ব্যাপারটি এমনই। তবে এক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। কেউ যদি এটাকে ছাড়ে কিংবা করে কারোর উপরই অভিযোগ করা যাবে না।

লা-মাযহাবী ঃ আরে ভাই, এখানে উঁচুস্বরে আমীন বলার কথা তো আছে, নাকি? তাহলে আপনার সমস্যাটা কোথায়?

হানাফী ঃ ঠিক আছে। যদি আপনারা এই হাদীস দিয়ে উঁচুস্বরে আমীন বলার দলীল পেশ করেন তাহলে আমি বলবো, এখানে তো ইমামের উঁচুস্বরে আমীন বলার কথা আছে, মুক্তাদির ব্যাপারে তো নেই। এজন্যই আপনাদের মহামান্য আলেম শায়েখ আলবানী লিখেছেন,

وإنى لأحظ أن الصحابة رضى الله عنهم لوكانوا يجهرون بالتأمين خلف النبى عليه السلام لنقله وائل بن حجر رضـ وغيره ممانقل جهره صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الإرسراربه من المؤمنين هوالسنة فتأمل (سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/٧٥٦)

আমি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আমার এ মতামত ব্যক্ত করছি যে, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সাহাবায়ে কেরাম উঁচুস্বরে আমীন বলতেন তাহলে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) সহ আরো যে সাহাবী হুজরের আমীন বিল জাহরের কথা উল্লেখ করেছেন তারা তাও অতি অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কিন্তু কেউ করেন নি। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে মুক্তাদিগণের আস্তে আমীন বলাই সুন্নত।

লা-মাযহাবী ঃ কিন্তু উঁচুস্বরে আমীন বলার ব্যাপারে আপনার বিরূপ মনোভাব পোষণ করা কিছুতেই ঠিক হবে না। মাওলানা শিয়ালকোটি সাহেব সালাতুর রাসূল এর ১৯৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, উঁচুস্বরে আমীন বলাকে ইহুদিরা সহ্য করতে পারতো না এবং এটা তাদের গাত্রদাহের কারণ ছিলো। তো প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহুদিদের বিরোধিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য।

হাকিম সাহেব কিসের ভিত্তিতে এতো বড় কথা বলেছেন?

লা-মাযহাবী ঃ হাকিম সাহেবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রত্যেকটা বিষয়ে হাদীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দেখুন তিনি ইবনে মাজাহ শরীফের বরাতে লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইহুদিদের নিকট (উঁচুস্বরে) আমীন বলার চেয়ে অপ্রীতিকর আর কোন বিষয় নেই।

হানাফী ঃ আচ্ছা, আপনাদের হাকিম সাহেবের হাদিসের অর্থ ও মর্মে বিকৃতি সাধনের এই অভিজ্ঞতা কত বছরের?

লা-মাযহাবী ঃ এটা কোন ধরনের অযথা প্রশ্ন ?

হানাফী ঃ জনাব রাগ করবেন না। আমি এক্ষুনি আপনাকে বলছি, হাকিম সাহেব এই হাদীসের মধ্যে কী জালিয়াতি করেছেন। ইবনে মাজাহ শরীফে কী লেখা আছে দেখুন,

قال النبى صلى الله عليه وسلم ماحدثكم اليهود على شيئ

ماحدثكم على امين

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদিরা তোমাদের কোন বিষয়ে এতোটা হিংসা পরায়ন নয় যতটা হিংসা পরায়ন আমীনের ব্যাপারে।

এখন আপনি জবাব দিন, হাকীম সাহেব ব্রাকেটে 'উঁচুস্বরে' শব্দটি কিসের ভিত্তিতে যোগ করেছেন? এটা কি হাদিস বিকৃতি নয়? সাবিলুর রাশাদ– নামক গ্রন্থে তো হাকীম সাহেব একদম খল্লাম খুল্লা বিকৃতি সাধন করেছেন। তিনি সেখানে এই হাদীসের অধীনে লিখেছেন, ইহুদিদের কাছে তোমাদের উঁচুস্বরে আমীন বলার চেয়ে অপ্রীতিকর আর কিছু নেই। সুতরাং তোমরা উঁচুস্বরে আমীন বলতে থাকো। যেনো তাদের অন্তর্জ্বালা আরো বাড়ে। আচ্ছা, সঠিক করে বলুন তো, আপনারা কি আসলে নববী ফরমানের উপর আমল করেন, নাকি শিয়ালকোটি সাহেবের বিকৃত ব্যাখ্যার উপর? এটাকেই তাহলে বলে হাদীসের অনুসরণ?

এখন ও সময় আছে জাগ্রত হোন। আর কত কাল এই অন্ধ অনুসরণ করে যাবেন? কবরে কিন্তু কারো দোহাই কাজে আসবে না।

লা-মাযহাবী ঃ আমার বড় আশ্চর্য লাগছে, শিয়ালকোটি সাহেব কেন এমনটি করলেন?

হানাফী ঃ যেনো আপনাদের মতো অজ্ঞ লোকদেরকে হাদীসের উল্টা ব্যাখ্যা বুঝতে পারেন এবং সাথে সাথে এ কথা গলধঃকরণ করাতে পারেন যে, আপনাদের মতও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাকিম সাহেবের এই বিকৃত ব্যাখ্যার অনুসরণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করতে পারেন।

کہ رہے تھے میاں نام تھا بنجلے　　رات ہی میرے پاپاؤ سلفی ہوئے

رات گذری نہ تھی مجتہد بن گئے　　اور فتوی بھی لوگوں کو دینے لگے

'নাম ছিলো মিয়ার চন্দ্রলাল, রাতারাতি বনে গেলো গায়রে মুকাল্লিদ সালাফী। দুদিন যায় নি দাবী করে বসলো মুজতাহিদ এখন তো মাশাআল্লাহ ফতোয়াও দেয়।

আপনার তো শুধু হাকিম সাহেবের কর্মকান্ড দেখে আশ্চর্য লাগছে। আর আমি গায়রে মুকাল্লিদদের সকল আলেমের প্রতি ক্ষুব্ধ, বিশেষ করে রাসূলের নামাযের তিন টীকাকারদের প্রতি তারা কিভাবে এই বিকৃতির সমর্থন করলো। এখন আপনাদেরকে আমি অন্যান্য লেখকদের বিকৃতির কিছু চিত্র দেখাচ্ছি।

আপনাদের লেখকরা বলে বেড়ায় যে, উঁচুস্বরে আমীন বলার দ্বারা ইহুদিরা ক্ষিপ্ত হয়, আস্তে বললে তা হয় না। তাই আপনাদের শায়খুল হাদিস জনাব জানবায সাহেব লিখেছেন, যখন সকলে মিলে সমস্বরে আমীন এবং সালাম বলবে তখন এর দ্বারা ইসলামী ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, আর এ দেখেই ইহুদিদের গায়ে আগুন জ্বলবে। আর যদি আস্তে আস্তে বলা হয় তাহলে তো শোনাই যাবে না, হিংসা করবে কোন বিষয়ের উপর? *(সালাতুল মুসতাফা, ১৫০)*

আপনাদের আরেক আলেম লিখেছেন, এটা তো স্পষ্ট যে, সালাম উচ্চস্বরে বলা হয়। সুতরাং আমীন ও এভাবে বলা চাই। যদি শোনাই না যায় তাহলে ইহুদিদের গাত্রদাহ কিসে হবে? *(খাতেমায়ে ইখতিলাফ ৪৩)*

সালাতুর রাসূল এর এক টীকাকার লিখেছেন, সালামের মত আমীন ও উঁচু আওয়াজে বলা চাই। তবেই না ইহুদিদের গা জ্বলবে। যদি আস্তে বলা হয় তাহলে ইহুদিরা তো টেরই পাবে না যে মুসলমানরা আমীন বলেছে। *(তাসহীলুল ওসুল পৃঃ ১৬২)*

হাদীসের শব্দে তো উঁচুস্বরে পড়ার কোন কথাই নেই। এটা তো আপনাদের আলেমরা তরজমা এবং ব্যাখ্যার মধ্যে বৃদ্ধি করেছে। আপনারা উঁচুস্বরে আমীন বলাকে ইহুদিদের অন্তর্জালার সাথে খাস করেছেন,

সুতরাং আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সতের রাকা'আত ফরজের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ছয় রাকা'আতে উঁচুস্বরে আমীন বলে ইহুদিদের অন্ত জ্বালা সৃষ্টি করেন। বাকী এগার রাকা'আত এমনিভাবে ১২ রাকা'আত সুন্নত মু'আক্কাদাহ ও বিতিরের তিন রাকা'আতে আস্তে আমীন বলে ইহুদিদেরকে সন্তুষ্ট রাখেন। মোট কথা দৈনিক ফরজ ও সুন্নতের মোট বত্রিশ রাকা'আতের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ছয় রাকা'আতে উঁচুস্বরে আমীন বলে ইহুদিদেরকে ক্রোধান্বিত করেন, বাকী ছাব্বিশ রাকা'আতে করেন না। নফলের কথা না হয় বাদই দিলাম। আর যদি কোন গায়রে মুকাল্লিদ একা একা নামায পড়ে তাহলে তো তাকে বত্রিশ রাকা'আতেই আমীন আস্তে বলতে হবে। তখন এই হাদীসের উপর আমল করা আর সম্ভব হবে না।

কিন্তু হানাফী উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসকে স্বীয় অবস্থায় বহাল রেখে তার উপর আমল করেন, তাতে নিজের থেকে উঁচুস্বরে পড়ার শব্দও বৃদ্ধি করেন নি এমনিভাবে উঁচুস্বরে পড়ার সাথে ইহুদিদের অন্ত জ্বালাকে নির্দিষ্ট করেন নি। সুতরাং হানাফীরা বত্রিশ রাকা'আতেই আস্তে আমীন বলে ইহুদিদেরকে বত্রিশ বার ক্রোধান্বিত করে।

আর যদি নফলের হিসাব করা হয় তাহলে যে কত হবে তা আল্লাহই জানেন। এখন হিসাব করে দেখুন, ইহুদিরা কাদের আমীনের দ্বারা বেশী ক্রোধান্বিত হয়?

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ এই হাদিসের মধ্যে আমীনের সাথে সালামের কথা ও আছে। কথা হলো এখানে সালাম দ্বারা কোন সালাম উদ্দেশ্য?

এক আহলে হাদিস আলেম লিখেছেন, মুসলমানরা যখন পরস্পরে সালাম করতো তখন মদীনার ইহুদিরা তাদেরকে ভ্রুক্ষেপই করতো না। কিন্তু যখন উঁচুস্বরে আমীন বলতো তখন তাদের গায়ে আগুন জ্বলতো।

(হাদিসে নামায পৃ ঃ ১১৭)

অপর এক লেখক লিখেছেন, সালাম যেহেতু উঁচুস্বরে বলা হয় সেহেতু আমীনও উঁচুস্বরে বলা উচিত। *(খাতেমায়ে ইখতিলাফ পৃ ঃ ৪৬)*

১। এখন প্রশ্ন হলো উক্ত হাদীসকে সাক্ষাতের সালামের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে?

২। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনারা কি তাহলে সাক্ষাতের সময়ও এতো জোরে সালাম দেন যত জোরে আমীন বলেন?

৩। তৃতীয়ত আপনাদের শায়খুল হাদীস জনাব জানবায সাহেব লিখেছেন, উঁচুস্বরে আমীন বললে এবং সালাম দিলে সবার একাত্মতা প্রকাশ পায়, এর দ্বারা ইসলামী ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, আর এটা দেখেই ইহুদিরা ক্রোধান্বিত হয়। *(সালাতুল মুসতফা পৃ ঃ ১৫০)*

এখন বলুন তো, আমীনের ক্ষেত্রে উঁচু আওয়াজের ব্যাপারটি সহজেই আপনাদের বুঝে আসে কিন্তু সালামের ক্ষেত্রে কেন বুঝে আসে না।

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, হাদীসে আমীন এবং সালাম উভয়টির কথাই এসেছে। আমীনের ক্ষেত্রে তো নামাযের আমীন উদ্দেশ্য নিয়েছেন কিন্তু সালামের ক্ষেত্রে সাক্ষাতের সালাম উদ্দেশ্য নিয়েছেন, কারণটা কী?

কারণ তো এটাই যে, এখানে নামাযের সালাম উদ্দেশ্য নিলে উঁচুস্বরে আমনি বলার ব্রাকেটের আর কোন কার্যকারিতা বাকী থাকবে না। তখন আপনাদের নামাযীরাই আপনাদের জিজ্ঞেস করবে, আমরা ও তাহলে ইমামের সাথে উঁচুস্বরে আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলব, যেনো ইহুদিদের গাত্রদাহ আরো বেড়ে যায়।

আর তখন আপনারা না হা বলতে পারবেন, না না বলতে পারবেন। মোটকথা আপনাদের উঁচুস্বরে আমীন চলার সকল রহস্য সেই ব্রাকেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যা আপনাদের লেখকরা নিজের থেকে মনগড়া বৃদ্ধি করেছে।

লা-মাযহাবী ঃ এতো উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই, জনাব 'হাদীসে নামায' নামক গ্রন্থের ১১৮ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ- আমরা আহলে

হাদীস সম্প্রদায় যে উঁচুস্বরে আমীন বলে থাকি, এর মধ্যে কোন ধরনের ছলতাতুরী নেই।বরং অত্যন্ত মজবুত সুদৃঢ় সহীহ এবং একাধিক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উপর ভিত্তি করেই আমার এ আমল করে থাকি।

হানাফী ঃ আপনাদের এ লেখকের কথা শুনে মনে হচ্ছে, অবশ্যই তিনি গলাবাজিতে সেরা। আর না হয় নিঃসংকোচে এমন খুল্লাম খুল্লা মিথ্যাচার যাকে তাকে দিয়ে হওয়ার কথা না। যাই হোক, দাবী যখন করেছেন, প্রমাণ করুন। আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।

লা-মাযহাবী ঃ এই দেখুন শুধুমাত্র সালাতুর রাসুল এর মধ্যেই উঁচুস্বরে আমীন বলার সাত সাতটি হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

হানাফী ঃ আপনি সাতটির কথা বলছেন যদি ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করি, দেখবেন একটি হাদীসও আপনাদের পক্ষে নয়, সংক্ষেপে কিছু শুনুন

১। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে উঁচুস্বরে আমীন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহার পরে যে আমীন বলতে হয় এ বিষয়টি শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ছিল সব সময়ের জন্য নয়। যেমনটি আপনাদের অনুসরণীয় মহামান্য আলেম ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহঃ) যাদুল মা'আদে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাতে ইমামের উঁচুস্বরে আমীন বলার কথা আছে। মুক্তাদিদের বলতে হবে এমনটি তো নেই।

আপনাদের শ্রদ্ধেয় আলেম শায়েখ আলবানীও 'সিলসিলায়ে আহাদীসে যয়ীফা' এর ১নং খন্ডের ৭৫৬ নং পৃষ্ঠায় এই মন্তব্যই প্রদান করেছেন।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে

حتى يسمع من يليه من الصف الأول

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত জোরে আমীন বলতেন যে প্রথম কাতারের মুসল্লীরা তা শুনতে পেতো। তো সালাতুর রাসূল এর টীকাকার জনাব লোকমান সালাফী একে যয়ীফ বলেছেন।

(পৃ ঃ ১২০) তাসহীলুল উসূলেও একে যয়ীফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পৃ ঃ ১৬০)

৩। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমীন বলতে শুনেছি' এই হাদিসের ব্যাপারে সালাতুর রাসুল এর টীকাকার লিখেছেন, এর সনদ যয়ীফ।

(আল কওলূল মাকবুল পৃ ঃ ৩৬২)

৪। 'সালাতুর রাসূল এরই আরেকজন টীকাকার লিখেছেন, আল্লামা বুছীরী ইবনে আবী লায়লার কারণে এর সনদকে যয়ীফ বলেছেন।

৫। হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর রেওয়ায়াত এবং হযরত আলী (রাঃ) আছার হাদিসে মারফু নয়। বরং এগুলো সাহাবীর আমল। আর আহলে হাদিসদের নিকট সাহাবীর আমল শরয়ী দলীল নয়। তাহলে এর দ্বারা দলীল পেশ করা কতটুকু যুক্তি যুক্ত? তাছাড়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর রেওয়ায়াতে হাকিম শিয়ালকোটি সাহেব কী দশা করেছেন, তা তো আমরা একটু আগেই উল্লেখ করে এসেছি।

৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর রেওয়ায়াতের ব্যাপারে সালাতুর রাসূল এর টীকাকার লিখেছেন, তালহা ইবনে আমরের কারণে এর সনদ নেহায়েত যয়ীফ। *(তাসহীলূল ওসূল, পৃ ঃ ১৬৪)*

তাছাড়া এই রেওয়ায়াতের ব্যাপারে আপনাদের আলেমরা যে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাও আমরা সবিস্তারে উল্লেখ করে এসেছি।

৭। দুইশত সাহাবী থেকে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতা (রহঃ) এর জোরে আমীন বলার রেওয়ায়াত। তো এর ব্যাপারে আমাদের কথা হলো ঃ-

এক, সাহাবীর কওল আপনাদের মতে শরয়ী দলীল নয় সুতরাং এটা দিয়ে দলীল পেশ করা আপনাদের স্ববিরোধিতাকে স্পষ্ট করে দেয়।

দুই . এই হযরত আতা (রহঃ) থেকেই বিশ রাকা'আত তারাবীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। (কিয়ামুল লায়ল পৃ ঃ ১৫৭) সেটার উপর আপনারা আমল করেন না কেন?

আমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শেষ। এখন আপনিই বিচার করে বলুন, এই সাত দলীলের উপর কতটা নির্ভর করা যেতে পারে?

লা-মাযহাবী ঃ কয়েকটা রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে তারা যয়ীফ বলে মত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু আমি বলি হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী شاهد থাকার কারণে এগুলো সহীহ হাদীসের সমপর্যায়ের হয়ে গেছে।

হানাফী ঃ দ্বিতীয়, তৃতীয়, এবং ষষ্ঠ হাদীসের সনদকে আপনাদের উলামারাই যয়ীফ বলেছেন এখন আবার شاهد পেলেন কোত্থেকে? আর প্রথম হাদীসের ব্যাপারে শায়েখ আলবানীর কী মন্তব্য, তাতো একটু আগেই উল্লেখ করেছি। চতুর্থ ও পঞ্চম হাদীস হলো সাহাবীর আমল, যা আপনাদের মতে শরী'আতের দলীল নয়।

এই সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পর এখন আপনি আবার شاهد এর কথা তুলেছেন, আচ্ছা বলুন তো, শায়েখ আলবানী বড় আলেম, নাকি পঞ্চদশ শতাব্দির গায়রে মুকাল্লিদ লেখকগণ?

লা-মাযহাবী ঃ এটা কি কোন প্রশ্ন করার বিষয়? শায়েখ আলবানীকে আমাদের বিশেষ সাধারণ সবাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে জানে। হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের জগতে তিনি মুকুটহীন এক সম্রাট। আমাদের আহলে হাদীস আলেমরা তাঁকে এ যুগের 'যাহাবী' বলেছেন। তার বক্তব্য আমাদের কাছে সনদ ও অথরিটির মর্যাদা পায়।

হানাফী : ঠিক আছে তো? শুনুন তাহলে উচ্চস্বরে আমীন বলার ক্ষেত্রে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তিনি লিখেন-

وأما جهر المقتدين بالتأمين وراء الإمام فلا نعلم فيه حديثا مرفوعا صحيحا يجب المصير إليه (سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١/٧٥٥)

'ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের উঁচুস্বরে আমীন বলার ব্যাপারে আমাদের কোন সহীহ মারফূ হাদীস জানা নেই, যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে'। *(সিলসিলায়ে আহাদীসে সহীহা- ১খণ্ড, পৃ. ৭৫৫)*

লা-মাযহাবী : শায়েখ আলবানীর এই বক্তব্য উল্লেখ করে আমাদেরকে তো মুশকিলে ফেলে দিলেন।

হানাফী : আলোচনা যেহেতু আমীন নিয়ে হচ্ছে তাই আমি এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে চাই। যাতে করে সবার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। আহলে হাদীসদের তো শুধু এক জোরে আমীন বলা নিয়েই

যত লম্ফঝম্ফ, এর ভিতরে যে আরো কত কিছু রয়ে গেছে তা তারা জানবে কোত্থেকে?

আমীন কখন বলতে হবে

আপনি আপনার তৃতীয় দাবীতে বলেছিলেন, যখন মুসল্লী ইমামের পেছনে জাহরী নামায পড়বে এবং ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন তার উঁচু আওয়াজে আমীন বলা উচিত।' *(সালাতুর রাসূল-পৃ.১৯৫)*

এটা তো চতুর্দশ শতাব্দীর কথা। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট একজন লেখক, গবেষক তার 'মাসনূন নামায' নামক গ্রন্থে এক নতুন গবেষণা পেশ করেছেন। তিনি লিখেন, وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার পরে ইমামের আগেই গলা ফাটিয়ে আমীন বলা খেলাফে সুন্নত। *(পৃ. ৪৭)*

এখন আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিন, এ দুয়ের মধ্যে কোনটা সুন্নতের কাছাকাছি আর কোনটি সুন্নতের খেলাফ? এবং তার দলীল কী? এবং আপনাদের ৯৯% মসজিদে যে জোরে আমীন বলা হয় তা সুন্নতের খেলাফ কি না?

লা-মাযহাবী: আসলে আমাদের পুরাতন আহলে হাদীস আলেমদের হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শিতা যথেষ্ট পরিমাণ না থাকায় বহু মাসায়েলকে সুন্নতের খেলাফ সাব্যস্ত করেছে। তবে মাশাআল্লাহ আমাদের নতুন আলেমগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ। বিতর্কিত সব বিষয় তারা চিহ্নিত করে এর সুষ্ঠু সমাধান জাতির সামনে পেশ করছে। তবে আমার এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় কোন সিদ্ধান্ত প্রদানে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করছি।

আমীন ইমামের আগে বলবে, না পরে?

হানাফী : পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক তার লেখা মাসনূন নামাযে লিখেছেন, 'মুক্তাদীদের ইমামের আমীনের পরে আমীন বলা উচিত।' *(পৃ. ৪৭)*

অথচ এ কালেরই আরেকজন লেখক 'নবীজীর নামায- এর টীকায় লিখেছেন, ইমামের আগে কিংবা পরে, উঁচুস্বরে আমীন বলা সহীহ নয়। *(পৃ.১৫১)*

এখন আমি বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আপনার কাছে যা জানতে চাই, তাহলো, এ দুই মতের মধ্যে কোনটিকে আপনি সহীহ বলবেন? সহীহ হলে তার দলীল কী? এবং আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য মত কোনটি? দয়া করে একটু বলুন।

লা-মাযহাবী : আমার মনে হয় এ সব আলোচনা বাদ দিয়ে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসাটাই ভালো হবে যে, আমীন আস্তে বলা সুন্নত, নাকি জোরে বলা?

হানাফী : ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে তো বিস্তারিত আলোচনা করবোই। তবে এর আগে আমি যা বলেছি এর একটি সুরাহা হওয়া উচিত। কেননা এ বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই আপনাকে নির্দিষ্ট করে বলতেই হবে, কোনটি সুন্নত? এবং তার দলীল কী?

লা-মাযহাবী : আসলে ভাই আমার বুঝে আসছে না যে, কেন আমাদের এ লেখক এমন আজগুবী কথার উদ্ভব ঘটিয়ে আমাদের মাঝে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

হানাফী : হাদীসের অর্থ ও মর্ম উদঘাটন করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যারা 'বেনিয়াযী' প্রকাশ করে তাদের আখেরী দশা এমনই হয়। সবেমাত্র শুরু, 'আখের' দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

লা-মাযহাবী : আসলে ভাই আপনার এ কথাটি একেবারে ফেলে দেয়া যায় না।

আমীন কত জোরে বলতে হবে?

সুন্নী : আপনাদের ইমাম আর বক্তারা যখন উচ্চ স্বরে আমীন বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তখন তারা নবাগতদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, পুরা জোর লাগিয়ে উঁচু স্বরে আমীন বল আর আপনাদের মসজিদগুলিতেও এর উপরে আমল হতে থাকে। অন্যদিকে আপনাদের লেখকদের লেখা "মাসনূন নামায" নামক কিতাবে লেখক বলেছেন, এত জোরে আমীন বলা যেটা তাওয়াজু এবং বিনয়ের পরিপন্থী হয় সেটা জায়েয নাই। সুতরাং আমীন জোরে বলতে হবে ঠিক কিন্তু চিৎকার করে নয়। কেননা এটা বেয়াদবীর শামিল। *(পৃষ্ঠা-৪৮)*

এখন আপনিই বলুন, আপনাদের মসজিদগুলিতে চিৎকার করে আমীন বলার যে ধারা বজায় রয়েছে তা কি সুন্নত না বেয়াদবী? তাছাড়া আপনি এবিষয়টিও স্পষ্ট করুন যে, আমীন কতটুকু জোরে বলা সুন্নত? যার উপর আমল করলে সুন্নত আদায় হবে আর তার চেয়ে বেশি জোরে হলে সেটা বেয়াদবী বলে গণ্য হবে? যাতে করে তার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। সাথে সাথে তার দলীলও বয়ান করবেন এবং যত লামাযহাবী আছে তাদেরকে এই ট্রেনিংটা করিয়ে দেবেন। যাতে করে সকল মসজিদে একই পন্থায় আমীন উচ্চারিত হতে পারে।

গায়রে মুকাল্লিদ : মাসনূন নামায নামক এই কিতাবটি আমার নজরে পড়েনি তবে তার লেখক যখন এত বড় ফতওয়া দিয়েছেন তখন নিশ্চয় তার নিকট কোন দলীল থেকে থাকবে।

সুন্নী : কিতাবটি আমার নিকটেই আছে কিন্তু তাতে কোন দলীল উল্লেখ নেই।

গায়রে মুকাল্লিদ : সাংবাদিকরা যখন ধর্মীয় কিতাবাদী লিখতে শুরু করবে তখন তার দশা এমনই হবে।

সুন্নী : নামাযে সূরায়ে ফাতিহার পরে কতবার আমীন বলা সুন্নত?

গায়রে মুকাল্লিদ : একবার।

সুন্নী : তোমাদের প্রসিদ্ধ কিতাব ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়ায় আছে, সূরায়ে ফাতিহার পরে তিনবারও আমীন বলা যায়। বরং এটাই নবীজীর সুন্নত। যেমন তাবারানী এবং মাজমাউয যাওয়ায়েদে আছে وقال امين ثلاث مرات নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার আমীন বলতেন।

তোমাদের উলামারা বলে থাকেন, ইহুদীদেরকে রাগান্বিত করার জন্য জোরে আমীন বলার বিধান দেয়া হয়েছে তাই তোমরা ১৭ রাকাআত ফরজ নামাযে মাত্র ছয়বার জোরে আমীন বলে তাদেরকে রাগাও অথচ তোমাদের উলামারা এক রাকাআতে তিন তিনবার আমীন বলাকেও সুন্নত বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং তোমাদের উচিত হল আঠার বার জোরে আমীন বলে ইহুদীদেরকে আরো বেশি রাগানো। তাহলে আঠারবার না বলে ছয়বার বলার কি রহস্য?

গায়রে মুকাল্লিদ : এক রাকাতে তিন বার আমীন বলা যে সুন্নত তাতো আমাদের আলেমরা কখনো আমাদেরকে বলেন নাই। বললে তো আমরাও তার উপর আমল করতাম। যাতে ইহুদীরা একবারের পরিবর্তে তিনবার রাগান্বিত হয়।

সুন্নী : আপনাদের দলের সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাই যে, আপনাদের আলেমরা যা বলে সেটাকে আপনারা সুন্নতের দর্জা দিয়ে আমল করা শুরু করেন আর যেটাকে গোপন রাখে সেটা চিরদিন গোপনই থেকে যায়। এই দুর্বলতা থেকে ফায়েদা উঠিয়ে তারা আপনাদেরকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, আমাদের সব আমল হাদীস অনুযায়ী হয়ে থাকে আর সুন্নীদের সব আমল হাদীসের পরিপন্থি। একথা শুনে আপনারাও অন্যদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী শুরু করে দেন। পিছনের আলোচনা দ্বারা একথা আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় তারা আপনাদেরকে বুঝাতে চায় যে, তাকলীদের মত অন্ধ অনুকরণ থেকে আপনারা মুক্ত। আপনারা তো গবেষণা আর রিসার্চের মাধ্যমে সঠিক জিনিষটাই নির্বাচন করে থাকেন। আরবী কিতাবাদী পড়ার যোগ্যতা তো আপনাদের নেই, কমপক্ষে আপনাদের মাযহাবের উর্দু কিতাবগুলি যদি আপনারা পড়তেন তাহলে সেখানে দেখতে পেতেন যে, আপনাদের আলেমরা এক রাকাতে তিন বার আমীন বলা সুন্নত বলেছেন। সেই হিসাবে আপনারা আপনাদের মসজিদগুলিতে এই মুর্দা সুন্নতকে যিন্দা করে একশ শহীদের সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যেতেন। তাছাড়া ইহুদীদেরকে এক বারের পরিবর্তে তিনি বার রাগানোর সাওয়াব লাভ করতেন।

মোটকথা আমীনের ব্যাপারে এই চারটি মাসআলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আপনি এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট করেন নাই যে, আপনারা এর মধ্যে কোনটির অনুসারী। আমার তো মনে হয় এসব মাসায়িলের দলীল-প্রমাণ আপনাদের প্রিয় লেখকেরও জানা নেই। তাছাড়া কেউ যদি গায়ের জোরে একটা দলীল পেশও করে দেয় তাহলে অপরজন কি করবে? যারা এক খোদা আর এক রাসূলের শিক্ষার উপর আমল করার

দাবী করে তারাও দেখা যাচ্ছে দুই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বসে আছে আর প্রত্যেকে দাবী করছে যে, এটাই আসল সুন্নত।

গায়রে মুকাল্লিদ : বাস্তব কথা হচ্ছে আমাদের সমস্ত দলীল-প্রমাণ আর বিতর্ক বাহাস আমীন আস্তে আর জোরে বলা নিয়ে কেন্দ্রিভূত। আপনার বলা এসব মাসায়িলের দিকে তো আমাদের কোন দিন নজরই যায় নাই।

সুন্নী : গেলেই বা কি? সেই দলীলের অবস্থাও তো আপনাদের সামনে। যাক এখন আর কিছু বলবেন নাকি ফায়সালার দিকে দাওয়াত দেয়া হবে?

গাইরে মুকাল্লিদ : জী! কমিটিকে দাওয়াত দেয়া যেতে পারে।

কমিটির ফায়সালা :

(১) বাদি তার প্রথম দাবীর স্বপক্ষে কোন দলীল পেশ করতে পারে নাই যে, একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি আস্তে আমীন বলবে।

(২) দ্বিতীয় দাবী ছিল ইমামের পিছনে যোহর ও আসর পড়লে আস্তে আমীন বলবে, এর স্বপক্ষেও কোন দলীল দেখাতে পারে নাই।

(৩) তৃতীয় দাবী ছিল স্বশব্দে কেরাত অলা নামাযে ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ বললে মুক্তাদীরা জোরে আমীন বলবে। এখানে তাদের দাবীটাই সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। কেননা "মাসনূন নামায" এর লেখক লিখেছেন وَلَا الضَّالِّيْنَ এর পরে ইমাম আমীন বলার আগে মুক্তাদীদের জোরে আমীন বলা সুন্নাতের পরিপন্থি। এর পরে বাদী তার মাসলাক এবং মাযহাবের প্রবক্তাই ঠিক করতে পারে নাই। তাছাড়া তিনি সাধারণ দাবীর পক্ষে বুখারী-মুসলিম তো দূরের কথা কোন সহীহ মারফু হাদীসও পেশ করতে পারেন নাই।

(৪) "ইমাম উঁচু স্বরে আমীন বলবে" এই দাবীর স্বপক্ষে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরের হাদীস পেশ করেছেন। অথচ এই হাদীসের ব্যাপারে এটারই সম্ভাবনা বেশি যে, এই জোরে আমীন বলাটা উম্মতকে শেখানোর জন্য ছিল। যেমনটি নাকি আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহ.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

(৫-৬) পঞ্চম ও ষষ্ঠ দাবী হল, ইমাম আমীন শুরু করার পরে মুক্তাদীরা আমীন বলবে। অথচ "মাসনূন নামায" এর লেখক লিখেছেন,

ইমামের আমীন বলা শেষ হওয়ার পরেই মুক্তাদীরা আমীন বলবে। আর "নামাযে নববী" নামক কিতাবের টিকায় ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেছেন যে, ইমামের আগে কিংবা পরে জোরে আমীন বলা জায়েয নেই। এখন এই তিনটি দাবীর মধ্য থেকে আহলে হাদীসদের নিকট কোনটি গ্রহণযোগ্য বাদী সেটা নির্দিষ্ট করতে পারেন নি। দলীল পেশ করা তো আরো দূরের কথা।

(৭) সপ্তম দাবী ছিল, ইমাম যদি জোরে আমীন নাও বলে তবুও মুক্তাদীদের বলা উচিৎ। এই দাবীর স্বপক্ষে বাদী কোন দলীল পেশ করতে সক্ষম হননি।

(৮) শায়েখ আলবানীও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মুক্তাদীদের উঁচু স্বরে আমীন বলার ব্যাপারে কোন সহীহ মারফু হাদীস নেই।

(৯) আমীন সম্পর্কিত সুন্নাত সম্পর্কে বাদীর নিকট যে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছিল সেখানে বাদী নিজের দাবীকে স্পষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। দলীল পেশ করা তো সুদূর পরাহত।

পেশকৃত দলীল সমূহের পর্যালোচনা

প্রথম বর্ণনা : ইমাম এবং মুক্তাদীর জোরে আমীন বলার সাথে এই বর্ণনার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এই হাদীসটি তো বাদীর বিরুদ্ধে যায়। কেননা, ফেরেশতাদের জোরে আমীন বলা তো শোনা যায় না। তাহলে তাদের সাথে একাত্মতা হবে কিভাবে?

এর সমর্থন বুখারী শরীফের ঐ হাদীস দ্বারাও হয় যেখানে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ পড়ার ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাথে একাত্মতা করতে বলা হয়েছে। তাহলে আমীন জোরে বলতে হবে আর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আস্তে বলতে হবে এই পার্থক্যের দলীল কি?

দ্বিতীয় বর্ণনা : হযরত ইবনে যুবায়েরের এই বর্ণনাটি মুআল্লাক। তাছাড়া এটি সাহাবীর আমল, যা বাদীর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া আহলে হাদীসদের গুরু শিয়ালকোটী সাহেব এই বর্ণনার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে এর হুলিয়া বিগড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটি নাকি মসজিদে নববীর ঘটনা অথচ অন্যান্য লেখকরা এটিকে মসজিদে হারামের ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয় বর্ণনা : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরের এই বর্ণনার উপর পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, এটি শিক্ষা দানের জন্য ছিল।

চতুর্থ বর্ণনা : ইহুদীরা জোরে আমীন শুনে উত্তেজিত হয় এই বর্ণনার মধ্যে হাকীম শিয়ালকোটী সাহেব ব্রাকেটে "উচু" শব্দটি বৃদ্ধি করে এর মতলবই বদলে ফেলেছেন। তাছাড়া এর সনদও তালহা ইবনে আমরের কারণে অত্যন্ত দুর্বল।

পঞ্চম বর্ণনা : হযরত আবু হুরায়রার বর্ণনা যে, এত জোরে আমীন বলা হত প্রথম কাতারের লোকেরা শুনতে পেত। এর সনদ যঈফ।

ষষ্ঠ বর্ণনা : হযরত আলীর বর্ণনা যাতে নবীজী থেকে শ্রবণের কথা বলা হয়েছে তার সনদ যঈফ। তাছাড়া মুসতাদরাকে হাকেমের হাওয়ালাও গলত। হযরত আলী থেকে বাস্তবেই এটি বর্ণিত কিনা সেটাও আলোচনার দাবী রাখে।

সপ্তম বর্ণনা : হযরত আতা থেকে বর্ণিত বর্ণনাটি সাহাবীদের আমল যা মুদ্দাঈর নিকট শরঈ দলীল নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের মধ্যে বিভিন্ন আয়াতের উত্তর দেওয়া

সুন্নী : আপনাদের ইমামগণ নামাযের মধ্যে বিশেষ কিছু আয়াত পাঠ করলে দেখা যায় মুসল্লীরা সমস্বরে তার জওয়াব দিয়ে থাকেন। এ আমলটি আপনাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। আপনি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করুন।

গাইরে মুকাল্লিদ : আমরা তো কাজের মাধ্যমেই এর উপর আলোকপাত করি। করাচী থেকে খায়বার পর্যন্ত, দিল্লী থেকে ঢাকা পর্যন্ত সর্বত্র যেখানেই আপনি আমাদের কোন মসজিদ পাবেন, সেখানেই আপনি এই আমল সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবেন। বিশেষ করে জুম'আর নামাযে ইমাম যখন সূরায়ে আ'লার سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতটি পাঠ করেন- মুসল্লীরা তখন সম্মিলিতভাবে সুউচ্চ কণ্ঠে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলে ওঠেন। এমনিভাবে আমাদের মাওলানা শিয়ালকোটী সাহেব লিখেছেন: সূরায়ে গাশিয়ার ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ যখন পাঠ করা হবে তখন মুসল্লীরা اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا পাঠ করবেন। এই আমলের কথাই ফতোয়া সাত্তারিয়্যার চতুর্থ খণ্ডের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। যেখানে বলা হয়েছে : সূরায়ে আ'লা, সূরায়ে গাশিয়া ইত্যাদি সূরাগুলোতে বিশষে বিশেষ আয়াতের জবাব বলা মাশরূ অর্থাৎ শরীয়াত সমর্থিত।

সুন্নী : আচ্ছা, এ বিষয়ে বুখারী-মুসলিম থেকে কোন হাদীস কি আপনি দেখাতে পারবেন?

গাইরে মুকাল্লিদ : সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের কোন হাদীস তো আমাদেব কিতাবগুলোতে নেই, তবে আমাদের মাওলানা শিয়ালকোটী সাহেব আবূ দাউদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (নামাযে) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন তিনি তার জবাবে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ও বলতেন। *(সালাতুর রাসূল : ২১৪)*

সুন্নী : নবীজীর হাদীসে শিয়ালকোটী সাহেবের আর খানেওয়াল সাহেবের তালি লাগানো কতটা যুক্তিযুক্ত?

গাইরে মুকাল্লিদ : প্রসঙ্গ ছেড়ে এটা কী কথা বললেন? এটা কি কোন ইলমী মজলিস না কৃষি ফার্ম?

সুন্নী : গোস্তাখী মাফ হয়! আমার এই কথা বোঝা আপনার সাধ্যে নেই। এখন আপনাকে হাদীসটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিই, আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحِ الاسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

অর্থাৎ : হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : "নবী (সা:) যখন سَبِّحِ الاسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى পাঠ করতেন তখন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলতেন।"

তো এই হাদীসে নামাযের বিষয়টি কোথায় পেলেন? হাদীসে তো "فِي الصَّلَاةِ" বা এ ধরনের কোন শব্দ আমরা পাই নাই।

গাইরে মুকাল্লিদ : কথা সত্য, হাদীসে তো "فِي الصَّلَاةِ" শব্দটি নেই।

সুন্নী : হাদীসে নেই, তারপরো আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ আলেম শিয়ালকোটী সাহেব অনুবাদ করতে গিয়ে "নামাযের মধ্যে" কথাটি কিন্তু বৃদ্ধি করেছেন। আপনিই বলুন : একে কি এখন আমরা হাদীসের অনুবাদ বলবো না "শিয়ালকোটীয়" অভিমত বলে আখ্যা দেবো?

যদি রেজিস্টার্ড ডাক্তারের দেওয়া প্রেসক্রিপশনে সংযোজন বিয়োজন করা হয় আর রোগীকে এই বিশ্বাস করানো হয় যে, এটাই মূলত ডাক্তারের সিদ্ধান্ত, তাহলে ডাক্তার কি একে খুব ভালো বলবেন? আর তা রোগীর প্রতিই কি কোন সহমর্মিতা হিসেবে ধরা হবে? রোগী যদি এ সম্পর্কে পরে অবহিত হয় তাহলে তার দোকানে কি আর কখনো যাবে?

না..... আর কখনো যাবে না। সুতরাং শিয়ালকোটী সাহেব নবীর হাদীসের তরজমা করতে গিয়ে স্বীয় অভিমত বৃদ্ধি করে কি ডাক্তারের

প্রেসক্রিপশনে নিজের পক্ষ থেকে রদবদল করে গেলেন না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সন্তুষ্ট হবেন বলেই কি আপনার বিশ্বাস? সাধারণ মানুষেরা তার প্রতি যে নিষ্কলুষ বিশ্বাস করে তার বদলে এটাই কি তাদের প্রাপ্য ছিলো? আর এই ব্যক্তির প্রতি তারপর আর কিভাবে ভরসা রাখা যায়।

আপনারা সাহাবয়ে কেরামের মতামতকে গ্রহণ করেন না, পরবর্তী তাবেঈন ও তাবয়ে তাবেঈনদের মতামতকে গ্রহণ করেন না। অথচ চৌদ্দশত বছর পর এসে বর্ণচোরা একজন ব্যক্তির মতামতকে নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। এটা কি সত্যিকার ইনসাফ হলো?

গাইরে মুকাল্লিদ : ঠিক আছে। শিয়ালকোটী সাহেবের তালি তো বুঝে এল, কিন্তু খানেওয়ালী তালির ব্যাখ্যাটা একটু দেবেন কি?

সুন্নী : ঠিক শিয়ালকোটীর মতো কিংবা তার চেয়েও এক গুণ বেশি জালিয়াতি করেছেন ডাক্তার শফিক সাহেব خانیوال তিনি নামাযে নববী নামক কিতাবে হাদীসটির তরজমায় অতিরিক্ত আরেকটা শব্দ যোগ করে প্রথমজনের থেকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন।

কিতাবটির ১৬১ নং পৃষ্ঠার হাদীসটির তরজমা করতে গিয়ে তিনি বন্ধনীতে লিখেন- (নামায ইত্যাদিতে)। এখন আপনিই বলুন : এই লোকগুলো আপনাদের কেমন গভীর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করেছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তোমরা দিবারাত্রি "বুখারী-মুসলিম" করে গলাবাজি করো অথচ এখন এই মাসআলার প্রমাণ সুনানে আবী দাউদ থেকে পেশ করছো! অতি আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, ইবনে আব্বাসের যে হাদীসটি দ্বারা তোমরা প্রমাণ পেশ করছো তা একটি যয়ীফ এবং দুর্বল হাদীস।

গাইরে মুকাল্লিদ : আমাদের শিয়ালকোটী সাহেবকে একজন ঝানু হাদীস বিশারদ হিসেবে গণনা করা হয়। হাদীসের সনদের খুঁটিনাটি বিষয়ে তার দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর। যার প্রমাণ "সালাতুর রাসূল" নামক কিতাবের টীকাকার ডক্টর লোকমান সালাফী পেশ করেছেন যে, শায়েখ আলবানী এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

(হাশিয়াতু সালাতির রাসূল, পৃষ্ঠা-১৩৪)

গাইরে মুকাল্লিদদের গৃহযুদ্ধ

সুন্নী : আপনার উপরোক্ত কথার কারণে আমি বাধ্য হচ্ছি আপনাদের উলামায়ে কেরামের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত চিত্র বর্ণনা করতো।

১। সালাতুর রাসূল কিতাবের একজন টীকাকার হাদীসটিকে সহীহ বলছেন অপর দিকে একই কিতাবের আরো দুইজন টীকাকার হাদীসটিকে যয়ীফ বলে স্বীকার করেছেন। যেমন- কিতাবটির একটি টীকাগ্রন্থ- القول المقبول। সেখানে হাদীসটিকে যয়ীফ বলা হয়েছে। (পৃষ্ঠা-৩০৯) তেমনি আরেকটি টীকাগ্রন্থ تسهيل الاصول। সেখানেও হাদীসটির সনদের মধ্যে আবূ ইসহাকের তাদলীসের কারণে হাদীসটিকে যয়ীফ বলা হয়েছে। *(পৃষ্ঠা-১৮৪)*

২। শায়েখ লুকমান সালাফী তো আলবানী সাহেবের উক্তি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অপর একজন টীকাকার বলেন : শায়েখ আলবানীর বক্তব্য বড় আশ্চর্য জনক যেখানে তিনি এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সাধারণত : যে হাদীসের সনদের মধ্যেই আবূ ইসহাক থাকে তো সেই হাদীসকেই নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া হয় যে, এর সনদে আবূ ইসহাক আছে- যে ছিলো-মুদাল্লিস। অথচ আলবানী সাহেব হাদীসটিকে সহীহ বলে দিলেন।

আরো লক্ষণীয় যে, আবূ ইসহাকের স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আর এটা স্বয়ং আলবানী সাহেবের একটি বক্তব্যে পাওয়া যায়। "তাহকীকুল মিশকাত" ২৭২ নং পৃষ্ঠায় তিনি এই হাদীসটির ক্ষেত্রেই লেখেন: "আবূ দাউদ এর ইল্লত ওয়াকফ বলেছেন। আর এই হাদীসের মধ্যে মারফুআন ও মাওকূফান আবূ ইসহাক রয়েছে যার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।" *(আলকাওলুল মাক্‌বূল-৩৮৭)*

বুঝতেই পারলেন- আপনাদের উলামায়ে কেরামই কেবল না, বরং আপনাদের উৎসমুখ স্বয়ং আলবানী সাহেবও এই হাদীসের ব্যাপারে একাধিক কথা বলেছেন। সুতরাং যে হাদীস দিয়ে আপনি প্রমাণ দিবেন, আপনার মাসলাকী লোকেরাই যদি তার সহীহ হওয়ার ব্যাপারে একমত না হন তো আমরা এই প্রমাণ গ্রহণ করি কীভাবে?

স্মর্তব্য যে, শাইখুল হাদীস জানবায সাহেবও কিন্তু এই হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। *(সালাতুল মোস্তফা-১৭৩)*

তৃতীয়ত : এমন কোন রেওয়ায়াত কি আছে যে, রাসূল যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى সমস্বরে বলে ওঠতেন? কারণ স্বয়ং শাইখুল হাদীস জানবায সাহেব হাদীসটিকে যয়ীফ বলার পর বলেন, "যদিও ধরেও নেওয়া হয় যে, হাদীসটি সহীহ, তারপরো এর দ্বারা আমল করা সহীহ নয়। কেননা, এখানে এমন স্পষ্ট কোন ভাষা পাওয়া যায় না যা মুক্তাদীগণের سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

গাইরে মুকাল্লিদ : আপনি সবাইকে আটক করবেন। সূরা তীনের জওয়াবে এমন কোন কথাও তো হাদীসে নেই।

সুন্নী : কথা তো ঠিকই, তাহলে তোমরা তা বলো কেন?

গাইরে মুকাল্লিদ : কোন কিতাবের উদ্ধৃতি এ মূহুর্তে আমার স্বরণে নেই। অনুমতি হলে কিছু দিন পরে এর বিস্তারিত তথ্য দেওয়া যেত।

সুন্নী : কমিটির কাছে অনুমতি নিন।

সিদ্ধান্ত কমিটি : সব মাসআলায় এমন একদিন করে করে বিলম্ব হলে তো আর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। হ্যাঁ..... আলোচনা শেষ হোক- সুযোগ থাকলে না হয় কিছু সময় দিলাম।

গাইরে মুকাল্লিদ : আমরা সূরা তীনের জওয়াবে মূলত এটা বলে থাকি। ফতোয়া সাত্তারিয়্যা-তৃতীয় খণ্ড-৫৩ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- "ইমামের একতেদার কারণে মুক্তাদী এর উত্তর দিবে। এতে বারণ করার কোন দলীল তো পাওয়া যায় না। আর ইকবাল কীলানী সাহেব কিতাবুস সালাতের ৮৪ নং পৃষ্ঠায় হযরত আবূ হুরায়রার একটি রেওয়ায়াতও পেশ করেছেন। যেখানে সূরা তীনের জওয়াবে- بلى وانا على ذلك من الشاهدين বলার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে।

সুন্নী : এই ব্যাপারে আপনাদের শাইখুল হাদীস জানবায সাহেব বলেছেন- হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসটি যয়ীফ, দ্বিতীয়ত : এতে উত্তর দেওয়ার হুকুম শ্রোতাদের জন্য নয় বরং শুধু পাঠকের জন্য, তৃতীয়ত : হাদীসে এমন কোন স্পষ্ট ঘোষণা নেই যে, নামাযেও এই হাদীসের

উপর আমল করা হবে। দেখুন সালাতুল মোস্তফা-১৭৩ পৃষ্ঠা। এই একই কথা القول المقبول এর মধ্যেও রয়েছে, বরং সালাতুর রাসূলের টীকাকারদের তিনজনই এই হাদীস যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। *(দেখুন- হাশিয়াতু লুকমান সালাফী-১৩৪ পৃষ্ঠা, তাসহীলুল উসূল-১৮৪ পৃষ্ঠা, আলকৃওলুল মাকবূল-৩৮৮ পৃষ্ঠা।)*

গাইরে মুকাল্লিদ : এখন সূরা গাশিয়ার ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ এর জওয়াব সম্পর্কে বলুন। এখানে তো শিয়ালকোটী সাহেব ২১৬ নং পৃষ্ঠায় প্রমাণস্বরূপ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটা তো আপনারা মানতে বাধ্য।

সুন্নী : কথা যদি ন্যায্য হয়- দলীলপুষ্ট হয় তাহলে আমরা তোমাদের আগেই তার উপর আমল করতাম। কিন্তু তোমাদের শিয়ালকোটী সাহেব এখানেও তার দক্ষিণহস্তের কারিশমা দেখিয়েছেন।

গাইরে মুকাল্লিদ : আসলে তার প্রতি আপনার শুভ ধারণা নেই। যার কারণে তার কথা মেনে নিতে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

সুন্নী : জ্বি ..... তোমাদের সরলমনা লোকেরাই শিয়ালকোটীদের অন্ধ তাকলীদের শিকার হয়ে ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ছো- মিশকাতের যে রেওয়ায়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ দিয়েছেন তা হলো-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন নামাযে اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا বলতেন। তো এই হাদীসে সূরা গাশিয়ার জওয়াবে" এই কথাটি তোমরা কোথায় পেলে? তারপর মুক্তাদীদের উপরও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে তাই বা কোথায় আছে?

গাইরে মুকাল্লিদ : কথা সত্য, হাদীসে এমন কোন শব্দ নেই।

সুন্নী : সুতরাং শিয়ালকোটীকে কে এই স্বাধীনতা দিলো যে সে হাদীসের যাচ্ছেতাই তরজমা করবে? আর তোমরা একে দ্বীন মনে করে বিদ'আতের উপর আমল করছো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেনঃ যে আমাদের এই ধর্মে নব- আবিষ্কৃত কোন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য হবে। অথচ অতি আশ্চর্যের বিষয় রাসূল যা প্রত্যাখ্যাত বলে ঘোষণা দিলেন তোমরা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে!

সত্য স্বীকার করতেই হবে

শেষ পর্যন্ত আপনাদের আলেমরাও এ সত্য স্বীকার করেছেন যে, নামাযে সূরা গাশিয়ার শেষ শব্দ حِسَابَهُمْ এর পরে اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا পড়া কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামি, আর একগুয়েমী আপনাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, কার্যত আপনারা তা পরিত্যাগ করছেন না। দেখুন,

১. আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আলেমদের যৌথ প্রচেষ্টায় রচিত গ্রন্থ 'নামাযে নববীতে' লিখা আছে- 'সূরা গাশিয়ার শেষে اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا পড়ার কোন দলীল নেই। নবীজীর সুবিশাল হাদীসভাণ্ডারের কোন একটি হাদীসেও দূরতম ইশারা পাওয়া যায় না যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা গাশিয়ার পরে এ সকল বাক্য পড়েছেন।'

(পৃ. ১৬২)

২. আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মুখপাত্র তাফসীরে আহসানুল বয়ান- এ সূরা গাশিয়ার শেষ আয়াতের অধীনে লেখা আছে- 'এ কথা তো প্রশিদ্ধ যে, এই আয়াতের জবাবে اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا পড়তে হয়। কিন্তু আসল কথা হলো, এই দু'আ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তিনি বিভিন্ন সময়ে নামাযে এই দু'আ পড়তেন। কিন্তু এই আয়াতের জবাবে পড়ার কোন হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায় না।'

৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সূরা গাশিয়ার শেষে উপরোক্ত বাক্য পড়ার দলীল পেশ করা সহীহ নয়। কেননা এটা মারাত্মক পর্যায়ের যয়ীফ। *(সালাতুল মুস্তফা, পৃ.১৭৪)*

৪. আপনাদের সুপ্রশিদ্ধ গ্রন্থ 'সালাতুর রাসূল'-এর টীকালেখকও এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করতে সম্মত নন। তিনি লিখেন, 'হযরত

আয়েশা (রাযিঃ) এর হাদীস দিয়ে সূরা গাশিয়ার পরে اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا পড়ার দলীল পেশ করা কোনক্রমেই সহীহ নয়। কেননা এর মধ্যে দূরতম ইশারাও পাওয়া যায় না যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দু'আ সূরা গাশিয়া শেষ করে পড়েছেন। বরং এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর ভাষ্য হলো, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন নামাযে এই বাক্যগুলো পড়তে শুনেছি। আর এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি দু'আ হিসেবে এই বাক্যগুলো পড়েছেন।' *(আল কওলুল মাকবূল-৩৯১)*

যাই হোক, এ ব্যাপারে আমি বেশি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন। অন্যথায় সিদ্ধান্ত কমিটির চূড়ান্ত রায় প্রকাশের আবেদন করবো।

লা-মাযহাবী : আমার আরো কিছু বলার আছে। তবে এ জন্য আমি একদিন সময় চাচ্ছি।

সিদ্ধান্ত কমিটি: যদি প্রত্যেক বিতর্কেই একদিন করে সময় বাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তো আমাদের এ বিতর্ক অনুষ্ঠান অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমাদের হাতে এ পরিমাণ সময়ও নেই। এ বিষয়ে একটি সুরাহা করে নতুন বিষয় শুরু করতে হবে। তারপরো যখন আপনি আবেদন করেছেন, তো আপনাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দেয়া হলো।

এখনই ইনশাআল্লাহ আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তবে একটি কথা আমরা বলে দিচ্ছি, আপনাদের এমন সুস্পষ্ট কোন দলীল পেশ করতে হবে, যাতে জামা'আতের সহিত নামাযে উক্ত দু'আ পড়ার কথা থাকবে এবং ইমামের সাথে মুসল্লীরাও পড়েছেন তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

লা-মাযহাবী : বহুত বহুত শুকরিয়া।

দ্বিতীয় অধিবেশন

হানাফী ঃ আপনাকে খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত মনে হচ্ছে।

লা-মাযহাবী ঃ আরে বলবেন না আর, এই অল্প সময়ে কতো আলেমের সাথে সাক্ষাত করতে হয়েছে।

হানাফী ঃ তাহলে তো মনে হয় এবার অনেক দলীল প্রমাণ নিয়ে হাযির হয়েছেন। ঠিক আছে পেশ করুন।

লা-মাযহাবী ঃ (কপালের ঘাম মুছতে মুছতে) কী যে বলবো ভাই, এত খোঁজ অনুসন্ধানের পরও কোন সহীহ হাদিস পাইনি।

হানাফী ঃ ইনশাআল্লাহ কেয়ামত তক পাবেন না। আপনাদের আলেমরা দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৯৭ সালে এই সত্য স্বীকার করেছেন। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রমাণ্য গ্রন্থ নবীজীর নামায-এ লেখা আছে, আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ আছে যে, ইমাম সাহেব নির্দিষ্ট কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলে মুক্তাদিগণ উচুস্বরে তার জবাব দিয়ে থাকেন। এটা সহীহ নয়, কেননা এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস পাওয়া যায়নি। *(পৃ. ১৬১)*

২. আপনাদের শায়খুল হাদীস জনাব জানবায সাহেব এ ব্যাপারে লিখেছেন, উপরোক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা এ কথার দলীল পেশ করা যে, ইমাম সাহেব নির্দিষ্ট কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলে মুক্তাদিগণ উচুস্বরে তার জবাব দিবেন এটা সহীহ নয়। *(সালাতুর মুস্তফা, পৃ. ১৭৩)*

৩. সালাতুর রাসূল এর টীকাকার ডক্টর লোকমান সালাফী তার ২০০৩ সালের গবেষণা অনুযায়ী লিখেন, "উপরোক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা ইমামের নির্দিষ্ট কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলে মুক্তাদিগণের তার জবাব দেয়ার দলীল পেশ করা সহীহ নয়। কেননা প্রথমত এ সকল হাদিসের মধ্য থেকে কতকগুলি তো সঠিক সূত্রে বর্ণিত নয়। বাদ বাকী যেগুলো সহীহ সেগুলোর মধ্যেও মুক্তাদিদের জবাব দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। তবে পূর্বাপরের আলোচনা দ্বারা বুঝে আসে যে, এটা নামাযের বাইরের কথা। হ্যাঁ, যেসব আয়াতের জবাব দেয়া সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত সেগুলোর তেলাওয়াতের পরে জবাব দেয়া নিঃসন্দেহে জায়েয। কিন্তু উপমহাদেশে জবাব দেয়ার যে তরীকা প্রচলিত রয়েছে তার কোন দলীল পাওয়া যায় না। *(সালাতুর রাসূলের টীকা, পৃ. ১৩৫)*

৪. সালাতুর রাসূল এর অপর একজন টীকাকার তার ২০০০ সালের গবেষণা অনুযায়ী উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেন।

(আল কওলুল মাকবুল, পৃ. ৩৯০)

তবে তিনি আরেকটু বাড়িয়ে লিখেন, সারকথা আমাদের সমাজে যে ইমামের নির্দিষ্ট কিছু আয়াত তিলাওয়াত করার পর মুক্তাদিদের উচুস্বরে জবাব দেয়ার প্রচলন রয়েছে তা সহীহ নয়। কেননা এ ব্যাপারে কোন সরীহ সহীহ হাদিস পাওয়া যায় না। *(পৃ. ৩৯১)*

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আমাদের আলোচিত বিষয়ে আপনাদের আলেমদের এতো এতো সুস্পষ্ট উক্তি থাকার পরও হাদিস মানার নাম দিয়ে আপনারা তা চালিয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই না, বরং রীতিমত গলাবাজিও করছেন।

نہ وہ بدلا نہ تم بدلے نہ یاران سخن بدلے

میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کرلوں

এখনও যদি আপনার কিছু বলার থাকে বলতে পারেন। অন্যথায় সিদ্ধান্ত কমিটির চূড়ান্ত রায় শুনবো।

লা-মাযহবী ঃ হ্যাঁ, এখনই আমরা সিদ্ধান্ত কমিটির রায় শুনবো। তবে তার আগে "ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়ার" বরাতে একটি কথা বলতে চাই। তা হলো লেখক তাতে লিখেন, এ সকল মাসায়েলের ক্ষেত্রে পরস্পরে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি করা আদৌ সমীচীন নয়। আমরা শুধু বলতে চাই, যারা জবাব দিবে তারা অবশ্যই একটি ভালো কাজ করলো এবং তার সাওয়াবও পাবে। আর যারা জবাব দিবে না তারা সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। *(খন্ড-৩, পৃ. ৬৪)*

হানাফী ঃ এ পর্যন্ত একটি দলীলও পেশ করতে পারলেন না। এখন আবার কোন মুখে বলছেন যে, যারা জবাব দিবে তারা সাওয়াব পাবে, আর যারা জবাব দিবে না তারা সাওয়াব পাবে না। যখন দলীলের ক্ষেত্রে হেরে যান তখনই শুধু পরস্পরে মতানৈক্য না করার উপদেশ মনে পড়ে। আর কতকাল চলবে এই চালাকি?

সিদ্ধান্ত কমিটির চূড়ান্ত রায়

উভয়পক্ষের এ দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা শুনে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা হলো-

১. লা-মাযহাবী প্রতিনিধির দাবী ছিলো, জামাআতের নামাযে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এর জবাবে ইমাম এবং মুক্তাদি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এর স্বপক্ষে বুখারী-মুসলিম থেকে তিনি কোন হাদীস পেশ করতে পারেন নি। পরে তাকে সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য কিতাব থেকেও দলীল পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

২. হাকিম শিয়ালকোটী সাহেব এবং ডক্টর খানেওয়াল সাহেব নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার হীনস্বার্থে নবীজীর হাদীসের উল্টো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামা তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। আমার বড় আশ্চর্য লাগে, আজকালকার আহলে হাদীস হাকিমরা শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি নিজেদের অনুসারীদেরকে চিন্তানৈতিক চিকিৎসাও দিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের খবরও নেই।

رہ حیات میں جو بھٹک رہے ہیں ہنوز

بزعم خویش وہ اٹھے ہیں رہبری کے لئے

৩. লা-মাযহাবী প্রতিনিধি সূরা তীনের শেষে بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ পড়ারও কোন দলীল পেশ করতে পারেনি। বরং আহলে হাদীস উলামারা স্বীকার করেছেন যে, এর কোন দলীল নেই।

৪. এমনিভাবে জামাআতের নামাযে সূরা গাশিয়ার শেষে اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَّسِيْرًا পড়ারও কোন দলীল তিনি পেশ করতে পারেন নি। পরিশেষে তারা বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছেন যে, এগুলো একটাও সহীহ দলীল সমর্থিত নয়।

লা-মাযহাবীদের পরীক্ষা

হানাফী ঃ আমি, সিদ্ধান্ত কমিটির সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এখন আমি লা-মাযহাবী প্রতিনিধির সাথে একান্ত বন্ধুসূলভ কয়েকটি আবেদন করতে নাই। এতক্ষণ পর্যন্ত যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি সে বিষয়ে তো তিনি কোন দলীল পেশ করতে পারেন নি। সূতরাং এটাকে আমরা তাদের মনগড়া একটি রুসুম রেওয়াজ বলতে পারি। কিন্তু এখন আমি যে বিষয় গুলি উল্লেখ করতে চাচ্ছি সে বিষয়ে তাকে একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।

১। কয়েক বৎসর আগে আরব আজমের সকল আহলে হাদীস আলেম যৌথভাবে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করে সমস্বরে তার জবাব দেয়ার রীতি কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তার পরো আপনারা এ আমল পরিত্যাগ করেন নি। যা সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, আপনারা এ ব্যাপারে অন্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছেন। আবার হদিস মানার চটকদার বুলি আওড়িয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন। এটাকে আপনাদের গোঁগড়মি ছাড়া আর কী বলতে পারি।

২। যদি এটাকেই আপনারা সহীহ আমল বলে থাকেন তাহলে আপনাদের আগের নামাযের কী অবস্থা হবে যখন আপনারা এ আমল করেন নি।

৩। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও যখন আপনারা এ আমল করেই যাচ্ছেন তখন এটা আপনাদের হাদীস মানার আসল চেহারা প্রকাশ করে দেয়।

৪। যদি কেউ দলীল সমর্থিত কোন আমলের দলীল না জেনে তার উপর আমল করে তাহলে এটাকে আপনারা শিরিক বলে অভিহিত করেন। আর এখানে তো আপনাদের কোন দলীলই নেই এর পরো যখন আমল করে যাচ্ছেন তাহলে এটাকে কী বলবেন?

৫। হাদীসের উপর আমল করার দাবীদারদের সামনে হাদীসের সিদ্ধান্ত সামনে এসে গেছে। কিন্তু তারপরও আপনাদের মসজিদ গুলোতে এ আমল আপনারা বন্ধ করেন নি। কারণ আপনাদের জানা আছে এখন এটা বন্ধ করলে লোকদের সামনে আপনাদের হাদীস মানার

প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এখনো সময় আছে এ সকল দলীল বিহীন আমল বন্ধ করুন। অন্যথায় আগামী প্রজন্মের কাছে আপনারা চির ধিকৃত হয়ে থাকবেন।

লা-মাযহাবী ঃ আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ এ কথাগুলো আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছে। আসলেই এ ব্যাপারে আমাদেরকে আরো ফিকিরবান হওয়া উচিত। যখন আমাদের আলেম সমাজও একে দলীলহীন সাব্যস্ত করেছে তখন এর উপর আমল করে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। ইনশা'আল্লাহ আমি সাধ্যমত এটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লা-মাযহাবী এবং তাদের গলত হাওয়ালা

সুন্নী ঃ যদি কোন বক্তা তার শ্রোতাকে অথবা কোন লেখক তার পাঠককে কোন বিষয়ের ব্যাপারে কোন কিতাবের হাওয়ালা দেয় অথচ ঐ বিষয়টি উক্ত কিতাবে নেই তাহলে এমন হাওয়ালা ও তার হাওয়ালা দেনেওয়ালা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

লা-মাযহাবী ঃ আমি আমার মন্তব্য পেশ করার পূর্বে একটি ঘটনা শুনাবো যার দ্বারা এমন ব্যক্তির অবস্থা এমনিতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এক মুহাদ্দিস অনেক দূর সফর করে অন্য আরেক মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিখতে গেলেন। অনেক জিজ্ঞাস বাদ করার পর যখন তার নিকট পৌছলেন তখন দেখলেন যে তিনি একটি খালি পাত্র দেখিয়ে তার জানোয়ারটিকে ডাকছেন। জানোয়ারটি মনে করল যে তাকে খাবার দেয়া হবে। এই ভেবে যখন জানোয়ারটি তার নিকটে আসল তখন মুহাদ্দিস সাহেব খালি পাত্রটি ফেলে দিয়ে জানোয়ারটিকে ধরে ফেললেন। মুসাফির মুহাদ্দিস তার কাছ থেকে হাদীস শিখা ব্যতীত ফিরে আসতে লাগলেন। তখন লোকেরা বলল আপনি এত দূর সফর করে আসলেন অথচ হাদীস শিখা ব্যতীতই ফিরে চলে যাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন যে ব্যক্তি একটি জানোয়ারকে ধোকা দিতে পারে তার উপর কী বিশ্বাস আছে যে তিনি মানুষকে ধোকা দিবেন না?

আমিও মনে করি যে, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের ব্যাপারে কোন কিতাবের হাওয়ালা দেয় অথচ ঐ বিষয়টি উক্ত কিতাবে নেই তাহলে উপরে উল্লেখিত মুহাদ্দিসের মত তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না। সাথে সাথে তার অন্যান্য বয়ান বক্তৃতা ও লেখালেখির উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না। আর এই পদ্ধতিকে ইলমী খেয়ানত হিসেবে গণ্য করা হবে।

সুন্নী ঃ আপনাদের উলামায়ে আহলে হাদীসরা লোকদের নিকট নিজেদের ইলম ও মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাদীসের গলত হাওয়ালাও দিয়ে থাকেন, এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?

লা-মাযহাবী ঃ আমাদের নিকট সহীহ হাওয়ালার কোন ঘাটতি নেই। তাহলে আমরা গলত হাওলার উপর কেন নির্ভর করবো? আমরা

তো সর্বপ্রথম হাওয়ালা দিয়ে থাকি বুখারী শরীফের, তারপর মুসলিম শরীফ তারপর আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, সুনানে বাইহাকী, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম সহ আরো অনেক কিতাবের। যদি হাওয়ালা এক কিতাবে না থাকে তাহলে অন্য কিতাবে অবশ্যই থাকবে।

আর আমরা গলত হাওয়ালা কেন দিবো? আমরা তো তাহলে সহীহ আহলে হাদীস হতে পারবো না বরং ভ্রান্ত আহলে হাদীসে পরিণত হব। এছাড়াও এখানে বিষয়টি হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস নিয়ে, আর এক্ষেত্রে আমাদের উলামারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। গলত হাওয়ালা দেয়াকে আমরা ইলমী খিয়ানত মনে করে থাকি। যে আলেম ইলমী খিয়ানত করে তার বয়ান বক্তৃতা ও লেখালেখির উপর আমাদের বিশ্বাস উঠে যায়। আমাদের "নামাযে নববী" নামক গ্রন্থে গলত হাওয়ালাদেনেওয়ালাকে কাযেব (মিথ্যুক) সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুন্নী : আপনাদের উলামারা যে গলত হাওয়ালা দিয়েছেন তার কিছু নমূনা দেখুন।

বুখারী ও মুসলিমের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটি সাহেব তার সালাতে রসূল নামক গ্রন্থের ১৫৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আযানের শব্দগুলো দুইবার দুইবার করে বলবে। আর হাওয়ালা দিয়েছেন বুখারী ও মুসলিম শরীফের। এখন আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে উক্ত হাওয়ালাটি দেখাবেন কি?

লা-মাযহাবী ঃ অবশ্যই। অবশ্যই ..... কিন্তু কিভাবে বের করবো? শিয়ালকোটি সাহেব তো কোন পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করেননি। আর আযানের শব্দগুলো এই পদ্ধতিতে বুখারী শরীফেও পাচ্ছি না মুসলিম শরীফেও পাচ্ছি না। তিনি নিজেও একজন আমানতদার ব্যক্তি ..... আচ্ছা চলুন "আলকওলুল মাকবুল হাশিয়াতু সালাতুর রসূল" নামক গ্রন্থ দেখে নেই যা সিন্ধু সাহেব সালাতুর রসূলের ব্যাখ্যা হিসেবে লিখেছেন। এর মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা বের করা সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু তিনিও তো এক্ষেত্রে এসে কোন ব্যাখ্যা করেননি বরং

সালাতুর রসূলের মূল ইবারত থেকে বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালাকে মুছে দিয়েছেন। তিনি এটা কেন করলেন?... আচ্ছা ঠিক আছে। লুকমান সালাফী সাহেবের হাশিয়াটা দেখি, তিনি অবশ্যই এই হাওয়ালার ব্যাখ্যা করবেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য তিনিও এক্ষেত্রে এসে মূল কিতাবের ইবারত থেকে বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালাকে ফেলে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছিনা তিনিই বা এ কাজটি কেন করলেন?..... আচ্ছা আমার সর্বশেষ প্রচেষ্টা হল আমাদের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস যুবায়ের আলী সাহেবের তাসহীলুল উসূল নামক গ্রন্থ। মুহাক্কিক সাহেব কম্পিউটারের ন্যায় অবশ্যই এর হাওয়ালা খুজে বের করবেন। আলহামদুলিল্লাহ তিনি বেরও করেছেন। ওহ হো! তিনি তো একেবারে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিলেন একথা বলে যে, আযানের শব্দসমূহ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই। আমার এ বিষয়টি বোধগম্য হচ্ছেনা যখন একটি বিষয় সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নেই তাহলে শিয়ালকোটি সাহেব বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা কেন দিলেন। এখন আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সিন্ধু সাহেব ও সালাফী সাহেব এই খিয়ানতকে লুকানোর জন্য কিতাবের মূল ইবারত থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাওয়ালাকে ফেলে দিয়েছেন। অথচ কোন ব্যাখ্যাকারের জন্য লেখকের কোন লেখার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই।

সুন্নী ঃ যখন তোমাদের বিশ্বস্ত কিতাব (সালাতে রসূলের) এ অবস্থা তখন অন্যান্য লা-মাযহাবী লেখকদের কিতাবের উপর কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে?

(২) বুখারী ও মুসলিমের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটি সাহেব সালাতে রসূলের ১৫৪ নং পৃষ্ঠায় ইকামতের শব্দগুলোকে একবার একবার করে বলার কথা উল্লেখ করেছেন এবং হাওয়ালা দিয়েছেন বুখারী ও মুসলিম শরীফের। অনুগ্রহ করে উক্ত হাওয়ালাটি একটু দেখাবেন?

লা-মাযহাবী ঃ আপনি কি মনে করেছেন আযানের ক্ষেত্রে ইলমী খিয়ানত হয়েছে বলে ইকামতের ক্ষেত্রেও তাই হবে। এখনি আপনাকে

সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে হাওয়ালা বের করে দেখাচ্ছি। ..... প্রথমে লোকমান সালাফী সাহেবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বুখারী ও মুসলিমের পৃষ্ঠা নম্বর দেখে নিব তারপর সেই পৃষ্ঠাটি আপনাকে দেখাবো। ..... কিন্তু সালাফী সাহেবের ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৯১ নং পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইকামতের শব্দগুলোর কোন তাফসীল নেই। ..... আচ্ছা দেখি "আল কওলুল মাকবুল" নামক গ্রন্থে আছে কিনা। হয়তো সিন্ধু সাহেব সেখানে পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করেছেন। ....

কি আশ্চর্য! এখানেও দেখছি ২৮৮ নং পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে যে "বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইকামতের শব্দগুলোর তাফসীল নেই"। আমি এখনো নিরাশ হইনি। কেননা আমাদের মুহাক্কিক সাহেব তাসহীলুল উসূল নামক গ্রন্থে অবশ্যই এর হাওয়ালা খুঁজে বের করেছেন। ..... হায় আমার দূর্ভাগ্য তিনিও ১২১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইকামতের শব্দগুলোর তাফসীল বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই।

আমার এ কথাটি বুঝেই আসছেনা যে, যখন এই শব্দগুলোর তাফসীল বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই তাহলে শিয়ালকোটি সাহেব বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাওয়ালা কেন দিবেন।

সুন্নী ঃ তোমাদের আযান ও ইকামতের ভিত্তিই হল গলত হাওয়ালার উপর তাহলে নামায পর্যন্ত পৌছে কি তা সঠিক হয়ে যাবে?

(৩) বুখারী ও মুসলিম শরীফের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটি সাহেব তার কিতাবের ১৫৬ নং পৃষ্ঠায় حَيَّ عَلَى الْفَلَاح এরপর وَلَايستدر লিখে বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি একটু অনুগ্রহ করে এই শব্দ সহ বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালাটি দেখাবেন।

লা-মাযহাবী ঃ জনাব আপনি প্রত্যেক হাওয়ালার উপর একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করবেন না, এখনি লোকমান সালাফীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে দেখাচ্ছি। ..... কিন্তু তিনি তো ৯২ নং পৃষ্ঠায় বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে লিখেছেন যে, "লেখক সাহেব উক্ত রেওয়ায়াতকে বুখারী ও মুসলিমের দিকে নিসবত করেছেন। কিন্তু কোনটিতেই وَلَايستدر শব্দ

উল্লেখ নেই।" লোকমান সালাফী সাহেবের আরেকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ দেখে নেই। হয়তো সেখানে কোন নতুন তাহকীক পাওয়া যাবে ..... কিন্তু না এখানেও তিনি ২৯১ নং পৃষ্ঠায় বড় বড় করে লিখে দিয়েছেন যে "লেখক সাহেব উক্ত রেওয়ায়াতকে বুখারী ও মুসলিমের দিকে নিসবত করেছেন। অথচ তা সঠিক নয়, কেননা বুখারী মুসলিমের কোনটিতেই ولايستدر শব্দ নেই। আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন তৃতীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ (তাসহীলুল উসূল) দেখে নেই। সেখানে হয়তো হাওয়ালা উল্লেখ থাকবে। কিন্তু আফসোস এখানেও আমাকে নিরাশ করা হল। ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে "পূর্ণ রেওয়ায়াতটি বুখারী ও মুসলিমের পরিবর্তে আবূ দাউদে উল্লেখ রয়েছে এবং আবূ দাউদে لايستدر এর পরিবর্তে لم يستدر শব্দ রয়েছে। বুঝতে পারলাম না শিয়ালকোটি সাহেব আবূ দাউদের হাওয়ালার পরিবর্তে বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা কেন দিলেন? আর যখন আবূ দাউদের হাদীসে لم يستدر এর শব্দে রয়েছে তাহলে তিনি নিজের পক্ষ থেকে لايستدر লিখে হাদীসের মধ্যে তাহরীফ কেন করলেন?

সুন্নী ঃ তোমরা এমন লেখকদের কিতাব পড়ে অন্যের উপর ফতোয়া প্রয়োগ করছ, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছ, তাদেরকে ভ্রান্ত বলছ অথচ নিজেদের আসল ভুলকে ভুল বলেই স্বীকার করছ না।

(৪) মুসলিম শরীফের গলত হাওয়ালা

আচ্ছা শিয়ালকোটি সাহেব তার কিতাবের ১৫৭নং পৃষ্ঠায় আযানের ক্ষেত্রে ترجيع এর হাওয়ালায় হযরত আবু মাহযূরাহ (রাঃ) এর হাদীস নকল করেছেন। আর তা হল

القى على رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذين هو بنفسه فقال قل....

তারপর আযানের বাক্যগুলো লিখে সহীহ্ মুসলিমের হাওয়ালা দিয়েছেন। এখন আমি অনুরোধ করবো আপনি আমাকে উক্ত রেওয়ায়াতটি এই পদ্ধতিতেই সহীহ্ মুসলিম শরীফ থেকে দেখাবেন।

লা-মাযহাবী ঃ তাসহীলুল উসূলের ১২৪ নং পৃষ্ঠায় এই হাদীস বের করা হয়েছে এবং সেখানে সহীহ্ মুসলিমের ৩৭৯ নং হাদীসের কথা উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকে মূল হাওয়ালা পড়ে নিন এবং সমস্ত অভিযোগের দরজা বন্ধ করুন।

সুন্নী ঃ এটাতো দ্বিতীয় অংশের হাদীস বের করা হয়েছে। প্রথম অংশের নয়। এছাড়াও শিয়ালকোটি সাহেব اَللّٰهُ اَكْبَرُ চারবার লিখেছেন। অথচ এই হাদীসে (৩৭৯ নং হাদীস) দুইবার উল্লেখ রয়েছে। এমনিভাবে হাদীসের শব্দ ও শিয়ালকোটি সাহেবের শব্দ একই ধরনের নয়। তারপরও মুসলিম শরীফের হাওয়ালা তিনি কোন ভিত্তিতে দিলেন?

আচ্ছা ঠিক আছে রেওয়ায়াতের প্রথম অংশ অর্থাৎ

القى على رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذين هو بنفسه

হুবহু এই শব্দগুলো মুসলিম শরীফ থেকে দেখাবেন কি?

লা-মাযহাবী ঃ হুবহু এই শব্দগুলো তো সহীহ্ মুসলিম শরীফে নেই। জানিনা তারপরও কেন শিয়ালকোটি সাহেব মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। তবে লোকমান সালাফী সাহেব ৯৩ নং পৃষ্ঠায় বিশেষ দ্রষ্টব্য লিখে সমস্যার নিরসন করে গিয়েছেন এই ভাবে যে, শিয়ালকোটি সাহেব যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা মূল আবু দাউদের ৫০৩ নং হাদীস।

সুন্নী ঃ সমস্যার সমাধান হওয়ার পরও একটি সমস্যা রয়েই যায়। আর তা হল শিয়ালকোটী সাহেব আবু দাউদের রেওয়ায়াতকে মুসলিম শরীফের দিকে কেন নিসবত করলেন? আপনি এটাকে ইলমী আমানত মনে করবেন না কী ইলমী খিয়ানত মনে করবেন? এমন লেখকদের কিতাবের উপর কি ভরসা করা যায়? অপরদিকে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারের দিকে লক্ষ করুন তারা লেখকদের এই অবস্থাকে লুকানোর জন্য কত চেষ্টা করে চলেছেন।

(৫) বুখারী ও মুসলিমের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব রুকুর দুআতে

سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة

লিখে বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি উক্ত দুআটি বুখারী ও মুসলিম থেকে বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ একটু অপেক্ষা করুন আমি প্রথমে লোকমান সালাফীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে পৃষ্ঠা নম্বর জেনে নিব তারপর মূল কিতাব থেকে হাওয়ালা বের করে দেখাবো..... কিন্তু ১৩৮ নং পৃষ্ঠায় তো বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখা রয়েছে যে, শিয়ালকোটী সাহেব উক্ত হাদীসকে বুখারী ও মুসলিমের দিকে মানসূব করেছেন অথচ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই।

আচ্ছা সিন্ধু সাহেবের আল কওলুল মাকবুল নামক গ্রন্থ দেখে নিই.... কিন্তু তিনিও তো ৩৯৯ নং পৃষ্ঠায় একই কথা লিখেছেন, দাঁড়ান দাঁড়ান তৃতীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ "তাসহীলুল উসূল দেখে নিই। .... আমার বুঝেই আসছে না তিনিও দেখি তাদের মত একই কথা লিখেছেন যে, এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই।

শিয়ালকোটী সাহেব বলছেন উক্ত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে। আর এই তিন ব্যাখ্যাকার বলছেন নেই। এখন আমি কাকে মানবো আর কাকে ছাড়বো। আমরা আনুমানিক ষাট বছর পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় শিয়ালকোটী সাহেবকে মেনে চলছি। যদি তিনি সঠিক হয়ে থাকেন তাহলে ব্যাখ্যাকাররা ভুল করেছেন আর যদি ব্যাখ্যাকাররা সঠিক হয়ে থাকেন তাহলে এটা মানতে বাধ্য যে শিয়ালকোটী সাহেব সহ ষাট বছর পর্যন্ত তার অনুসারীরা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

সুন্নী ঃ কিন্তু জনাব এই বিভ্রান্তির দরজাতো বন্ধ হচ্ছে না। কেননা উল্লেখিত ব্যাখ্যাগুলো পড়নেওয়ালা শতকরা মাত্র কয়েকজন এবং তা বুঝতেও সক্ষম হল হাতে গোনা কিছু লোক। অধিকাংশইতো আজ পর্যন্ত শিয়ালকোটী সাহেবের সালাতে রাসূলকে বুকে ধারণ করে আছে। যার ব্যাপারে ২০০৫ সালে প্রকাশিত তাসহীলুল উসূল নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে, সালাতে রসূল কিতাবটি আজও গত শতাব্দীর প্রকাশিত কিতাব সমূহের মধ্যে প্রথম সারীর কিতাব হিসেবে গণ্য করা হয়।

ব্যাখ্যাগ্রন্থে একথা স্বীকার করেছেন যে হাদীসটি বুখারীতে নেই (পৃঃ ২১৯)।

এই উভয় হযরত মূল ইবারতের মধ্যে কোন প্রকার গড়মিল করেননি। বরং যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই উল্লেখ করেছেন।

লা-মাযহাবী ঃ পুরাতন লেখকদের ভুলের শাস্তি আমরা পঞ্চাশ বছর যাবত ভোগ করে আসছি। আর এখন নতুন লেখকরাও সেই পথেই চলছে। না জানি কত বছর পর্যন্ত আমাদের এ শাস্তি ভোগ করতে হয়।

সুন্নী ঃ জনাব আপনারা শাস্তি কোথায় ভোগ করলেন? এতকিছু হওয়া সত্বেও ২০০৫ সালে প্রকাশিত আপনাদের তাসহিলুল উসূল নামক গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, আজও সালাতুর রসূল কিতাবটি গত শতাব্দীর প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর লেখা কিতাব সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি কিতাব।

(৮) মুসলিমের গলত হাওয়ালা

আচ্ছা মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪৩৫ নং পৃষ্ঠায় নিম্নে উল্লেখিত দুআটি লিখে মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। দুআটি হল

اللهم اغفر لحينا وميتنا

আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি আপনি উক্ত দুআটি মুসলিম শরীফ থেকে বের করে দেখাবেন।

লা-মাযহাবী ঃ ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাকাররাতো আমাকে প্রত্যেকবার নিরাশ করেছে তাই আমি নিজেই মুসলিম শরীফ থেকে হাওয়ালা খুঁজে বের করবো। এই দুআটি অবশ্যই كتاب الجنائز এ থাকবে। .....

কিন্তু মুসলিম শরীফের كتاب الجنائز এ তো এই দুআটি পাচ্ছি না। ঠিক আছে দেখি তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে খুঁজে পাই কিনা। হয়তো সেখানে খোঁজ পেয়ে যাবো।

লোকমান সালাফী সাহেব তো ২৮৪ নং পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লিখে রেখেছেন যে, এই হাদীসটি মুসলিম শরীফে নেই এবং আল কওলুল মাকবুল নামক গ্রন্থের ৭০৮ নং পৃষ্ঠায়ও এই লিখা রয়েছে যে, এই হাদীসটি

মুসলিম শরীফে নেই। দেখি তাসহীলুল উসূলে কি লেখা রয়েছে? কিতাবের ২৫৪ নং পৃষ্ঠায় তো সালাতুর রসূলের মূল ইবারত অর্থাৎ সহীহ মুসলিমের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যায়তো দেখছি ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদের হাওয়ালা উল্লেখ রয়েছে।

আশ্চর্য তাসহীল ওয়ালা কিতাবের নাম লিখেছেন

تسهيل الوصول الى تخريج وتعليق صلاة الرسول

সুতরাং তার উচিত ছিল প্রথমে সালাতুর রসূলের হাদীস বের করবেন অর্থাৎ যদি হাদীস থাকে তাহলে তিনি হাওয়ালা উল্লেখ করবেন আর যদি না থাকে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিবেন। কিন্তু এখানেতো দেখছি তিনি লেখকের হাওয়ালা সম্পর্কে কোন কথা না বলে নিজ থেকেই হাদীস বের করেছেন।

সুন্নী ঃ আপনি এখন যে ব্যক্তির সমালোচনা করছেন তিনিই আপনাদের জ্ঞানীদের শিরোমনি ছিলেন। শুধু তাই নয় এক প্রফেসর সাহেব তো তাকে স্বনামধন্য মুহাক্কিক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যখন তার ইলমের দৌরাত্বের এ অবস্থা যা আপনি দেখছেন তখন অন্যান্য লা-মাযহাবীদের ইলমের অবস্থা আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন। তারপরও ভালো যে তিনি ২০০৫ সালের প্রকাশিত সালাতুর রসূলের ব্যাখ্যাগ্রন্থকে تعليق ও تخريج নাম দিয়েছেন। কেননা তিনি তো ১৯৯৮ সালে নামাযে নববী নামক কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন تخريج ও تحقيق করে। হয়তো তিনি তখন এটা উপলব্ধিই করতে পারেন নি যে, তার এই কাজটি কি তাহকীকের আওতাভুক্ত নাকি তাহকীক বহির্ভূত।

(৯) বুখারী ও মুসলিমের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪৪১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, জানাযা নামাযের তাকবীর ৪টি, ৫টি অথবা ৬টি পর্যন্ত বলা যেতে পারে। তিনি এর হাওয়ালা দিয়েছেন বুখারী ও মুসলিম শরীফের। এখন আপনি আমাকে বুখারী শরীফ থেকে ৫ তাকবীরের হাওয়ালা এবং বুখারী ও মুসলিম থেকে ৬ তাকবীরের হাওয়ালাটি দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ আমার বুখারীর নুসখায় তো ৫ ও ৬ তাকবীরের কথা উল্লেখ নেই এবং আমার মুসলিমের নুসখাতেও ৬ তাকবীরের কথা উল্লেখ নেই।

সুন্নী ঃ যদি আপনি শিয়ালকোটী সাহেবের সহীহ বুখারী ও মুসলিমের নুসখাও নিয়ে আসেন সেখানে তা খুঁজে পাবেন না।

এর জলন্ত প্রমাণ হচ্ছে আপনাদের লা-মাযহাবীদেরই আলেম লোকমান সালাফী তার কিতাবের ২৭ নং পৃষ্ঠায় এবং সিন্ধু সাহেব তার কিতাবের ৭১২ নং পৃষ্ঠায় একই কথা লিখেছেন। আর তা হল "শিয়ালকোটী সাহেব যে ৪, ৫ অথবা ৬ তাকবীরের জন্য বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা দিয়েছেন তা সঠিক নয়। কেননা ৫ তাকবীরের আলোচনা তো শুধু মুসলিম শরীফে রয়েছে, বুখারী শরীফে নেই আর ৬ তাকবীরের আলোচনা তো বুখারী ও মুসলিমের কোনটিতেই নেই।

বরং আপনাদের 'খাতেমায়ে ইখতেলাফ' নামক গ্রন্থের ৫৮নং পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ৬ তাকবীর বলার কোন সহীহ বা হাসান তরীকা নেই। যখন অবস্থা এমন তখন শিয়ালকোটী সাহেব বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা কেন দিবেন?

লা-মাযহাবী ঃ আমরা তো শিয়ালকোটী সাহেবকে অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী লেখক ও মুহাক্কীক আলেম মনে করতাম। কিন্তু তার এই ইলমী অবস্থাতো অন্য আরেকটি জিনিসের সাক্ষ্য বহন করছে।

সুন্নী ঃ যেহেতু আপনারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেঈনদের দ্বীনের বুঝ ছেড়ে দিয়ে চৌদ্দশত বছর পরের লোকদের বুঝের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছেন এবং তাদেরকে অনুসরণ করছেন তখন এসব কিছু হওয়াটা স্বাভাবিক। এত কিছুর পরও ২০০৫ সালে আপনারা তাসহীলুল উসূলে লিখেছেন সালাতুর রসূল কিতাবটি হাদীস এবং রেওয়ায়াতের সহীহ হওয়ার দিক দিয়ে সব ধরনের খারাবী থেকে মুক্ত এবং অন্যান্য কিতাবের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। যখন আপনাদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাবের এই অবস্থা তখন অন্যান্য কিতাবের কেমন অবস্থা হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

(১০) মুসলিমের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪৪০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "জানাযার নামাযে ইমামের জন্য কেরাআত ও অন্যান্য দু'আ উচ্চ শব্দে পড়া উচিত। আর হাওয়ালা দিয়েছেন মুসলিম শরীফের। আমাকে উক্ত হাওয়ালাটি মুসলিম শরীফ থেকে দেখাবেন কী?

লা-মাযহাবী ঃ এই যে দেখুন আমাদের তাসহীলুল উসূল ওয়ালা তার কিতাবের ৩৫৬ নং পৃষ্ঠায় হাওয়ালা খুঁজে বের করেছেন। আর তা হল সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৯৬৩।

সুন্নী ঃ এই হাদীসে তো শুধু দুআর কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শিয়ালকোটী সাহেব তো কেরাআত ও দুআ উভয়টিকে উচ্চস্বরে পড়ার কথা বলেছেন এবং মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। এখন আপনি আমাকে জানাযায় উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়তে হয় এই মাসআলাটি সহীহ মুসলিমের কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করে দেখাতে পারবেন কি?

লা-মাযহাবী ঃ আচ্ছা, আমি আগে দেখে নেই যে অন্যান্য ব্যাখ্যাকাররা কি লিখেছেন। ..... আশ্চর্য লোকমান সালাফী সাহেব তার কিতাবের ২৮৬ নং পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লিখে দিয়েছেন যে "জানাযার নামাযে উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়ার কোন ছহীহ রেওয়ায়াত মুসলিম শরীফে নেই। ..... আল কওলুল মাকবুলেও তো দেখি একই কথা লিখা রয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না যে, শিয়ালকোটী সাহেব উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়ার গলত নিসবত মুসলিম শরীফের দিকে করে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন না কি তা বরবাদ করতে চেয়েছিলেন?

(১১) বুখারী ও মুসলিমের গলত হাওয়ালা

সুন্নী ঃ শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৩৭৭ নং পৃষ্ঠায় তাহাজ্জুদ নামায শুরু করার দুআ লিখে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি হুবহু এই দুআটি বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে বের করে আমাকে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ অবশ্যই। এই যে দেখুন তাসহীলুল উসূলের ৩০৪ নং পৃষ্ঠায় এবং লোকমান সালাফী সাহেবের কিতাবের ২৪০ নং পৃষ্ঠায়

হাওয়ালা উল্লেখ করেছেন যে, বুখারী শরীফের ১১২০ নং হাদীস এবং সহীহ মুসলিমের ৭৬৯ নং হাদীস। সুতরাং এখন আপনি আর কিছু বলতে পারবেন না। কারণ হাওয়ালা আপনার সামনেই রয়েছে।

সুন্নী ঃ শিয়ালকোটী সাহেব যে দুআটি লিখেছেন সেই দুআটিকে যদি তার শব্দসহ হাদীসে বর্ণিত দুআর সাথে মিলান তাহলে শব্দের মধ্যে অনেক তারতম্য পাবেন।

লা-মাযহাবী ঃ হ্যাঁ শব্দের মধ্যে অনেক তারতম্য রয়েছে। সালাতুর রসূলে যে ইবারতে দুআটি লেখা রয়েছে হুবহু দুআর ঐ ইবারতটি বুখারী শরীফেও নেই, মুসলিম শরীফেও নেই।

সুন্নী ঃ আমি আশ্চার্যান্বিত হচ্ছি যে, তিনি হাওয়ালা দিয়েছেন বুখারী ও মুসলিম শরীফের কিন্তু বুখারী ও মুসলিম শরীফের ইবারত উল্লেখ করেননি এবং তিনি তার চিরাচরিত চরিত্র অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন অন্য আরেকটি কিতাবের। এভাবে কতদিন পর্যন্ত তার এ রহস্য লুকায়িত থাকবে?

(১২) মুসলিম শরীফের গলত হাওয়ালা

সুন্নী ঃ শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪০৩ নং পৃষ্ঠায় এস্তে খারার নামাযের বয়ানে নিম্নে উল্লেখিত দুআটি লিখেছেন এবং হাওয়ালা দিয়েছেন মুসলিম শরীফের। দুআটি হল

اللهم انى استخيرك بعلمك

আমাকে উক্ত দুআটি মুসলিম শরীফ থেকে বের করে দেখান। তবে এটা আপনার জানা থাকা দরকার যে, লোকমান সালাফী সাহেব তার কিতাবের ২৬০ নং পৃষ্ঠায় এবং আল কওলুল মাকবূলের ৬৫০ নং পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে এর (উল্লেখিত দুআর) হাদীসটি মুসলিম শরীফে নেই।

লা-মাযহাবী ঃ এই নিন জনাব দেখুন আমাদের তাসহীলুল উসূল ওয়ালা তার কিতাবের ৩২৯ নং পৃষ্ঠায় অনেক খোজা খুজির পর হাওয়ালা লিখেছেন যে সহীহ মুসলিম : باب ماجاء فى التطوع مثنى مثنى

(হাদীস নং ১১৪৬) এবার আপনার অন্য কোন প্রশ্ন থাকলে করুন।

সুন্নী ঃ অনুগ্রহ করে উল্লেখিত হাওয়ালাটি মুসলিম শরীফ থেকে একটু খুলে দেখান। কেননা যদি আপনাদের হাওয়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি তাহলে তো শিয়ালকোটী সাহেবের হাওয়ালার উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। কিন্তু একারণেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না যে আপনি ইতিপূর্বে তার অবস্থা দেখেছেন।

লা-মাযহাবী ঃ আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করতে চাচ্ছেন। আচ্ছা ঠিক আছে সব কিছু যেহেতু লিখাই আছে এখন শুধু কিতাবটি খুলে তার সাথে সম্পৃক্ত বাব ও হাদীসটি বের করলেই হল ..... আরে! সহীহ মুসলিমে তো এই বাবই নেই এবং ১১৪৬ নং হাদীসে উক্ত দুআর কোন গন্ধও নেই।

সুন্নী ঃ আপনি তো খুশিতে বাগবাগ হয়ে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে, মুসলিম শরীফে অবশ্যই হাদীসটি রয়েছে। অথচ বাস্তবে তার বিপরীত প্রমাণিত হল। জনাব আমি এখন চুপ থাকছি কিন্তু আপনিই একটু চিন্তা করে দেখেন যে, আপনাদের সম্মানিত লেখক ও ব্যাখ্যাকারগণ কাদেরকে ধোকা দিচ্ছে? আপনাদের নিজেদের অনুসারীদেরকেই ধোকা দিচ্ছে। একটি গোমরাহী লুকানোর জন্য হাজারো গোমরাহীকে সৃষ্টি করছে। এই অবস্থায় আপনারা সকলেই কোন না কোনভাবে তাদের সাথে শরীক। কেননা শিয়ালকোটী সাহেব যঈফ হাদীস পেশ করছেন, গলত হাওয়ালা দিচ্ছেন আর আপনারা এক্ষেত্রে তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন।

দেখুন আপনাদের সিন্ধু সাহেবই শিয়ালকোটী সাহেবের ব্যাপারে লিখছেন যে, তিনি তার কিতাবে অনেক যঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর কারণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মূলত যে পরিবেশে ছিলেন সেখানে সহীহ এবং যঈফ হাদীসের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য করা হত এবং যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা ও এর উপর আমল করার ক্ষেত্রে খুব একটা সতর্কতা অবলম্বন করা হত না। এজন্য আমরা তাকে মা'যূর মনে করছি। *(আল কওলুল মাকবূল পৃ-১৪)*

এছাড়াও শিয়ালকোটী সাহেবের ব্যাপারে তাসহীলুল উসূলের প্রকাশক ১৭নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যে যুগে এ কিতাবটি লেখা হয়েছিল সে যুগে তাহকীক ও তাখরীজের কাজ করা সহজ ছিল না যা আজকাল

কম্পিউটারের যুগে সহজ হয়ে গিয়েছে। এ কারণেই কিছু মাসআলা বয়ান করার ক্ষেত্রে মানবিক তাকাজার ভিত্তিতে লেখকের থেকে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে বর্তমান তাহকীকের ভিত্তিতে কোন কোন হাদীসে দুর্বলতার পাওয়া গিয়েছে। এসবগুলোকে পরিপূর্ণ জিম্মাদারীর সাথে অত্যন্ত সুচারুরূপে সংশোধন করে পাঠকদেরকে সঠিক পথের দিকে রাহনুমায়ী করা হয়েছে।

যদি অন্য কেউ এ ধরনের কোন ভুল করত তাহলে তার বিরুদ্ধে লিফলেট ছাপানো হত, বয়ান বক্তৃতা হত, ফতওয়া জারী করা হত। পক্ষান্তরে শিয়ালকোটী সাহেবের ব্যাপারে তার কোনটাই হয়নি।

আপনাদের নতুন লেখকেরা তো গলত হাওয়ালা পেশ করার ক্ষেত্রে শিয়ালকোটী সাহেবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে অথচ আপনারা তাদেরকে শুধু সমর্থনই করছেন না বরং তাদেরকে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, মাশহুর, মুহাক্কীকসহ আরো অনেক উপাধিতে ভূষিত করছেন।

লা-মাযহাবী ঃ আমার তো এমন মনে হচ্ছে যে আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে এবং আমি আমাদের পুরাতন ও নতুন লেখকদের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি।

(১৩) মুসলিম শরীফের গলত হাওয়ালা

সুন্নী ঃ শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪২৯ নং পৃষ্ঠায় রোগীর শুশ্রূষার দুআ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ লিখে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি আমাকে মুসলিম শরীফ থেকে উক্ত দুআটি দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ লোকমান সালাফী সাহেব তো তার কিতাবের ১২৭৯ নং পৃষ্ঠায় এবং সিন্ধু সাহেব আল কওলুল মাকবুলের ৬৯৬ নং পৃষ্ঠায় যে এই দুআটি সহীহ মুসলিম শরীফে নেই। আমি জানি না শিয়ালকোটী সাহেব তারপরও কেন মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন? ..... এটা হতে পারে যে আমাদের উলামারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুখারী ও মুসলিমের কথা বলেন এই ভিত্তিতেই বুখারীর পর অজান্তেই মুসলিমের নাম লিখে দেয়া হয়েছে।

সুন্নী ঃ বাহ, ভালোই বলেছেন। আপনাদের উলামারা যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফের নাম নিয়ে থাকেন এই জন্যই হয়তো পূর্বের ১২টি হাওয়ালা দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য কিতাবের নাম উল্লেখ করা ব্যতীত বুখারী ও মুসলিমের নাম লিখে দেয়া হয়েছে?

(১৪) বুখারী শরীফের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব ১৯৩ নং পৃষ্ঠায় بسم الله ..... والحمد لله তারপর امين লিখে ১৯৫ নং পৃষ্ঠায় বুখারী শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি আমাকে বুখারী শরীফ থেকে এই তিনটির হাওয়ালা বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ এখনই দেখাচ্ছি। তাসহীলুল উসূলের ১৫৮ নং পৃষ্ঠায় হাওয়ালা লিখা রয়েছে। আর তা হল বুখারী শরীফ হাদীস নং ৭৮০। এখনতো আর কোন সন্দেহ নেই?

সুন্নী ঃ অনুগ্রহ করে বুখারী শরীফের ৭৮০ নং হাদীস বের করে উল্লেখিত তিনটি জিনিস দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ আপনি অনেক সন্দেহ প্রবণ লোক। তাসহীলুল উসূলে হাওয়ালা উল্লেখ করার পর আর কোন তাহকীকের প্রয়োজন আছে নাকি। আচ্ছা তারপরও আপনার কথামত বুখারী শরীফের ৭৮০ নং হাদীসটি বের করছি..... আরে এখানে তো দেখছি শুধু امين এর কথা উল্লেখ রয়েছে। بسم الله ..... الحمدلله এর ব্যাপারে কোন কথা উল্লেখ নেই। আমি বুঝতে পারছিনা কেন আমাদের উলামারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে মুবারকের গলত হাওয়ালা দিচ্ছেন? সহীহ বুখারীকে তো উনারা বাচ্চাদের খেলনা বস্তুতে পরিণত করবেন।

দেখুন, দেখুন লোকমান সালাফী সাহেব ১১৯ নং পৃষ্ঠায় ৭৮০ নং হাদীসের সাথে ৭১০ নং হাদীসেরও হাওয়ালা দিয়েছেন। হয়তো এই তিনটি জিনিসের আলোচনা ৭১০ নং হাদীসে রয়েছে।

সুন্নী ঃ হয়তো হয়তো বলে লাভ নেই। এই নিন বুখারী শরীফ ৭১০ নং হাদীস বের করে দেখিয়ে দিন।

লা-মাযহাবী ঃ তাসহীলুল উসূল ওয়ালা তো এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেন কিন্তু লোকমান সালাফী সাহেব তো একজন ডক্টর এবং মদীনা ইউনিভার্সিটির ফাজেল। তার তাহকীককে আপনি ফেলতে পারবেন না। যাক তারপরও আমি দলীল পূর্ণ করার জন্য ৭১০ নং হাদীস খুলে দেখাচ্ছি। ..... আরে এই হাদীসের সাথে তো দেখছি উল্লেখিত তিনটি জিনিসের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে কেন ডক্টর সাহেব এমনটি করলেন?

সুন্নী ঃ জনাব আপনারা লা-মাযহাবীরা এমন সকল লোকদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছেন যারা কিনা বারবার আপনাদের বিশ্বাসকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করছে? আপনারা তাদের কিতাব পড়ছেন যারা কিনা আপনাদের চিন্তা ফিকিরের দ্বারা লাভবান হতে চাচ্ছে? আপনারা এমন ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়ছেন যারা একের পর এক গলত হাওয়ালা দিয়ে যাচ্ছেন।

(১৫) বুখারী শরীফের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪৫৮ নং পৃষ্ঠায় বজ্রবৃষ্টির দুআ বুখারীর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে হাওয়ালা দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

লা-মাযহাবী ঃ আপনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন করছেন যা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। যেহেতু লেখকগণ হাওয়ালার ক্ষেত্রে বুখারীর নাম লিখেছেন সুতরাং এর দ্বারা উদ্দেশ্য বুখারী শরীফই হবে অর্থাৎ উক্ত দুআটি বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে।

সুন্নী ঃ কিন্তু লোকমান সালাফী সাহেব সালাতুর রসূলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে সহীহ বুখারীর পরিবর্তে আদাবুল মুফরাদ এর হাওয়ালা দিয়েছেন।

(দেখুন হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফী ৩০৩ নং পৃ)

এখানে আশ্চর্যের বিষয় হল লোকমান সালাফী সাহেব এই অবস্থাকে লুকানোর জন্য মূল ইবারত থেকে বুখারীর নামই ফেলে দিয়েছেন। অন্য দিকে তাসহীলুল উসূল ওয়ালা তার কিতাবের ৩৭৩ নং পৃষ্ঠায় কিতাবের

মূল ইবারত থেকে বুখারীর নাম উল্লেখ না করে তিরমিযী শরীফের নাম উল্লেখ করেছেন এবং ব্যাখ্যাতেও তিরমিযী শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। মূল ইবারতের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তনের অধিকার তাকে কে দিয়েছে? এই ভুল ততক্ষণ পর্যন্ত ভুলই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মূল কিতাব অর্থাৎ সালাতুর রসূল এর ৪৫৮ নং পৃষ্ঠায় বুখারীর নাম উল্লেখ থাকবে।

লা-মাযহাবী ঃ আমি বুঝতে পারছিনা আমাদের লেখক এবং ব্যাখ্যাকারগণ আমাদেরকে কেন বিভ্রান্তিতে ফেলছেন?

সুন্নী ঃ জনাব এক হাতে তালী বাজে না। আপনাদের লেখক শিয়ালকোটী সাহেব এ সবকিছু করেছেন আর ২০০৫ সালে আপনারা তাকে সমর্থন করে বলেছেন যে, বিগত শতাব্দীর প্রকাশিত প্রথম সারীর কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব হলে সালাতে রসূল।

(১৬) বুখারী ও মুসলিমের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ১৭৪ নং পৃষ্ঠায় "মসজিদে নামায পড়নেওয়ালা আল্লাহ তাআলার ছায়ার নিচে থাকবে" এই শিরোনামে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি আমাকে বুখারী ও মুসলিম থেকে উক্ত হাওয়ালাটি বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ দেখুন, হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফীর ১০৫ নং পৃষ্ঠায় এবং আল কওলুল মাকবূলের ৩১৯ নং পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে, বুখারী হাদীস নং ১৫৬০ এবং মুসলিম শরীফের হাদীসেরও তাখরীজ করা হয়েছে। এমনকি তাসহীলুল উসূল ওয়ালা ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় বুখারী ও মুসলিমের হাওয়ালা দিয়েছেন।

সুন্নী ঃ এ সমস্ত হাওয়ালা সম্পর্কে আমারও জানা আছে। আপনি আপনাদের কিতাবের তাখরীজ না দেখিয়ে হাদীসের মূল ইবারত বুখারী ও মুসলিম থেকে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ এখনই দেখাচ্ছি ..... কিন্তু শিয়ালকোটী সাহেবের হাদীসের ইবারত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ইবারতের সাথে মিলছে না। তাহলে শিয়ালকোটী সাহেব কিভাবে তার হাওয়ালা দিলেন?

এবং ব্যাখ্যাকারগণ কোন প্রকার ব্যাখ্যা করা ছাড়াই বুখারী ও মুসলিমের তাখরীজ করে কেন চুপ রইল?

(১৭) বুখারীর গলত হাওয়ালা

সুন্নী ঃ শিয়ালকোটী সাহেব বাচ্চাদের জানাযার নামাজের দুআ লিখেছেন। অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّاَجْرًا

এবং বুখারী শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। এখন আপনি আমাকে পূর্ণ দুআটি বুখারী শরীফ থেকে দেখান যেখানে ذُخْرًا শব্দটিও থাকবে।

লা-মাযহাবী ঃ এই যে দেখুন লোকমান সালাফী সাহেব বুখারীর শরাহ ফাতহুল বারীর ২০৩৩ নং পৃ এবং তাসহীলুল উসূলে বুখারীর ৬৫ নং বাবের হাওয়ালা দিয়েছেন। সাথে সাথে সেখানে কোন আলোচনা করেননি। যদি সেখানে ذُخْرًا শব্দটি নাই থাকতো তাহলে আমাদের আলেমগণ অবশ্যই স্পষ্ট করে দিতেন।

সুন্নী ঃ আপনি রাগান্বিত হবেন না। এই নিন সহীহ বুখারী শরীফ আমাকে এই শব্দটি বের করে দেখান?

লা-মাযহাবী ঃ এখনই দেখাচ্ছি। যেন আপনার সন্দেহ দূর হয়ে যায়। ..... আরে সহীহ বুখারীর দুআতে তো وَذُخْرًا শব্দটি নেই। আমি বুঝতে পারছি না শিয়ালকোটী সাহেব কি হাওয়ালা দেয়ার সময় বুখারী শরীফ দেখেন নি? বেশি আশ্চার্যান্বিত হচ্ছি ব্যাখ্যাকার লোকমান সালাফী সাহেব এবং তাসহীলুল উসূল ওয়ালার উপর এই কারণে যে, তারাও বুখারী শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন কিন্তু বুখারী শরীফে ذُخْرًا শব্দটি নেই।

সুন্নী ঃ অথচ ২০০০ সালে সিন্ধু সাহেব স্পষ্ট করে গিয়েছিলেন যে বুখারীতে وَذُخْرًا শব্দটি নেই। আর উপরে উল্লেখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ দুটি সিন্ধু সাহেবের লিখার পরই হয়েছে।

(১৮) বুখারীর গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৩২২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে "পুরুষের জন্য নামাযে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত এবং উভয় কাঁধ ঢেকে রাখা আবশ্যক আর মহিলাদের জন্য চেহারা এবং উভয় হাতের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর এমনকি পায়ের টাখনুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা আবশ্যক" এবং হাওয়ালা দিয়েছেন বুখারী শরীফের। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে উক্ত হাওয়ালাটি দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ আপনি আমাকে বুখারী শরীফের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন করছেন? আমি মূল ইবারত তাসহীলুল উসূলের ২৬০ নং পৃষ্ঠা থেকে হাওয়ালা সহ দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, "পুরুষের জন্য নামাযে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা আবশ্যক। (الحمام باب النهى عن التعرى হাদীস নং ৪০১৪ আবূ দাউদ) এবং উভয় কাঁধ ঢেকে রাখা আবশ্যক

(الصلاة باب اذا صلى فى ثوب واحد হাদীস নং ৩৫৯ সহীহ বুখারী)

আর মহিলাদের জন্য চেহারা ও উভয় হাতের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর এমনকি পায়ের টাখনুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা আবশ্যক

(الصلاة باب فى كم تصلى المرأة فى الثياب হাদীস নং ৩৭২ বুখারী)

এখন আপনি খুশি হয়েছেন তো?

সুন্নী ঃ তাসহীলুল উসূল ওয়ালা তো সমস্যাটা আরো বাড়িয়ে দিল কেননা-

(১) সালাতুর রসূলের মূল কিতাবে এবং সিন্ধু সাহেব ও লোকমান সালাফী সাহেবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে পূর্ণ ইবারতকে বুখারী শরীফের দিকে নিসবত করা হয়েছে। এতে আবূ দাউদের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তাসহীল ওয়ালা আবূ দাউদের কথা বৃদ্ধি করে তাহরীফ করেছেন।

(২) এছাড়া নামাযে পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা আবশ্যক। এর হাওয়ালার ক্ষেত্রে আবূ দাউদের ৪০১৪ নং হাদীসের হাওয়ালা দেয়া হয়েছে। অথচ এই হাদীসে নামাযের কথাই উল্লেখ নেই। সাথে সাথে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত এই কথারও স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

(৩) মহিলাদের জন্য চেহারা এবং উভয় হাতের তালু ব্যতীত পূর্ণ শরীর ঢেকের রাখা আবশ্যক। এর হাওয়ালার ক্ষেত্রে তাসহীল ওয়ালা বুখারীর ৩৭২ নং হাদীস উল্লেখ করেছেন। অথচ এই হাদীসে উল্লেখিত ইবারতই নেই। এই কারণেই সিন্ধু সাহেব এই হাদীস নম্বর উল্লেখ করে লিখেছেন যে, যদি লেখকের উদ্দেশ্য এই হাদীসই হয়ে থাকে তাহলে এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে দলীল পেশ করা হয়নি বলতে হবে।

(আল কওলুল মাকবুল ৫২৫)

(৪) উল্লেখিত পূর্ণ ইবারত ও বুখারী শরীফের হাওয়ালার ব্যাপারে সিন্ধু সাহেব তার কিতাবের ৫২৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, লেখক শিয়ালকোটী সাহেব এখানে হাওয়ালা দেয়ার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের গাফলতির পরিচয় দিয়েছেন। কেননা বুখারী শরীফে শুধু কাঁধ ঢেকে রাখার কথা উল্লেখ রয়েছে।

জনাব আপনারা ইংরেজদের থেকে 'আহলে হাদীস' এ নামটি রেজিস্টার্ড করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের সাথে বিশেষ করে বুখারী শরীফের হাদীসের সাথে এ কেমন আচরণ করছেন?

(১৯) নাসাঈ শরীফের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ১৪৬ নং পৃষ্ঠায় উম্মে ফারওয়ার রেওয়ায়াতটি অর্থাৎ الصلاة لاول وقتها উল্লেখ করে মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী এবং বুখারী শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি আমাকে উক্ত রেওয়ায়াতটি বুখারী শরীফ থেকে বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ ২০০৫ সালের কম্পিউটারাইজড তাহকীক ওয়ালার কিতাব তাসহীলুল উসূল দেখে নিচ্ছি। ..... আশ্চর্য এখানে তো ১১৪ নং পৃষ্ঠায় সালাতুর রসূলের মূল ইবারতে নাসাঈ শরীফের কথা উল্লেখ নেই।..... আমি তাসহীলুল উসূল ওয়ালার কোন কথার উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করবো না। কেননা তিনি ব্যাখ্যা লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু একের পর এক কিতাবে তাহরীফ করে চলেছেন এবং এখানেও তাই করেছেন। অথচ লোকমান সালাফী সাহেব এবং সিন্ধু সাহেবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে মূল কিতাব সহ 'নাসাঈ' শব্দও উল্লেখ রয়েছে।

তবে লোকমান সালাফী সাহেব তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৮৫ নং পৃষ্ঠায় নাসাঈর হাওয়ালা পেশ করেননি এবং সিন্ধু সাহেব আল কওলুল মাকবূলের ২৭০ নং পৃষ্ঠায় বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে লিখেছেন যে, লেখক অর্থাৎ শিয়ালকোটী সাহেব উক্ত হাদীসকে নাসাঈ শরীফের দিকে মানসূব করেছেন। কিন্তু হাদীসটি নাসাঈ শরীফে নেই।

জানি না শিয়ালকোটী সাহেব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ব্যাপারে কেন এমন অসতর্ক।

সুন্নী ঃ তিনি তো যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। আপনি আপনাদের তাসহীলুল উসূল ওয়ালকে প্রশ্ন করেন তিনি কেন কিতাবের মধ্যে তাহরীফ করলেন?

(২০) সিহাহ্ সিত্তার তেরটি গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ১৩৬ নং পৃষ্ঠায় নামাযের নজীরবিহীন ২৫টি সৌন্দর্যের কথা লিখে সিহাহ সিত্তার হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি আমাকে এই ২৫টি সৌন্দর্য সিহাহ সিত্তা থেকে বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ আপনি আমাকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে কেন সীমাবদ্ধ করছেন? তাসহীলুল উসূলের ১০৮ নং পৃষ্ঠায় মূল ইবারতের মধ্যে كتب صحاح وغيرها শব্দ উল্লেখ রয়েছে।

সুন্নী ঃ শিয়ালকোটী সাহেবের মূল কিতাব "সালাতুর রসূল" গত শতাব্দী থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং এর উপর সিন্ধু সাহেব ও লোকমান সালাফী সাহেবের ব্যাখ্যাগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক আপনি আমাকে সালাতুর রসূলের মূল কিতাব থেকে وغيرها শব্দটি দেখান?

লা-মাযহাবী ঃ আরে বাস্তবেই তো দেখছি যে এই কিতাবের প্রত্যেক এডিশনে শুধু সিহাহ সিত্তার কথা উল্লেখ রয়েছে وغيرها এর কথা উল্লেখ নেই। وغيرها এই শব্দটি তাসহীলুল উসূল ওয়ালা বৃদ্ধি করেছেন। তিনি তো একজন জ্ঞানীলোক। আমাদের মত সাধারণ লোকেরাও জানেন যে, একজন ব্যাখ্যাকারের জন্য ব্যাখ্যা লেখার অধিকার রয়েছে। কিন্তু মূল

কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন করার অধিকার নেই। তারপরও তিনি এই তাবদীল এবং তাহরীফ কেন করলেন?

সুন্নী ঃ তোমরা লা-মাযহাবীরাও কেমন যে তোমাদের খতীব এবং সাহিত্যিকরা তোমাদের সাথে ধোকাবাজী করছে? আর তোমরা চোখ বন্ধ করে সবকিছু সহ্য করে যাচ্ছো?

মূলত এই পঁচিশটি সৌন্দর্যের মধ্যে শুধুমাত্র বারটি কুতুবে সিত্তা দ্বারা প্রমাণিত। বাকী তেরটি কুতুবে সিত্তার কোথাও নেই। যেমনটি বলেছেন সিন্ধু সাহেব, লেখক শিয়ালকোটী সাহেব নামাযের নজীরবিহীন সৌন্দর্য শিরোনামে পঁচিশটি হাদীস নকল করেছেন এবং নকল করার পূর্বে ও পরে সিহাহ সিত্তার হাওয়ালা দিয়েছেন, অথচ এর মধ্যে থেকে তেরটি হাদীসই কুতুবে সিত্তায় নেই।

কি পরিমাণের আফসোসের বিষয় যে এই পঁচিশটি হাদীসের মধ্য থেকে প্রথম হাদীসটিই কুতুবে সিত্তায় নেই।

সিন্ধু সাহেব তার কিতাবে লিখেছেন, পঁচিশটি হাদীসের মধ্য থেকে তেরটি হাদীস কুতুবে সিত্তায় উল্লেখ নেই। অপরদিকে লোকমান সালাফী সাহেব তার কিতাবের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, পঁচিশটি হাদীসের মধ্য থেকে তেরটি হাদীস কুতুবে সিত্তায় উল্লেখ রয়েছে। অথচ তারা উভয়ই মদীনা ইউনিভার্সিটির ফাযেল। যদি তারা কোন সময় একসাথে বসে একমত হয়ে যেতেন তাহলে কিতাবের পাঠকদের জন্য আর কোন সমস্যা হত না।

মোটকথা, মূল গলতীকে লুকানোর জন্য এম.এ পাশ যাহাবী সাহেব তার কিতাবের মূল ইবারতের মধ্যে وغيرها শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি না বরং আপনি নিজেই পাকিস্তানের কোন লা-মাযহাবীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন যে, শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ইবারতের মধ্যে সিহাহ সিত্তার পর وغيرها শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন কিনা?

আর লেখকের এই গলতীকে লুকানোর জন্য ব্যাখ্যাকারগণ এধরনের কাজ কেন করলেন?

সারকথা হল উপরে উল্লেখিত চারজন লা-মাযহাবী আলেমদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের তাহকীকই ভিন্ন ভিন্ন।

(১) শিয়ালকোটী সাহেব বলছেন উল্লেখিত পঁচিশটি হাদীসই সিহাহ সিত্তায় রয়েছে।

(২) সিন্ধু সাহেব বলছেন এর মধ্য থেকে তেরটি হাদীস সিহাহ সিত্তায় নেই।

(৩) লোকমান সালাফী সাহেব বলছেন এর মধ্য থেকে তেরটি হাদীস সিহাহ সিত্তায় রয়েছে।

(৪) আর তাসহীলুল উসূল ওয়ালা এই মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য তার কিতাবের মূল ইবারতের মধ্যে কুতুবে সিহাহ এর পর وغيرها শব্দটি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। যেন পঁচিশটি হাদীসের হাওয়ালাই সঠিক হয়ে যায়। এখন ভাননূর নামক এলাকায় এই চারজন আলেমদের অনেক অনুসারী রয়েছে। সেখানকার হাজার হাজার পাঠকগণ যখন তাহকীকের সাথে তাদের কিতাবসমূহ পড়বেন তখন এই মতানৈক্যের খাদে পড়ে তাদের কি অবস্থা হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

(২১) তিরমিযী শরীফের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪৫৭ নং পৃষ্ঠায় চাঁদ দেখার দুআ অর্থাৎ والتوفيق لما تحب وترضى লিখে তিরমিযী শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। আপনি আমাকে এই শব্দের সাথে দুআটি তিরমিযী শরীফ থেকে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ আলোচনায় অনেক নতুন নতুন বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে এবং আমিও সর্বপ্রথম এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত হচ্ছি। কিন্তু যেহেতু আমাদের আলোচনার মজলিসটি যথেষ্ট লম্বা হয়ে গিয়েছে একারণে কিছুটা ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে। তাই আমি অনুরোধ করবো যে, বাকী আলোচনা পরবর্তী মজলিস পর্যন্ত স্থগিত করা হোক অথবা সংক্ষিপ্তভাবে বাকী আলোচনা পুরা করা হোক।

সুন্নী ঃ আচ্ছা সংক্ষিপ্তভাবেই হবে। আর তা হল والتوفيق لما تحب وترضى এর ব্যাপারে লোকমান সালাফী সাহেব তার কিতাবের ৩০৩ নং পৃষ্ঠায় এবং আল কওলুল মাকবুলের ৭৫৫ নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে যে, এই শব্দসহ দুআটি তিরমিজীর দিকে নিসবত করা সহীহ নয়। অপরদিকে তাসহীলুল উসূল ওয়ালা এই গলতীর উপর পর্দা ফেলার

জন্য তার কিতাবের মূল ইবারত থেকে والتوفيق لما تحب وترضى এর শব্দকে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু এই গলতি ততক্ষণ পর্যন্ত গলতই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত শিয়ালকোটী সাহেবের সালাতুর রসূলের ৪৫৭ নং পৃষ্ঠায় এই শব্দগুলো তিরমিযী শরীফের দিকে নিসবত করা থাকবে।

লা-মাযহাবী ঃ আমি বুঝতে পারছি না যে শিয়ালকোটী সাহেব এরূপ গলত হাওয়ালা কেন দিচ্ছেন এবং তাসহীলুল উসূল ওয়ালাই বা এই গলতীকে কেন লুকাতে চাচ্ছেন?

(২২) নাসাঈ শরীফের গলত হাওয়ালা

সুন্নী ঃ শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৭৬০নং পৃষ্ঠায় ঘরে প্রবেশের দুআ লিখে নাসাঈ শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন অথচ হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফী এবং আল কওলুল মাকবূল নামক গ্রন্থে লিখা রয়েছে যে, লেখক শিয়ালকোটী সাহেব এই হাদীসকে নাসাঈ এর দিকে নিসবত করেছেন অথচ হাদীসটি নাসাঈ শরীফে নেই।

লা-মাযহাবী ঃ আমি জানিনা শিয়ালকোটী সাহেব কেন এমন করছেন?

সুন্নী ঃ এত কিছুর পরও একজন প্রফেসর তাসহীলুল উসূলে লিখেছেন যে "উর্দু ভাষায় নামাযের বিষয় লিখা বিশটি কিতাবের মধ্যে সালাতুর রসূল কিতাবটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য"। যখন আপনাদের সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য কিতাবের এই করুণ দশা তখন বাকী কিতাবগুলোর অবস্থা কেমন হবে?

(২৩) হিসনে হাসীনের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪৭৪ নং পৃষ্ঠায় একটি দুআর ক্ষেত্রে " وضلع الدين " শব্দ উল্লেখ করে হিসনে হাসীনের হাওয়ালা দিয়েছেন অথচ এ ব্যাপারে হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফীতে ৩১২ নং পৃষ্ঠায় এবং আল কওলুল মাকবূলের ৭৭৬ নং পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে হিসনে হাসীন কিতাবে উক্ত দুআটির শেষে " وضلع الدين " শব্দ উল্লেখ

নেই। এদিকে তাসহীলুল উসূল ওয়ালার কারসাজী দেখুন তিনি তার কিতাবের ৩৭১ নং পৃষ্ঠায় "وضلع الدين" শব্দকেই ফেলে দিয়েছেন।

লা-মাযহাবী ঃ শিয়ালকোটী সাহেব এত কিছুর পরও কেন এই শব্দ বৃদ্ধি করলেন? এবং তাসহীলুল উসূল ওয়ালা কেই বা এই পরিবর্তন করার অধিকার কে দিয়েছেন?

(২৪) হিসনে হাসীনের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৪৫৫ নং পৃষ্ঠায় সাওয়ার হওয়ার দুআ উল্লেখ করে হিসনে হাসীনের হাওয়ালা দিয়েছেন। অথচ এ ব্যাপারে হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফীর ৩০২ নং পৃষ্ঠায় এবং আল কওলুল মাকবূলের ৭৫২ নং পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে "লেখক উক্ত দুআর শুরুতে الحمد لله। এরপর যে শব্দ উল্লেখ করেছেন তা হাদীসে নেই"।

লা-মাযহাবী ঃ এতদসত্বেও আমাদের লোকেরা এই সালাতুর রসূল কিতাবটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য, খারাবী থেকে মুক্ত এবং নজীরবিহীন কিতাব কেন সাব্যস্ত করছেন?

(২৫) মুয়াত্তার গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ২০৭ নং পৃষ্ঠায় নামাযের মাসনূন কেরাআতের অধিনে আমর ইবনে শুআইব (রাঃ) এর হাদীস নকল করেছেন এবং হাওয়ালা দিয়েছেন মুয়াত্তা এর। আপনি আমাকে উক্ত হাদীসটি মুয়াত্তা থেকে বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ জী অবশ্যই দেখাচ্ছি। ..... কিন্তু সালাতুর রসূলের তিনো ব্যাখ্যাকার তো একই কথা লিখেছেন যে "এই হাদীসটি মুয়াত্তায় নেই, বরং আবূ দাউদে উল্লেখ রয়েছে"। *(দেখুন হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফীর ১২৮ পৃ:), (আল কওলুল মাকবূল ৩৭৭ পৃ:), (তাসহীলুল উসূল ১৭৯ পৃ:)*

সুন্নী ঃ যাদের হাওয়ালা এই পরিমাণে গলত তাদের কিতাবের উপর আমল করনেওয়ালা কিভাবে সহীহ হবেন?

(২৬) ইবনে মাজার গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ২৬৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে "উভয় সিজদার মাঝে বসাবস্থায় رَبِّ اغْفِرْلِىْ তিনবার পড়বে" এবং হাওয়ালা দিয়েছেন ইবনে মাজাহ এর। অথচ এই কিতাবের তিনো ব্যাখ্যাকার এ ব্যাপারে একমত যে ইবনে মাজাহতে দুইবারের কথা উল্লেখ রয়েছে। *(দেখুন হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফী ১৬৫ পৃ:, আল কওলুল মাকবূল ৪৪৩ পৃ: এবং তাসহীলুল উসূল ২২৪ পৃ:)*

যে লেখকগণ হাদীসের ব্যাপারে এত অসতর্ক যে দুই এর পরিবর্তে তিন লিখে ফেলেন তাদের কিতাবের উপর আমলকরণেওয়ালা কত অসতর্ক হবে?

লা-মাযহাবী ঃ বাস্তবেই এটা চরম পর্যায়ের অসতর্কতা, তাও কিনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ব্যাপারে।

সুন্নী ঃ আপনারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর কথা, কাজ এবং বুঝের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে চৌদ্দশত বছরের পরের এমন কিছু লোকদেরকে অনুসরণ করছেন যাদের ইলমী যোগ্যতা আপনাদের সামনে স্পষ্ট।

(২৭) তিরমিযী শরীফের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৮২ নং পৃষ্ঠায় সুন্নত তরীকায় পূর্ণ উয নাম্বার সহ উল্লেখ করেছেন এবং নাম্বারটির ক্ষেত্রে তিরমিযী শরীফের হাওয়ালা দিয়েছেন। অথচ তাসহীলুল উসূল এর ৬৬ নং পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লিখা রয়েছে যে "তিরমিযী শরীফে এই অর্থের কোন হাদীসই নেই" আর আল কওলুল মাকবূলের ১৭০ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে যে "তিরমিযী শরীফে আমি এধরনের কোন হাদীস পাইনি"।

লা-মাযহাবী ঃ আমাদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাবে এত গলত হাওয়ালা কিভাবে এল? আমার তো এখন এই কিতাবের উপর থেকে বিশ্বাসই উঠে যাচ্ছে। অথচ তাসহীলুল উসূলের ১৬ নং পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে সালাতুর রসূল কিতাবটি নামাযের বিষয়ের উপর লিখা কিতাব সমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য কিতাব।

(২৮) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর দিকে গলত নিসবত

সুন্নী ঃ শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৩৮২ নং পৃষ্ঠায় তারাবীহ এর বিষয় লিখেন যে "হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরও এই পদ্ধতি জারী ছিল"। অথচ হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফীর ২৪৩ নং পৃষ্ঠায় এবং আল কওলুল মাকবূলের ৬০৯ নং পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লিখা রয়েছে যে, উল্লেখিত উক্তিটি হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) এর নয়। বরং হযরত যুহরী (রঃ) এর যা মালেক এবং বুখারী (রঃ) এর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়।

লা-মাযহাবী ঃ বুঝতে পারছিনা আমাদের মুহাদ্দিসগণ এত অসতর্ক কেন?

সুন্নী ঃ জী মুহতারাম কথায় আছে "বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয়"।

(২৯) আবূ দাউদ শরীফের গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ২৯০নং পৃষ্ঠায় হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) এর রেওয়ায়াতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ লিখে আবূ দাউদের হাওয়ালা দিয়েছেন অথচ আল কওলুল মাকবূলের ৪৬৮ নং পৃষ্ঠায় এবং তাসহীলুল উসূলের ২৪২ নং পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে, আবূ দাউদের রেওয়াতে وَبَرَكَاتُهُ শব্দটি নেই।

লা-মাযহাবী ঃ আমিতো নিজেই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি যে, যখন আবূ দাউদের হাদীসে এই শব্দটি নেই তখন শিয়ালকোটী সাহেব হাদীসে এই শব্দটি বৃদ্ধি করার সাহস কি করে পেলেন?

সুন্নী ঃ মুহতারাম! এখানেই তো শেষ নয়। সামনে আরো কত কিযে হবে? আর এসব কিছুই আপনাদের লেখক ও ব্যাখ্যাকারদের দৈনন্দিনের কাজ এবং বাম হাতের খেল।

(৩০) দারেমী এর গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব ২২১ নং পৃষ্ঠায় হযরত নোমান বিন মুররাহ (রাঃ) এর রেওয়ায়াতকে দারেমীর দিকে মানসূব করেছেন। অনুগ্রহ করে দারেমী থেকে উক্ত হাদীসটি বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ সিন্ধু সাহেব তো তার কিতাবের ৪০৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে "এই হাদীসটি দারেমীতে নেই", আচ্ছা দেখি তাসহীল ওয়ালা হয়তো কোন না কোন হাওয়ালা বের করেছেন। কিন্তু তিনিও তো একই কথা লিখেছেন যে, এই হাদীসটি দারেমীতে নেই। যখন এই হাদীসটি বাস্তবেই দারেমীতে নেই তখন শিয়ালকোটী সাহেব কিভাবে দারেমীর হাওয়ালা দিলেন?

সুন্নী ঃ জনাব এটা আপনাদের ক্ষেত্রে কোন নতুন বিষয় নয়।

(৩১) মুসনাদে ইমামে আজম (রঃ) এর গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ২৯৪ নং পৃষ্ঠায় "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর ক্ষেত্রে বেশ কম" এর শিরোনামে লিখেছেন যে "মুসনাদে ইমাম আজম এ দুআর এই বর্ধিত অংশটিকে চিহ্নিত করে ভিত্তিহীন বলা হয়েছে"। আপনি মুসনাদে ইমামে আজম থেকে উক্ত হাওয়ালা বের করে দেখান।

সুন্নী ঃ মুহতারাম! আপনার বেশি দূর যেতে হবে না। এই নিন শিয়ালকোটী সাহেবের সালাতুর রসূলের মূল কিতাব এর ২৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন, সাথে সাথে সিন্ধু সাহেবের আল কওলুল মাকবূল এর ৪৭৩ পৃষ্ঠা এবং হাশিয়ায়ে লোকমান সালাফী এর ১৮৫ নং পৃষ্ঠায়ও দেখুন কি লিখা রয়েছে তাতে? মুসনাদে ইমাম আজম নাকি মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)।

লা-মাযহাবী ঃ বাস্তবেই তো দেখছি যে প্রত্যেক জায়গায় মুসনাদে ইমাম আজম লিখা রয়েছে। তাহলে কি তাসহীলুল উসূল ওয়ালা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা এই শব্দটি নিজ থেকেই বৃদ্ধি করেছেন? মূল কিতাবের মধ্যে এধরনের পরিবর্তন করার অধিকার তো কারো নেই।

সুন্নী ঃ আচ্ছা যাই হোক মূল বিষয়ে ফিরে আসি। আর তা হল মুসনাদে ইমাম আজমে শিয়ালকোটী সাহেবের উল্লেখিত কথাটি দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ যেহেতু মুসনাদে ইমাম আজমের হাওয়ালা দেয়া হয়েছে তাহলে অবশ্যই সিন্ধু সাহেব হাওয়ালা খুঁজে বের করবেন। .... কিন্তু তিনি তো ৪৭৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে "আমি লেখক শিয়ালকোটী সাহেবের এই কথার দ্বারা কিছুই বুঝতে পারছিনা, কেননা আমি মুসনাদে ইমাম আজমে এই দুআটিই পাইনি। যেহেতু কিতাবে এই দুআটিই পাইনি সেহেতু দুআর বর্ধিত অংশটি ভিত্তিহীন" এই উক্তিটি কিভাবে খুঁজে পাবো। একারণেই লেখকের এই উক্তিটিতে চরম পর্যায়ের অস্পষ্টতা রয়েছে।

সুন্নী ঃ যখন মদীনা ইউনিভার্সিটির ফাজেল নিজেই শিয়ালকোটী সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি তাহলে আর কে আছে যে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে?

(৩২) ইবনে আবী শাইবাহ্ এর গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৩১২ নং পৃষ্ঠায় হযরত আমের (রাঃ) এর রেওয়ায়াতে এই শব্দ নকল করেছেন যে وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا যা ইবনে আবী শাইবা এর হাওয়ালায় ফতওয়ায়ে নজরীয়্যাতে উল্লেখ রয়েছে। আপনি আমাকে এই শব্দসহ ইবনে আবী শাইবা থেকে বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ অবশ্যই এই শব্দ ইবনে আবী শাইবাতে থাকবে। কেননা ফতওয়ায়ে নজরীয়্যার তাহকীক আমাদের সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। ..... কিন্তু সিন্ধু সাহেব তো ৪৮৮ নং পৃষ্ঠায় আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে আবী শাইবা এর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন যে, এ সকল হাদীসের কিতাবে تحريف। এরপর وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا এই শব্দটি নেই। লোকমান সালাফী সাহেব তার কিতাবের ১৯৪ নং পৃষ্ঠায় একই কথা লিখেছেন এবং তাসহীলুল উসূল ওয়ালাও তার কিতাবের ২৫১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, আমার জানামতে এই রেওয়ায়াতের কোন সনদে وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا শব্দটি নেই। বরং সিন্ধু সাহেবতো এই রেওয়ায়াতের

হাওয়ালার ব্যাপারে ৪৮৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, লেখক শিয়ালকোটী সাহেব এই রেওয়ায়াতকে আমের এর হাওয়ালায় উল্লেখ করেছেন যা সহীহ নয়। বরং সহীহ হল এই হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ আমেরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

সুন্নী ঃ এত কিছুর পরও তাসহীলুল উসূলের ১৮ নং পৃষ্ঠায় সালাতুর রসূলের ব্যাপারে লিখা হয়েছে যে "এই সালাতুর রসূল কিতাবটি পড়ার কারণে হাজারো লোক অন্ধভাবে তাকলীদের গন্ডি থেকে বের হয়ে বাস্তব সত্যকে উদঘাটনের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন"।

(৩৩) ইবনে মাজার গলত হাওয়ালা

শিয়ালকোটী সাহেবের সালাতুর রসূলের ১৯৩ নং পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে " اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " (ইবনে মাজা)" আমাকে এই শব্দসহ ইবনে মাজা থেকে হাওয়ালাটি বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ সিন্ধু সাহেব আল কওলুল মাকবূলের ১৩৫০ নং পৃষ্ঠায় এবং তাসহীলুল উসূল ওয়ালা তার কিতাবের ১৫৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে "ইবনে মাজাতে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এই শব্দে লিখা রয়েছে"। আমি বুঝতে পারছিনা শিয়ালকোটী সাহেব ইবনে মাজার ইবারত নকল না করে অন্য ইবারত নকল করে ইবনে মাজা এর হাওয়ালা কেন দিয়েছেন?

সুন্নী ঃ মুহতারাম! আপনি কি বুকে হাত রেখে একথা বলতে পারবেন যে শিয়ালকোটী সাহেব নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাদীসের মধ্যে তাবদীল ও তাহরীফ করেননি?

(৩৪) সহীহ মুসলিম শরীফে তাহরীফ

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৩৬০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রঃ) باب استحباب القنوت

এ লিখেছেন যে ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع فى الركعة الاخيرة অর্থাৎ কুনুতের মহল হল শেষ বৈঠকে রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর"।

অথচ মূল ইবারত হল এই-

باب استحباب القنوت فى جميع الصلوات اذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه فى الصبح دائما وبيان ان محله بعد رفع الرأس من الركوع فى الركعة الأخيرة واستحباب الجهرية (صحيح مسلم حديث: ٧٨٣)

অর্থ ঃ সমস্ত নামাযের ক্ষেত্রে কুনুত মুস্তাহাব হওয়ার যত বয়ান। যখন মুসলমানদের উপর কোন মুসীবত চলে আসে। (আল্লাহ তাআলা হিফাজত করুন) তখন সব সময়ের জন্য ফজরের নামাযে কুনুত পড়া মুস্তাহাব। আর এ বিষয়েরও বয়ান যে, কুনুতের মহল হল শেষ রাকাআতে রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর এবং এই কুনুতকে উচ্চ স্বরে পড়া মুস্তাহাব।

কুনুতে নাযীলাকে বিতিরের নামাযের কুনুতের সাথে গুলিয়ে ফেলার জন্য শিয়ালকোটী সাহেব উক্ত ইবারতে যে কাট ছাট করেছেন তা আপনার সামনে স্পষ্ট। তিনি ঐ সমস্ত ইবারত বাদ দিয়ে দিয়েছেন যার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত কুনুতটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুনুতে নাযেলা। শুধু তাই নয় শেষে بيان ان محله এর পরিবর্তে তিনি নিজের পক্ষ থেকে নতুন ইবারত বানিয়ে নিয়েছেন। আর তা হল ومحل القنوت

লা-মাযহাবী ঃ লেখকতো ইবারতের গঠন ও অর্থ উভয়টিকেই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। জানিনা তিনি কেন এমন করলেন?

সুন্নী ঃ এত কিছুর পরও আপনাদের ব্যাখ্যাকারগণ এই কিতাবটিকে গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে উন্নীত করেছেন। আফসোস শত আফসোস।

(৩৫) নাসাঈ শরীফের রেওয়ায়াতে তাহ্‌রীফ

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৩৫৮ নং পৃষ্ঠায় একটি রেওয়ায়াত এভাবে বর্ণনা করেছেন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ .... قَالَ ...

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন দুআয়ে কুনুত পড়তেন। *(সুনানে নাসাঈ)*

অথচ পূর্ণ রেওয়ায়াতটি হল এমন

عن ابي هريرة رض قال لمارفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم انج الوليد بن الوليد

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকাআত থেকে মাথা উঠালেন তখন বললেন, হে আল্লাহ! ওলীদ ইবনে ওলীদকে রক্ষা কর।

(সুনানে নাসাঈ হাদীস ১০৭৪)

ফজরের নামাযের কুনুতে নাযেলাকে বিতিরের কুনুতের সাথে মিলিয়ে ফেলার জন্য তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মধ্যে কি না করেননি? এখন আপনিই ফায়সালা করুন যে, এই ধরনের লেখকের উপর কতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করা যায়।

এই স্থানে এসে লোকমান সালাফী সাহেব তার কিতাবের ২৩০ নং পৃষ্ঠায় এবং সিন্ধু সাহেবও তার কিতাবের ৫৮২ নং পৃষ্ঠায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাসহীলুল উসূল ওয়ালা ২৯৫ নং পৃষ্ঠায় এমনভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যেন কোন কিছুই হয়নি বরং তিনি নাসাঈ এর ১০৭৪ নং হাদীসের হাওয়ালার পরিবর্তে ১০৭৩ নং হাদীসের হাওয়ালা দিয়েছেন। জানি না তিনি এমন কেন কররেন?

লা-মাযহাবী ঃ এতো দেখছি মারাত্মক ভয়াবহ অবস্থা। আমাদেরকে তো অবগত করানো হয়েছিল যে হানাফী লোকেরা হাদীসের মধ্যে কাট ছাট করে থাকেন। কিন্তু এখানে তো তার উল্টোটা দেখছি। আর তাসহীল ওয়ালা কিনা গলত হাদীস নম্বর লিখে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিলেন?

সুন্নী ঃ এত কিছুর পরও সালাতুর রসূলের শুরুতে লিখা হয়েছে যে সালাতুর রসূল কিতাবটি লিখার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ভয় এবং রসূলের আনুগত্যের জযবাও শরীক রয়েছে।

(৩৬) নাসাঈ শরীফের রেওয়ায়াতে তাহরীফ

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৩৫৯নং পৃষ্ঠায় দুআয়ে কুনুতের হাওয়ালার ক্ষেত্রে লিখেছেন

ان ابا هريرة رض كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده.

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে سمع الله لمن حمده বলার পর দুআয়ে কুনুত পড়তেন। (নাসাঈ)

নাসাঈ শরীফের পূর্ণ হাদীসের সাথে যদি শিয়ালকোটী সাহেবের উল্লেখিত কাট ছাট করা হাদীসটি মিলানো হয় তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই হাদীসের সম্পর্ক কুনুতে নাযেলার সঙ্গে নাকি কুনুতে বিতিরের সঙ্গে?

পূর্ণ রেওয়ায়াতটি হল এই যে-

ان ابا هريرة رض كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى الصلاة حين يقول سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثم يقول وهو قائم قبل ان يسجد. اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر.

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার পর দুআ করতেন এবং সেজদার পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় এই বলে দুআ করতেন যে হে আল্লাহ তুমি ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবীআহ এবং দুর্বল মুসলমানদেরকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ তুমি মুযর গোত্রকে শক্তভাবে পাকড়াও কর।

(সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ১০৭৫)

এখন যদি শিয়ালকোটী সাহেব পূর্ণ রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করতেন তাহলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে হাঙ্গামার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত কুনুতটি হল

কুনুতে নাযেলা। কিন্তু তিনি অর্ধেক হাদীস উল্লেখ করে বাকী অংশকে একারণেই ছেড়ে দিয়েছেন যেন সকলে এই কুনুতকে কুনুতে বিতির মনে করে।

তাসহীলুল উসূলের ২৯৫ নং পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যাকার এ ব্যাপারে এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এই কুনুত হল ফজরের নামাযের কুনুত।" এবার আপনিই বলুন যে, শিয়ালকোটী সাহেবের এই ধরনের পরিবর্তনকে আপনি কোন শিরোনামে ব্যক্ত করবেন?

লা-মাযহাবী ঃ আমি আর কত সাফাই গাইবো? সবইতো ভুল।

সুন্নী ঃ আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে আপনি এই গলত হাওয়ালার শেষ পরিণতি কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছেন।

(৩৭) আবূ দাউদের রেওয়ায়াতে তাহরীফ

শিয়ালকোটী সাহেব তার কিতাবের ৩৫৯নং পৃষ্ঠায় আবূ দাউদের হাওয়ালা দিয়ে নিম্ন উল্লেখিত রেওয়ায়াতটি নকল করেছেন:

قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ من الركعة الاخرة

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ রাকাআতে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর কুনুত পড়েছেন। (আবূ দাউদ)

অথচ পূর্ণ রেওয়ায়াতটি হল

قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة الصبح فى دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخرة يدعو على احياء من بنى سليم

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ একমাস প্রত্যেক যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজরের নামাযের শেষ রাকাআতে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার বনূ সালীম গোত্রের বিরুদ্ধে বদ দুআ করে কুনুত পড়েছেন। *(আবূ দাউদ হাদীস নং ১৪৪৩)*

শিয়ালকোটী সাহেব হাদীসের মাঝের এবং শেষের ঐ অংশকে ফেলে দিয়েছেন যার দ্বারা এই কথাটি প্রমাণিত হয় যে, এই রেওয়ায়াতটি কুনুতে নাযেলার সাথে সম্পৃক্ত। নিজ মতবাদকে প্রমাণিত করার জন্য হাদীসের মধ্যে এই পরিমাণে তাহরীফ হতে পারে? নিজের মতবাদকে হাদীসের মোতাবেক করা ব্যতীত হাদীসকে নিজ মতবাদ মোতাবেক পরিবর্তন করা কত বড় অপরাধ একটু চিন্তা করে দেখেছেন কি?

অথচ এসব গর্হিত কাজ আপনাদের লেখক, ব্যাখ্যাকার ও সাহিত্যিকদের নিত্য দিনের কাজ।

লোকমান সালাফী সাহেব তার কিতাবের ২৩১ নং পৃষ্ঠায় সিন্ধু সাহেব ও তার কিতাবের ৫৮৮ নং পৃষ্ঠায় একথা লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে, লেখকের এই দলীলটি সঠিক নয় কেননা এর সম্পর্ক হল কুনুতে নাযেলার সঙ্গে, কুনুতে বিতিরের সঙ্গে নয়।

ছাপানোর ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি অথবা লিখার ক্ষেত্রে কিংবা বয়ানের ক্ষেত্রে অনিচ্ছায় যে ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে সেটা মার্জনীয় তাতে কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু শিয়ালকোটী সাহেবের সালাতুর রসুলে হাওয়ালা দেয়ার ক্ষেত্রে যে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তা না কোন ছাপানোর সমস্যার কারণে হয়েছে না অনিচ্ছায় লিখার কারণে হয়েছে। বরং নিজের মতবাদকে হাদীসের ছাঁচে সাজানো ব্যতীত হাদীসকে নিজের মতবাদের অনুসারী করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণে হয়েছে। কিন্তু তার পরও আপনারা আপনাদের লেখকদের এবং তাদের কিতাবের প্রশংসার ফুলঝুরি ছিটিয়ে যাচ্ছেন এবং নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবী করে যাচ্ছেন।

পরিশেষে আমি আপনার নিকট আপনাদের আলেম গোলাম মুস্তফা আমীনপূরীর একটি উক্তি পেশ করছি। তিনি বলেছেন, যে হাদীসকে মুহাদ্দেসীনগণ সহীহ এবং আমলযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন তা গ্রহণ করা এবং তদানুযায়ী আমল করাই বাঞ্ছনীয়। আর এটাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতের আলামত। পক্ষান্তরে যদি আমরা সহীহ হাদীসকে নিজেদের মত করে সাজানোর চেষ্টা করি তাহলে আমাদের এবং ইয়াহুদীদের মাঝে কি পার্থক্য রইল?

এই উক্তির ভিত্তিতে আমীনপূরী সাহেব নিজেদের লেখক শিয়ালকোটী সাহেবের ব্যাপারে কি ফায়সালা করবেন? যিনি কিনা হাদীসকে নিজেদের মত করে সাজানোর সাথে সাথে তাহরীফও করেছেন।

লা-মযহাবী ঃ সালাতুর রসূলের লেখক এবং তার পাঠকদের বিরুদ্ধে আপনার এই আলোচনা অনেক যুক্তিযুক্ত তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আপনি সব আহলে হাদীসেরদেরকে এক পাল্লায় উঠাবেন না।

সুন্নী ঃ আমি আপনার কথার সাথে এক মত। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে, তাহরীফ এবং ইলমী খিয়ানতের এই কারিশমা শিয়ালকোটী সাহেব থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে? না, বরং তা অদ্যাবধী চালু রয়েছে।

লা-মাযহাবী ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, অন্যান্য কিতাবের হাওয়ালা সম্পর্কে যদি আরেক বৈঠকে আলোচনা করা হত তাহলে ভালো হত এবং আমিও অনেক উপকৃত হতাম। কেননা এই সামান্য সময় আলোচনার ফলে আমি এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি যা ইতিপূর্বে কখনো অবগত হইনি এবং কোন আলেমও আমাকে এ ব্যাপারে অবগত করায়নি।

সুন্নী ঃ জী হা, আপনি যেমন ভালো মনে করেন।

দ্বিতীয় বৈঠক

লা-মাযহাবী ঃ আপনার দাবী অনুযায়ী আহলে হাদীসদের অন্যান্য আলেমগণও শিয়ালকোটী সাহেবের মত গলত হাওয়ালা এবং ইবারতের মধ্যে তাহরীফ করে থাকেন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ গলত হাওয়ালা কিংবা তাহরীফ কি আপনি দেখাতে পারবেন?

সুন্নী ঃ অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমি আপনাকে দেখাতে পারবো।

(৩৮) গুণয়াতুত তালিবীনে তাহরীফ

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর কিতাব গুণয়াতুত তালিবীনের নতুন ও পুরাতন নুসখায় তারাবীহ এর ব্যাপারে লিখা হয়েছে যে,

لان النبى صلى الله عليه وسلم هكذا صلاها وهى عشرون ركعة يجلس

عقب كل ركعتين ويسلم فى خمس ترويحات كل اربعة منها ترويحة

অথচ এই গুণয়াতুত তালিবীনের যে নুসখা লা-মাযহাবীদের সৌদী লাইব্রেরী "হাদীসে মুনায্যাল" থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার ৫৯১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ইবারতের মধ্যে তাহরীফ করে এভাবে লিখা হয়েছে যে,

لان النبى صلى الله عليه وسلم هكذا صلاها وهى احدى عشرة مع

الوتر يجلس عقب كل ركعتين

লা-মাযহাবী ঃ আপনি আগে উভয় ইবারতের তরজমাতো করুন। তাহলে আমি বলতে পারবো যে ইবারতের মধ্যে পরিবর্তন করার দ্বারা অর্থের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

সুন্নী ঃ ঠিক আছে, মূল ইবারতের তরজমা হল-

কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনিভাবেই তারাবীর নামায পড়েছেন। আর তা হল বিশ রাকাআত, এর প্রত্যেক দুই রাকাআত পর বসবে এবং সালাম ফিরাবে। পাঁচটি তারাবীহ হবে এবং প্রত্যেক তারাবীহ হবে চার রাকাআতে।

তাহরীফকৃত ইবারতের তরজমা হল-

"কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনিভাবেই তারাবীর নামায পড়েছেন আর তা হল বিতিরের নামায সহ এগারো রাকাআত এর প্রত্যেক দুই রাকাআতের পর বসবে"। আপনি এই তাহরীফের প্রতি লক্ষ্য করেন অথবা না করেন তা আপনার এখতিয়ার কিন্তু যে সমস্ত লা-মাযহাবীরা এধরনের তাহরীফ করে থাকে তাদের প্রকাশিত কিতাবের উপর কিভাবে আস্থা রাখা যায়?

(৩৯) বুখারীর গলত হাওয়ালা

আপনাদের ইয়াযদানী সাহেব তার কিতাব খুতবাতে শহীদুল ইসলামের ২৩৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মোজা এবং জারাবের উপর মাসাহ করা যেতে পারে। ইমাম বুখারী (রঃ) বুখারী শরীফে এমনটিই উল্লেখ করেছেন। আপনি আমাকে সহীহ বুখারী থেকে এই উক্তিটি বের করে দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ আমি বাবের সূচিপত্র দেখে নিচ্ছি। নিশ্চয় এতে জারাবের উপর মাসাহ করার বাব পেয়ে যাবো। .....কিন্তু সূচিপত্রেতো এই অর্থের কোন বাবই নেই তাহলে তিনি কেন খুতবাতে এর হাওয়ালা দিলেন?

সুন্নী ঃ এটা হল আপনাদের গ্রহণযোগ্য একজন বক্তার উক্তি। তাহলে অন্যান্য সাধারণ বক্তাদের কি অবস্থা?

(৪০) মুসলিমের গলত হাওয়ালা

২০০৫ সালে প্রকাশিত তাসহীলুল উসূলের ১৭৫ নং পৃষ্ঠায় মুসলিম শরীফের হাওয়ালা দিয়ে লিখা হয়েছে واذا قرأ الامام فانصتوا আপনি আমাকে সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াতে ইমাম শব্দটি দেখান।

লা-মাযহাবী ঃ তাসহীলুল উসূল ওয়ালা অনেক সূক্ষ্মদর্শি। সুতরাং মুসলিম শরীফে এই শব্দটি অবশ্যই থাকবে। ..... কিন্তু এখানে তো শুধু واذا قرأفانصتوا লিখা রয়েছে। তাহলে তিনি ইমাম শব্দটি নিজ থেকে বৃদ্ধি করে মুসলিম শরীফের হাওয়ালা কেন দিলেন?

(৪১) বুখারী ও মুসলিমের গলত হাওয়ালা

আপনাদের ফতওয়ায়ে সানাইয়্যা এর ৪৪৩/১ নং ফতওয়াতে লিখা রয়েছে যে "বুকের উপর হাত বাধা এবং রফয়ে ইয়াদাইন করা বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত"। অথচ বুকের উপর হাত বাধার কোন রেওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই।

লা-মাযহাবী ঃ আমি বুঝতে পারছি না আমাদের আলেমগণ এমন কেন করেছেন?

সুন্নী ঃ সালাতুর রসূলের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ২০০৫ সালে প্রকাশিত তাসহীলুল উসূলের ১১১ নং পৃষ্ঠায় ৯নং বাব অর্থাৎ باب الابراد بالظهرفى شدة الحر এর আবূ হুরাইরা (রাঃ) এর ৫৩৬ নং রেওয়ায়াতকে ১০নং বাব অর্থাৎ

باب الابراد بالظهرفى السفر এর সাথে গুলিয়ে এভাবে লিখা হয়েছে যে "গরমের দিনে যোহরের নামাযকে কিছুটা বিলম্ব করে পড়ার রেওয়ায়াতটি মূলত সফরের সাথে সম্পৃক্ত"। অথচ ১০নং বাবের রেওয়াত নং হল ৫৩৯। সুতরাং তাসহীল ওয়ালা এই খিয়ানতকে লুকানোর জন্য ৯নং বাবের ৫৩৬নং হাদীসের হাওয়ালার পরিবর্তে ১০নং বাবের ৫৩৯নং হাদীসের হাওয়ালা দিয়েছেন। আর এ সবকিছু এ জন্যই করা হয়েছে যেন লা-মাযহাবীরা গরমের দিনে যোহরের নামায বিলম্ব করে পড়ার দলীল বুখারীর ৫৩৬নং হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

এতকিছুর পরও একজন প্রফেসর এই কিতাবের প্রশংসা করে বলেছেন যে "নামায সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমান প্রচলিত কিতাব সমূহের মধ্যে যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তাসহীলুল উসূল ওয়ালা সে সকল ভুল ভ্রান্তিকে দূর করে দিয়েছেন"।

লা-মাযহাবী ঃ আমাকে আগে সহীহ বুখারীর হাওলাটি দেখতে দিন। ..... বাস্তবেই তো দেখছি যে ৯নং এবং ১০নং ভিন্ন ভিন্ন দুটি বাব। ৯নং বাবটি হল সাধারণ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং ১০নং বাবটি হল সফরের সাথে সম্পৃক্ত। আর আবূ হুরাইরা (রাঃ) এর ৫৩৬নং হাদীসটি ৯নং বাবে উল্লেখ রয়েছে।

আমি বুঝতে পারছি না তাসহীল ওয়ালা ৯নং বাবের হাদীসকে ১০নং বাবের দিকে নিসবত করে কেন তিনি নিজের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করলেন। না জানি তিনি আর কত জায়গায় এধরনের গলত হাওয়ালা লিখেছেন?

সুন্নী ঃ আমি আপনার সামনে ৪২টি গলত হাওয়ালা এবং তাহরীফের নমূনা পেশ করলাম। যার দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, আপনারা সাধারণ লোকদেরকে নিজেদের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এসকল তাহরীফ ও গলত হাওয়ালা পেশ করে থাকেন। আর

আপনাদের বর্তমান লেখক ও ব্যাখ্যাকারগণও এই তাহরীফ ও গলত হাওয়ালা পেশ করার ক্ষেত্রে তাদের পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করে চলছেন।

কমিটির ফায়সালা

১. গলত হাওয়ালার এই বিষয়টি পৃথক একটি প্রকার। সুন্নীর পক্ষ থেকে যে ৪২টি গলত হাওয়ালা উত্থাপন করা হয়েছে লা-মাযহাবী তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

২. এই গলত হাওয়ালার মধ্য থেকে ৩৭টি হল শিয়ালকোটী সাহেবের কিতাব সালাতে রসূলের সাথে সম্পৃক্ত। যা কিনা আহলে হাদীসদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটি কিতাব।

৩. শিয়ালকোটী সাহেবের সালাতুর রসূল কিতাবের ৩৭টি গলত হাওয়ালার মধ্য থেকে ১৯টির সম্পর্ক হল সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের সাথে অথবা শুধু বুখারী কিংবা শুধু মসলিমের সাথে।

৪. হাওয়ালা নম্বর ৩৪,৩৫,৩৬,৩৭,৩৮ ও ৮২ এ যেভাবে তাহরীফ করা হয়েছে এর দ্বারা আহলে হাদীসদের লেখকও তাদের কিতাবের নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

৫. শিয়ালকোটী সাহেবের কিতাব "সালাতুর রসূলের" ১ থেকে ৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সমস্ত হাওয়ালা গলত হওয়া স্বয়ং তাদের আলেমদের লেখালেখির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এতে কোন প্রকার ধর্মীয় বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ির কোন দখল নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

* গায়রে মুকাল্লিদ এবং তাকলীদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

* খালি মাথায় নামায পড়া

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

* বিতিরের দু'আয়ে কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে?

পূর্ব কথা

আহলে হাদীস ভাইগণ কথা ও কাজে বৈপরীত্যের শিকার, এখন তো অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তাদের এই বৈপরীত্যের কোন অনুভূতিই নেই। তারা পদে পদে নিজেদের মসজিদের ইমাম, ওয়ায়েয, অনুবাদক ও লেখকের তাক্বলীদ করছে। আবার তাক্বলীদকেই শিরিক বলছে এবং তাক্বলীদের উপর সমালোচনাও করছে। তারা হাদীসের উপর আমলের দাবী করছে আর তাদের কিতাবে উম্মতের বাণীসমূহকে দলীল হিসেবে পেশ করছে। মোটকথা, তাদের ঘোষণা এবং আমলের মধ্যে, তাদের বুলি ও হাক্বীকতের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব। এই দূরত্ব দিন দিন বেড়েই চলছে। সামনের লেখা দ্বারা পাঠকগণ তার কিছু ঝলক দেখতে পাবেন।

আহলে হাদীস ভাইগণ বিশেষভাবে নতুন যারা তারা খালি মাথায় নামায পড়েন। আর এভাবে পড়াকে সুন্নত এবং মুস্তাহাব আমলের মত মনে করেন।

অথচ এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস সাবেত নেই। এমনকি তাদের পুরান ও নতুন উলামায়ে কেরাম এই আমলকে সুন্নতের খেলাফ লিখেছেন।

কিন্তু রিসার্চের নামে ঐ সমস্ত তাহক্বীককে প্রত্যাখান করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সামনের লেখাগুলি পড়ার পর আমি আশাবাদি যে, সাধারণ ও সর্বস্তরের আহলে হাদীস ভাইগণ গুরুত্বের সাথে এই মাসআলার উপর চিন্তা-ফিকির করবেন।

আহলে হাদীস ভাইগণ বিতিরের দু'আয়ে কুনূত রুকুর পর পড়েন। অথচ বুখারী শরীফে দূআয়ে কুনূত রুকুর পূর্বে পড়ার কথা প্রমাণিত আছে। তাছাড়া তাদের উলামায়ে কেরাম একশ বছর তাহক্বীকের পর এখন এই ফায়সালা প্রকাশ করেছেন যে, রুকুর পূর্বে বিতিরের দুআয়ে কুনূত পড়া দলীলের দিক থেকে অত্যন্ত মজবুত এবং শক্তিশালী আর রুকুর পর দুআয়ে কুনূত পড়ার দলীল-প্রমাণের দুর্বল। এখন দেখার বিষয় হল আহলে হাদীস ভাইগণের মসজিদ সমূহ দলীল এবং হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে মজবুত এবং শক্তিশালী মাসলাক কতদিনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গায়রে মুকাল্লিদ এবং তাক্বলীদ

সুন্নী : আপনি কি এই কথা বলতে পারেন যে, আপনি কোন মতবাদের অধিকারী?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমি আহলে হাদীস মতবাদের অধিকারী।

সুন্নী : এটা কোন ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মতবাদ, যার ভিত্তিতে এটাকে আপনি পৃথক দল বানিয়ে নিয়েছেন এবং ১৮৮৬ সালে ইংরেজ গভর্ণর থেকে রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ : (১) আসলে আমরা আহলে হাদীস ভাইগণ চাই যে, উম্মতকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার পরিবর্তে কুরআন-হাদীসের সর্বসম্মত প্লাটফর্মে একত্রিত করে দিই।

(২) আমরা বিভিন্ন ইমামের তাক্বলীদের পরিবর্তে সরাসরি কুরআন-হাদীসের উপর আমল করি। কোন ইমামকেই আমরা মানি না। বরং উম্মতের কারো কথা গ্রহণ করাকে তাক্বলীদ মনে করি যা শিরিকের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) যদি একদিকে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা হয় আর অপরদিকে নিজস্ব ফেরকার শিক্ষা হয়, তাহলে আমরা বলি যে, কুরআন-হাদীস গ্রহণ করো এবং দলীয় মাসআলাকে ছেড়ে দাও।

(৪) আমরা তাক্বলীদের পরিবর্তে ইজতেহাদের পদ্ধতির উপর আমল করি।

(৫) একটি গোপন নীতিমালা যা শুধু আহলে হাদীসকেই বলা হয়।

সুন্নী : আপনি তো নিজেদের পরিচয় খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। এই পাঁচটি নীতিমালার উপর আপনার কি আমল আছে?

গায়রে মুকাল্লিদ : এটা তো আমাদের ঘোষণা তারপরও আমল না করার কী কারণ থাকতে পারে?

সুন্নী : পিপলস পার্টিও তো খুব সুন্দরভাবে ইশতেহার ঘোষণা করেছিল। "রুটি, কাপড়, বাসস্থান" কিন্তু তিনবার ক্ষমতায় আসার পরও তার উপর কতটুকু আমল হয়েছে?

এ দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনেই আছে। ব্যাস, আমরা বুঝে ফেলেছি যে রাজনৈতিক দলের মত সরলমনা জনগণের উপর ধর্মীয় আঘাত করার জন্য এই ঘোষণাকে আপনারা গ্রহণ করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের ঘোষণাও মিশনে এবং আমাদের কথা ও কাজে রাজনৈতিক দলের মত কোন বৈপরীত্য নেই। আপনি আমাদের জামাআতকে পিপলস পার্টির মত মনে করবেন না।

প্রথম নীতিমালা এবং তার বিশ্লেষণ

সুন্নী : আহলে হাদীস দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আপনি হাদীসের সংজ্ঞা কুরআনে কারীম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা বলে দিন। যাতে আমরা বুঝতে পারি যে আপনারা হাদীস দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : হাদীসের সংজ্ঞা তো খুব প্রসিদ্ধ قول النبی صلی الله علیه وسلم وفعله وتقریره অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ এবং তার কাজ ও মৌন সমর্থন (অর্থাৎ ঐ কাজ যা রাসূলের সামনে হয়েছে কিন্তু তিনি নিষেধ করেন নি।

সুন্নী : আপনি এই সংজ্ঞার হাওয়ালা দিন। কুরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন কিতাবে এটা বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদ : মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসের এই সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

সুন্নী : আপনি প্রথম প্রশ্নেই ফেল করেছেন। কুরআন হাদীস থেকে কোন সংজ্ঞা পেশ করতে পারেন নি। উম্মতের বাণী গ্রহণ করে তার তাকলীদ শুরু করেছেন।

এখন আপনার নিকট দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আপনি কুরআন হাদীসের অনুসরণের কথা বলেছেন। এ সংজ্ঞা তো শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকেই শামেল করে। তাহলে কী আপনারা কুরআনের উপর আমল করেন না?

গায়রে মুকাল্লিদ : জ্বী, কুরআনের উপরও হাদীসের প্রয়োগ হয়। কুরআনের আয়াত فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ এখানে حَدِيثٍ (হাদীস)

দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। কেমন যেন হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনও হাদীসও।

সুন্নী : চলুন! একটি আয়াত বা হাদীস পেশ করুন। যাতে আপনি এই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেন যে, হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনে কারীম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ, বাণী ও মৌন সমর্থন।

নতুবা এটা মেনে নিন যে, আমরা নিজেদের নাম নিজেদের নিয়ম ও ঘোষণা মোতাবিক প্রমাণ করতে পারিনি।

আমাদের উম্মতের তাক্বলীদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। আর তাক্বলীদকে আপনারা শিরিক বলেন।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমার তো জানা নেই। কিন্তু আমাদের হযরত মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব একটি ইলমী নুকতা বয়ান করেছেন। আর তা হল, যদি উসূলে ফিকহের নিয়মে উমূমে মাজাযের দৃষ্টিকোন থেকে হাদীসকে দেখেন তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে আহলে হাদীসের তরজমা হবে কুরআন ও হাদীসওয়ালা।

সুন্নী : এই উসূলে ফিকাহ এবং উমূমে মাজাযকে কুরআনের কোন আয়াত অথবা হাদীসের কোন কিতাব থেকে দলীল বানিয়েছেন?

মোটকথা, কুরআন-হাদীসের দলীল জানা ছাড়াই আপনারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে থাকেন আর অন্য কেউ আমল করলে তার উপর তাক্বলীদের ফাতওয়া প্রদান করেন। আর তাকলীদকে শিরক বলেন। এখন নিজেদের ব্যাপারে আপনাদের কী মতামত? আচ্ছা! বলুন তো হাদীস মোট কয় প্রকার?

গায়রে মুকাল্লিদ : হাদীস মোট চার প্রকার।

(১) সহীহ হাদীস।

(২) হাসান হাদীস।

(৩) যঈফ হাদীস।

(৪) মাওযু' হাদীস।

সুন্নী : এই প্রকারভেদের হাওয়ালা কুরআনের আয়াত অথবা হাদীসের কোন কিতাব দ্বারা দিতে পারবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : কুরআন-হাদীসে তো এই প্রকারভেদের কথা পাওয়া যায় না। এটা তো উলামায়ে কেরাম নির্ধারণ করেছেন।

সুন্নী : কোন সাহাবী এই প্রকারভেদ নির্ধারণ করলে তার হাওয়ালা দিন।

গায়রে মুকাল্লিদ : জ্বী না, এই প্রকারভেদ তো সাহাবায়ে কেরামের পর উলামায়ে কেরাম নির্ধারণ করেছেন।

সুন্নী : যখন এই প্রকারভেদের উপর কুরআন-হাদীসের কোন দলীল নেই, সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এর কোন প্রমাণ নেই তাহলে বিনা দলীলে উম্মতের এই কথা মেনে নেওয়া তাকলীদ বৈ আর কী?

অন্য কেউ এই কাজ করলে শিরিক হয়ে যায়। আর তোমরা নিজেরা করলে হয়ে যায় তাওহীদ।

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি তো প্রথমবারেই পশমের চামড়া উপড়াচ্ছেন। এই প্রথম আমাকে এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

সুন্নী : আচ্ছা! আপনি তো বলেছেন, যঈফ ও মাওযু (জাল) হাদীসও হাদীসের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এর অর্থ হল আপনারা আহলে হাদীস যঈফ ও ভেজাল হাদীসের উপরও আমল করে থাকেন।

গায়রেমুকাল্লিদ : জ্বী না, আমরা শুধু সহীহ ও হাসান হাদীসের উপর আমল করে থাকি। যঈফ ও মাওযু' (জাল) হাদীসের উপর আমল করি না।

সুন্নী : আপনাদের নাম আহলে হাদীস। যা হাদীসের চারও প্রকারকে শামিল করে। যদি আপনারা কিছু প্রকারের উপর আমল করেন আর কিছু প্রকারের উপর আমল না করেন, তাহলে নিজেদের নামের ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট করে দিন। নিজেদের নাম রাখুন আহলে হাদীসে সহীহ ওয়া হাসান।

বাকী আপনারা যে বলেন, যঈফ হাদীসের উপর আমল করেন না তা ভুল। কেননা আপনাদের বিখ্যাত এবং অনুমোদিত কিতাব সালাতুর রাসূল শিয়ালকোটীর মধ্যে প্রায় ১৫৫টি যঈফ এবং তিনটি জাল হাদীস আছে। আপনাদের লোকেরা তার উপর আমল করে আসছে।

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনার মতামত বড় ওজনদার। কিন্তু আমাদের মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন আহমদ বাটালূবী সাহেব হিন্দুস্তানের ইংরেজী

হুকুমত থেকে পাঞ্জাবের রাষ্ট্রীয় সেক্রেটারী মিস্টার ডাবলিউ এম জংবাহাদুরের মাধ্যমে যখন এই নাম রেজিষ্ট্রি করেছিলেন যা চালু করা হয়েছিল ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৬ সালে যার হাওয়ালা হল।

(ইশাআতুস সুন্নাহ, ২খণ্ড, ১১/পৃষ্ঠা ৩২-৩৯)

এখন তার মধ্যে পরিবর্তন করতে না পারা আমাদের কানূনী অপারগতা। কিন্তু তাতে অবকাশ সর্বাবস্থায় বিদ্যমান আছে।

সুন্নী : ব্রিটিশ আমলের পূর্বে কোন মূর্খ লোককে কি আহলে হাদীস বলে ডাকা হত?

গায়রে মুকাল্লিদ : এই কথার হাওয়ালা আজ পর্যন্ত আমাদের উলামায়ে কেরাম পান নি। তবে তালাশ এখনো জারি আছে।

সুন্নী : তা সত্ত্বেও আপনাদের দাবী হল, আমরা চৌদ্দশত বছর থেকে বিদ্যমান আছি। সুতরাং আমাকে প্রত্যেক শতক থেকে জামাআতে আহলে হাদীসের শুধু দশজনের নাম বলে দিন যাদের চিন্তাধারা আপনাদের মত যে, ইমামগণের তাক্বলীদ শিরক। সাহাবীদের কথা ও ক্বওল, কাজ ও ফেল বুঝা ও ফাহাম দলীল না। তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়। তারাবীহ আট রাকাত। জুমুআর আযান একটি ইত্যাদি ইত্যাদি।

গায়রে মুকাল্লিদ : ব্রিটিশ আমলের পর উল্লেখিত আক্বীদার অধিকারী অনেকের নাম বলতে পারব। এর পূর্বে যে সমস্ত আহলে হাদীসদের কথা পাওয়া যায়, তাদের আক্বীদা এটা ছিল না।

সুন্নী : অতিরিক্ত প্রশ্ন এই যে, আপনারা কুরআন-হাদীসের পতাকাতলে উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার ইচ্ছা নিয়ে মাঠে নেমেছেন। কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আপনারা কত গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন এবং কত ভ্রান্ত দল জন্ম দিয়েছেন যার ইয়ত্তা নেই। যেমনঃ জামাতে গোরাবায়ে আহলে হাদীস, জামঈয়্যাতে আহলে হাদীস, জামাআতুদ দাওয়া, মারকাযী জামঈয়্যাতে আহলে হাদীস ইত্যাদি। প্রত্যেকে নিজে নিজে দেড় ইঞ্চি ইটের জামাত বানিয়ে ফেলেছে। যারা উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, তারা যদি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একে অপরকে ভুল আখ্যায়িত করতে থাকে তাহলে এ ধরনের লোক উম্মতকে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করবে? আপনাদের ফাতওয়ার কিতাব ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়ার মধ্যে লেখা আছে, আহলে হাদীসের আক্বীদা

সমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে। হয়তবা এটা আশ্চর্যেরই কথা। কিন্তু মূল হাক্বীকতসমূহ জানার পর আশ্চর্য আর আশ্চর্য থাকবে না।

(খণ্ড ৩/ পৃষ্ঠা ২৪)

এখন ঐ হাক্বীকত সমূহ কখন স্পষ্ট হবে? যাতে গায়রে মুকাল্লিদীনদের অপক্ষোর মুহূর্তগুলো খতম হয়ে যায় এবং তারা সহীহ আক্বীদার অধিকারী আহলে হাদীস ফেরকার মধ্যে শামেল হয়ে যায়। ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়ার মধ্যে এটাও লেখা আছে যে, "আহলে হাদীস দুই ধরনের। এক প্রকার খাঁটি আহলে হাদীস। অর্থাৎ উসূল ও ফুরু উভয় দিক থেকে আহলে হাদীস।

আরেক প্রকার শুধু ফুরুয়ের দিক দিয়ে আহলে হাদীস। উসূলের দিক দিয়ে আহলে হাদীস না। (৩/২৪) এখন কোন আহলে হাদীস খাঁটি আর কোনটা খাঁটি না এটা খুব দ্রুত স্পষ্ট হওয়ার দরকার। যাতে করে আপনাদের মত মানুষের জন্য খাঁটি আহলে হাদীস নির্বাচন সহজ হয়।

ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়ার মধ্যে আহলে হাদীসের ব্যাখ্যা কিছুটা স্পষ্ট করেছে এভাবে যে, আমি সমসাময়িক উলামায়ে কেরামকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে তারা আমার এই কথাকে ভুল প্রমাণ করে ইনসাফের সাথে বলে দিবে যে, তোমরা পুরাতন আশআরী এবং মাতুরিদীর আক্বীদার পাবন্দী করো না। এরপরও তোমাদের নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলতে একটু লজ্জাবোধ হয় না।

ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়ার মধ্যে অতিরিক্ত এটাও লেখা আছে যখন বড় বড় উলামায়ে কেরাম আহলে হাদীসের আসল আক্বায়েদ থেকে বেখবর, তখন জনসাধারণের মধ্যে ঐ সহীহ আক্বীদা কোথা থেকে সৃষ্টি হবে। (৩/৫২)

মোটকথা, আপনারা আক্বীদাকে আক্বীদার নামে গ্রহণ করেন। কিন্তু আপনাদের আক্বীদার মধ্যে পার্থক্য আছে। সাথে সাথে খাঁটি ও ভেজালের স্তরও আছে।

যখন আপনাদের উলামায়ে কেরামের মধ্যেই আসল আক্বায়েদের কোন খবর নাই। তাহলে জনসাধারণের কথা তো অনেক দূরে। এ জন্য প্রথমে নিজেদের আক্বীদাকে ঠিক করেন নি। এদিকে কাদিয়ানী ও হাদীস অস্বীকারকারী আব্দুল্লাহ চাকড়ালোবী আহলে কুরআনের মত দলও আপনাদের ছত্রছায়ায় জন্ম নিয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের মজলিসসমূহে, মসজিদসমূহে এই পেরেশানকারী অবস্থা নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। কিন্তু কোন ইয়াক্বীনী কারণ বুঝে আসে না।

আপনি গোরাবায়ে আহলে হাদীসের ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়ার কথা বলেছেন। তাহলে আপনি শুনে নিন যে উলামায়ে আহলে হাদীস এই কিতাবকে আহলে হক্ব এবং আহলে হাদীস থেকে বের করে দিয়েছেন। (লক্ষ্য করুন তাদের ফাতওয়ায়ে সাত্তারিয়া- ৩/২৫)

সুন্নী ঃ আপনাদের নেতা এবং পথপ্রদর্শক হযরত মাওলানা দাউদ গজনবী সাহেব (রহঃ) আপনাদের এই বিক্ষিপ্ততা এবং বিভক্তির কারণ চিন্তা করে কী বিশ্লেষণ করেছেন তা জানেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমার ইলমে তো নেই, আপনি অবশ্যই বলুন। যেহেতু মাওলানা দাউদ গজনবী সাহেব আমাদের হালকার অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। তার বিশ্লেষণে আমাদের সাহায্য মিলবে।

সুন্নী : মাওলানা গজনবী সাহেব বলেছেন, জামাআতে আহলে হাদীস ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর রুহানী বদদু'আ নিয়ে বসে গেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আবু হানীফা (রহঃ) আবু হানীফা (রহঃ) বলছে। কেউ যদি বেশী সম্মান করে তাহলে "ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)" বলে দেয়। তারপরে তার ব্যাপারে তাদের তাহকীক হল, তিনি ৩টি হাদীস জানেন। বেশী থেকে বেশী এগারটা হাদীস জানেন। যদি কেউ বেশী ইহসান করে, তাহলে তাকে ১৭টি হাদীসের আলেম আখ্যায়িত করেন। যে সমস্ত লোক এত বড় সম্মানিত ইমামদের ব্যাপারে এই দৃষ্টিকোণ রাখে তাদের মধ্যে একতা ও ইত্তিহাদ কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে?

গায়রে মুকাল্লিদ : হযরত গজনবী (রহঃ) এর বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় কিন্তু আমাদের উলামায়ে কেরাম এই বিশ্লেষণের আলোতে নিজেদের সংশোধন করেন নাই। বরং যেখানে সুযোগ মিলেছে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকেন নি।

লক্ষ্য করুন হযরত জাবেরের (রা.) আট রাকাত বিশিষ্ট রেওয়ায়াতের ব্যাপারে সিন্ধু সাহেব লিখেন, তার সনদ ইসা ইবনে জারিয়ার কারণে দুর্বল। (আল ক্বাওলুল মাক্বুল, পৃঃ ৬০৭, তাছাড়া ৬১০ পৃষ্ঠাতে ও ইসা ইবনে জারিয়াকে দুর্বল লিখা হয়েছে।)

অথচ যুবাইর আলী সাহেব এই দুর্বল রাবী ইসা ইবনে জারিয়ার ব্যাপারে লিখেন, তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী (রহঃ) এবং আবূ ইউসুফ (রহঃ) থেকে অনেক বেশী উত্তম। (তাসহীলূল উসূল পৃষ্ঠা ৩০৯)

তাছাড়া যুবাইর সাহেব তার মাসিক পত্রিকায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ব্যাপারে যে যবান ব্যবহার করেছেন, তা নক্বল করতে আমার লজ্জা লাগে।

সুন্নী ঃ হযরত গজনবী (রহঃ) এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী এটাই কারণ যে উল্লেখিত বিষয়বস্তু বিক্ষিপ্ততা এবং বিচ্ছিন্নতার শিকার। বরং তারা নিজেরাই সত্ত্বাগত ভাবে বিক্ষিপ্ততার শিকার। এক কিতাবে তারা যা বলে, অন্য কিতাবে তার উল্টা বলে। (তার বিশ্লেষণ আগামী কোন লেখায় করব)

গায়রে মুকাল্লিদ : ঐ বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও আমরা কি নিজেদের ইমতিয়াযী মাসায়েলের মধ্যে একমত না?

সুন্নী : আজীব একতা! একে অন্যকে আহলে হাদীস মানার জন্য প্রস্তুত না!!

আজীব একতা!! এক নামাযের একই মাসআলায় আপনাদের মতামত বিপরীত মুখী!!!

লক্ষ করুন!

(১) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এর জাওয়াবে মুক্তাদীকে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা উচিত (জামায়াতে গোরাবায়ে আহলে হাদীসের ফাতওয়ায়ে সাত্তারিয়া (৪/৩৬) এবং ইকরাল কীলানীর কিতাবুস সালাতের ৪৮ পৃষ্ঠায় এভাবে লেখা আছে।

অথচ আপনাদেরই নামাযে নববী নামক কিতাবের ১৬১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, এটা ঠিক না। কেননা, এই ব্যাপারে কোন সহীহ রেওয়ায়াত নেই।

(২) আপনারা সকলে একবার জোরে আমীন বলেন। অথচ ফাতওয়ায়ে সাত্তারিয়ার মধ্যে তিনবার আমীনকে সুন্নত বলা হয়েছে।

(৩/৩৫/, ১/১৪১)

এসব কথাও কাজের পরস্পর বৈপরীত্য নয় কী?

(৩) সালাতুর রাসূল শিয়ালকোটী নামক কিতাবের ৯৯পৃষ্ঠায় আছে, "বমি, নাকসীর ও রক্ত দ্বারা অযু ভেঙ্গে যায়। অথচ ঐ কিতাবের হাশিয়া লেখক লোকমান সালাফী লিখেছেন অযু ভাঙ্গে না। (পৃঃ ৫২) তাছাড়া তাসহীলুল উসুল নামক কিতাবের ৭৮ পৃষ্ঠায় আছে যে অযু ভাঙ্গে না।

(৪) সফরের সময় নামায কসর করার সময় ১৯ দিন।

লক্ষ্য করুন "রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী নামায পৃষ্ঠা ১০৭, কিতাবুস সালাত কীলানী পৃষ্ঠা ১২৪, সালাতুর রাসূল শিয়ালকোটী পৃষ্ঠা ৩৯৮

অথচ এই কিতাবের শেষে হাশিয়া লেখক লোকমান সালাফী বলেন, সফরের সময় চার দিন। (পৃষ্ঠা ২৫৬)

তাছাড়া নামাযে মাসনূন পৃষ্ঠা ৯৭ তেও এভাবে লেখা আছে।

(৫) মোযার উপর মাসেহের সময় শুরু হয়, অযূ ভাঙ্গার পর থেকে (সালাতুর রাসূল শিয়ালকোটী) ১০২)

অথচ ঐ কিতাবের হাশিয়া লেখক লোকমান সালাফী সাহেব লিখেন, মাসাহের সময় মাসাহের পর থেকে শুরু হয়, অযু ভাঙ্গার পর থেকে না। (পৃষ্ঠা ৫৫)

অথচ আপনাদের নামাযে নববী নামক কিতাবে লেখা আছে, যদি এক ব্যক্তি ফজরের নামাযের জন্য অযু করে তারপরে মোজা অথবা বুটজুতা পরে তাহলে আগামী দিনের ফজরের নামায পর্যন্ত সে মাসাহ করতে পারেবে (পৃষ্ঠা ৭৫)

আব্দুল কুদ্দুস কারেন সাহেবের লিখিত কিতাব গায়রে মুকাল্লিদীন কে মুতাযাদ ফাতাওয়ায়ে (গায়রে মুকাল্লিদীনদের বিপরীত মুখী ফাতওয়া সমূহ)

যা পড়ে আপিনি নিজেই পেরেশান হবেন যে, অধিকাংশ মাসায়েলের মধ্যে আপনাদের দুই দুই তিন তিন ধরনের বিপরীত মতামত আছে। ঐ সবগুলো থেকে কোনটা সহীহ আর কোনটা ভূল?

তাছাড়া আপনাদের পছন্দনীয় মতামত কোনটি? কোন রায়ের উপর আমল কারীকে আহলে হাদীস বলা হবে? কোন রায় কুরআন হাদীসের মোতাবেক আর কোন রায় কুরআন হাদীসের মুখালিফ?

এই সবগুলো এমন প্রশ্ন যা সান্তনাদানকারী উত্তরের মুখাপেক্ষী কিন্তু উত্তর কে দেবে?

আপনারা যদি হাদীস ও কুরআনের আওয়াজ উঠান তাহলে কেন পরস্পরে কাদা ছোড়াছুড়ি করেন? আমাদের উপর অপবাদ দেন বিভক্তির অথচ যারা একতার দাবীদার তারা নিজেরাই পরস্পরে টক্কর লাগায়, এটাই কাজ আহলে হাদীসদের।

দ্বিতীয় নীতিমালা এবং তার বিশ্লেষণ

সুন্নী : আচ্ছা! আপনারা প্রায় সময় এই কথা বলে থাকেন যে, আমরা কুরআন হাদীসের উপর সঠিক ভাবে আমল করে থাকি। এ ব্যাপারে কারো তাকলীদ করি না। তো এখন আপনি আমাকে অযু এবং নামাযের সমস্ত মাসায়েলের উপর একেকটা দলীল কুরআন হাদীস থেকে পেশ করুন। যাতে আপনাদের দাবীর সত্যায়ন হয়ে যায়।

আপনি বলুন যে অযুর কয়টি ফরয এবং কয়টি সুন্নত?

সাথে সাথে ঐ সমস্ত কাজের ফরয বা সুন্নত হওয়ার একেকটা দলীল বর্ণনা করুন?

গায়রে মুকাল্লিদ : অযু তো রাত দিন কয়েকবার করি। কিন্তু অযুর ফরয ও সুন্নত এবং তার দলীল সমূহ তো আমার জানা নেই। বাস! যেভাবে লোকদেরকে অযু করতে দেখি এভাবেই অযু করি।

সুন্নী : আপনারা অপবাদ তো আমাদেরকে দেন অথচ দোষ আপনাদেরই বের হয়ে আসছে। যখন আপনারা অযুর কার্যসমূহ দলীল ছাড়াই করেন, তাহলে আপনারা দলীলের অনুসারী নন , বরং আপনারা তাকলীদ করছেন। আর সেটাও পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকদের। আচ্ছা! নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত সমূহের সাথে সাথে নামাযের আরকান ও শর্তসমূহ বর্ণনা করুন আর প্রত্যেকটার একেকটা দলীল পেশ করুন?

আর ইসলাম তো শুধু নামাযের নাম না পুরা জিন্দেগীর নাম, এজন্য বাল্যকাল থেকে কবর পর্যন্ত প্রত্যেকটা মাসায়েলের একেকটা দলীল বর্ণনা করুন?

গায়রে মুকাল্লিদ : একথা তো আমাদের আলেম ও বক্তাগণ ও জানেন না।

আমাদের সেখানে কী বলার আছে? কত মাহফিলেই তো এই কথা আলোচনা পর্যালোচনা হল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ তার উত্তরের জন্য কোমর বাঁধেন নি। কিন্তু তার প্রয়োজনই বা কী?

সুন্নী : কেমন যেন আপনারা ঐ সমস্ত মাসায়েলের মধ্যে তাক্বলীদের শিকার এবং দলীল ছাড়া নিজেদের মনিবদের শেখানো নামাযই পড়ছেন। যতটুকু ঐ সমস্ত মাসায়েলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সবারই তো জানা আছে যে, এ সমস্ত জিনিস ছুটে গেলে নামায আদায় হয়ে যায় আর ঐ সমস্ত জিনিস ছুটে গেলে নামায আদায় হয়না। এবং কী জিনিস ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হয় আর কী জিনিস ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হয়না ইত্যাদি।

এদিকে মাওলানা ইসমাঈল সালাফী সাহেব লিখেছেন হাদীসের ভান্ডার অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সুন্নত ছেড়ে দেওয়ার কারণে সাহু সিজদা আদায় করেছেন। *(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী নামায পৃষ্ঠা ১০৩)*

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি সঠিক কথা বলেছেন। আমরা একশ বছর থেকে এখন পর্যন্ত রাফয়ে ইয়াদাঈন, ইমামের পিছনে ফাতেহা পড়া ও জোরে আমীন বলা ইত্যাদি থেকেই ফারেগ হতে পারি নাই যে অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করব।

সুন্নী ঃ যতদিন পর্যন্ত ঐ সমস্ত মাসায়েলের দলীল ভিত্তিক কোন সমাধান বের না করবেন ততদিন নিজেদের মুকাল্লিদ হওয়া স্বীকার করে নিন এবং অন্যদের উপর ফাতওয়াবাজী থেকে বিরত রাখুন। সাথে সাথে আপনার কথাবার্তা দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আপনাদের দাবী 'আমরা মাসআলার ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে কুরআন হাদীসের উপর আমল করি কোন উম্মতের কথার উপর না, তার সত্যতা কতটুকু?

আচ্ছা! আপনি বলুন তো প্রতিদিন জামাআতের নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে তাকবীর বলে আর আপনারা মুক্তাদিরা নিম্নস্বরে তাক্বীর বলেন এর দলীল কী?

এভাবে নামাযের সালাম ইমাম উঁচু আওয়াজে বলেন আর আপনারা নীচু আওয়াজে বলেন এর দলীল কী?

গায়রে মুকাল্লিদ : অবশ্যই আমরা এরূপই করি। কিন্তু তার দলীল তো আমাদের জানা নেই। বরং আমি আমাদের উলামায়ে কেরামের কাছে তা জিজ্ঞাসাও করেছি। কিন্তু তারা কোন উত্তর দিতে পারেনি। আমরা পীড়াপীড়ি করেছি এতে আমাদের ধমক খেতে হয়েছে।

তৃতীয় নীতিমালা এবং তার বিশ্লেষণ

সুন্নী : কেমন যেন আপনারা প্রতিদিন এ আমলগুলো করছেন অথচ আপনাদের দলীলের খবর নাই। তাহলে আপনারা কোন ভিত্তির উপর এ আমলগুলো করেন আর আপনারাই বলে থাকেন যে, দলীল বিহীন কোন কিছুর উপর আমল করা তাক্বলীদ।

যদি অন্য কেউ একাজ করে তাহলে শিরিক হয়ে যায় আর আপনারা নিজেরা এ কাজ করলে আপনাদের কৃতিত্ব বলে গণ্য হয়। তাছাড়া এ তাক্বলীদ কাদের? পঞ্চদশ শতাব্দীর গায়রে মুকাল্লিদ, মসজিদের ইমাম ওয়ায়েয এবং মুসান্নিফীনদের। আর যদি কেউ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের ইমামগণের তাক্বলীদ করে তাহলে তার উপর তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও সমালোচনা শুরু হয়ে যায়, এই স্পষ্ট বৈপরীত্য কেন?

আচ্ছা! আপনারা বলেন যে, "একদিকে কোন দলীয় মাসআলা আর অপরদিকে স্পষ্ট হাদীস থাকলে আপনারা হাদীসের উপর আমল করেন এবং দলীয় মাসআলা ছেড়ে দেন" এ দাবীর সত্যতা কতটুকু।

তার আন্দাযা সামনের কথাবার্তা 'গায়রে মুকাল্লিদ এবং সহীহ বুখারীর" শিরোনামে হতে পারে যে এ দাবীও মরীচিকা ছাড়া কিছুই না।

গায়রে মুকাল্লিদ : এ মরীচিকা কী জিনিস?

সুন্নী : রোদ্রে বালুকাময় যমীন প্রত্যক্ষ করলে দেখবেন যে অদূরে একটা ঢেউ দেখা যাচ্ছে যা দ্বারা অনুভব হবে যে, সেখানে পানি আছে। মানুষ যতই অগ্রসর হয় ততই ঐ ঢেউ দূরে সরে যেতে থাকে। যতটুকু ইচ্ছা সে সফর করে; কিন্তু ঢেউ ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। মুসাফির পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

আপনাদের উলামায়ে কেরাম হাদীসের নামে যে ঝলক দেখাচ্ছে। তা নামের ঝলক! ধ্বনির ঝলক!! দাবীর ঝলক!!! বাস্তবে সেটা মরীচিকা। হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে আপনাদের দাবী এবং আমলের মধ্যে কী পরিমাণ বিরোধ? আপনি তার আন্দাযা নিম্নলিখিত কিছু মাসায়েল দ্বারা কতে পারেন:

(১) আপনাদের উলামায়ে কেরাম এই ফায়সালা প্রকাশ করেছেন যে, সূরা ফাতিহার পূর্বে ইমামের উঁচু আওয়াজে "বিসমিল্লাহ" পড়া কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না। লক্ষ্য করুন: (মুখতাসার ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া পৃষ্ঠা-৪৬-৪৮, সালাতুল মুস্তফা (সা.) পৃষ্ঠা-১৫৯, আলকাউলুল মাকবুল পৃষ্ঠা-৩৫৫)

কিন্তু এখনও আপনারা এই অপ্রমাণিত আমলের পাবন্দী করেই যাচ্ছেন।

(২) আপনাদের উলামায়ে কেরাম ফাতওয়া দিয়ে দিয়েছেন যে, স্বাভাবিকভাবে খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নতের খেলাফ।

লক্ষকরুন : (ফাতাওয়ায়ে সানায়িয়া ১/৫২৩, ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে আহলে হাদীস ২/২, আল ই'তিসাম পৃষ্ঠা-২, সংখ্যা-৯, জুলাই ১৯৯৩ খ্রী, মাসনূন নামায পৃষ্ঠা-১৮)

কিন্তু আপনারা এখনও ঐ খেলাফে সুন্নত আমলের পাবন্দী করেই যাচ্ছেন।

(৩) আপনাদের উলামায়ে কেরাম এই ফায়সালা প্রকাশ করেছেন যে, শহীদের গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়া কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না।

লক্ষ্য করুন: (সালাতুল মুস্তাফা, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃষ্ঠা-৩২৪, নামাযে নববী, পৃষ্ঠা-২৯৭ হাশিয়া)

কিন্তু আপনারা এখনও এই খেলাফে সুন্নতের পাবন্দী করেই যাচ্ছেন।

(৪) আপনাদের উলামায়ে কেরাম এই ফায়সালা প্রকাশ করেছেন যে, বিতিরের দূআয়ে কুনূত রুকুর পূর্বে পড়ার দলীল অধিক শক্তিশালী এবং অগ্রগণ্য। লক্ষ্য করুন: (নামাযে নববী পৃষ্ঠা-২৩৬, মাসনূন নামায:

পৃষ্ঠ-৮৪, আল ই'তিসাম: পৃষ্ঠা-১৮, সংখ্যা-১৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ খ্রী:, আদদাওয়া পৃষ্ঠা: ১৫০ সংখ্যা- এপ্রিল ১৯৯৩ খ্রী:)

কিন্তু আপনাদের ইজতেমায়ী আমল রুকুর পর কুনূত পড়া যেমন ছিল তেমনই আছে।

মোটকথা, ঐ সমস্ত মাসায়েলের ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে যদি আপনি নিজেকে হাদীসের মুতাবিক পরিবর্তন করার উপর প্রস্তুত পান, তাহলে মনে করবেন আপনার হাদীসের অনুসরণের জযবা বিদ্যমান আছে। আর যদি নিজেকে পরিবর্তন করার উপর প্রস্তুত না পান, তাহলে আহলে হাদীসের নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রেজিষ্ট্রি করিয়ে নিন। যেমন আপনাদের কিছু লোক ইতিমধ্যে তা করিয়ে নিয়েছে।

চতুর্থ নীতিমালা এবং তার বিশ্লেষণ

সুন্নী : আচ্ছা, আপনাদের দাবী হল, আপনারা তাক্বলীদের পরিবর্তে ইজতেহাদ করেন। প্রথমে তো এটা বলুন যে, "তাযকিরায়ে দাউদ গাযনবী" নামক কিতাবের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আয়িম্মায়ে আহলে সুন্নাহের মধ্য থেকে কোন এক ইমামের তাক্বলীদ ওয়াজিব। অন্য হালতে মুবাহ। আর তৃতীয় হালতে নাজায়েয।"

এখন যে তাক্বলীদ ওয়াজিব তার উপর আপনাদের কতটুকু আমল হচ্ছে? সাথে সাথে এটাও বলুন যে ইজতেহাদ কাকে বলে?

গায়রে মুকাল্লিদ : এই ওয়াজিব তাক্বলীদের কথা তো আমার জানা নেই। বাকী ইজতেহাদ এই যে, সঠিকভাবে কুরআন-হাদীসের উপর আমল করা, যাতে কোন আমলের ভিত্তি দলীল বিহীন মাসআলার উপর না হয়। যার ফলে তা তাক্বলীদ হয়ে যায়।

সুন্নী : তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার উত্তর আপনার জিম্মায় রইল। এখন আপনি আমাকে বলুন যে, আপনি কুরআন-হাদীসের কিতাবকে তার আসল ভাষা আরবী যবানে পড়ে বুঝতে পারেন?

গায়রেমুকাল্লিদ : আমি তো আরবী বুঝি না। হ্যাঁ তবে উর্দূ অনুবাদ থেকে তার মতলব বুঝতে পারি।

সুন্নী : কেমন যেন অনুবাদক যে অনুবাদ করেছে তাকেই আপনি কুরআন-হাদীসের আসল মতলব বুঝে নিয়েছেন। এভাবে আপনি ঐ অনুবাদকের মুকাল্লিদ হয়ে গেলেন। তিনি যে সহীহ বা ভুল অনুবাদ লিখেছেন, তাকেই আপনি কুরআন-হাদীসের আসল বিষয়বস্তু মনে করেছেন। এটা তাক্বলীদ ছাড়া আর কী?

আর যদি আপনি এটাকে তাকলীদ মানতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে এই অনুবাদ সহীহ হওয়ার উপর কুরআন-হাদীস থেকে কোন দলীল পেশ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদ : অনুবাদ সহীহ হওয়ার উপর তো কুরআন-হাদীসের কোন দলীল পেশ করা সম্ভব না। যেহেতু এই অনুবাদ চতুর্থ শতাব্দীতে হয়েছে। কিন্তু অনুবাদ তো ভুল হতে পারে না।

সুন্নী : যদি আপনি দলীল বিহীন এই অনুবাদের উপর ভরসা করেন, তাহলে এটা সরাসরি অনুবাদকের তাক্বলীদ। বাকী আপনি যে বলেছেন, অনুবাদ ভুল হতে পারে না। তাহলে আপনি বলুন তো: নিম্নলিখিত অনুবাদ সহীহ না ভুল?

আপনাদের ইমাম মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী সাহেবের কিতাবুস সালাতে আছে,

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم امره ان

يخرج فينادى لاصلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فمازاد

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি:) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই ঘোষণা করার হুকুম দিয়েছেন "সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া নামায হবে না। এর চেয়ে বেশী যে যতটুকু চায় সে যেন পড়ে নেয়। (পৃষ্ঠা:৮০)

গায়রে মুকাল্লিদ : আমার তো আরবী জানা নেই যে, আমি আরবী এবারতকে তার অনুবাদের সাথে মিলিয়ে একটি ফায়সালা করে ফেলব।

কিন্তু কীলানী সাহেবের উপর আমার ভরসা আছে যে তিনি সহীহ অনুবাদই করেছেন।

সুন্নীঃ এই অন্ধ তাক্বলীদ দলীল ছাড়া অন্য কেউ করলে হয়ে যায় তাক্বলীদ! আর যদি আপনারা করেন তাহলে সেই তাক্বলীদের নাম হয়ে যায় ইজতেহাদ!!

আচ্ছাঃ এখন হাদীসের অনুবাদ আরেক সালাফী মুসান্নিফের হাওয়ালায় দেখে নিন। তিনি অনুবাদ করেন, "সূরা ফাতিহা এবং তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু অংশ পড়া ছাড়া নামায হয় না।

(রাসূলে আকরাম কী নামায, পৃষ্ঠাঃ ৬৮)

এখন আপনি তো উর্দূ বুঝেন। এজন্য আপনি বলুন তো দুইটি বিপরীত মুখী অনুবাদ সহীহ, না দুটোর মধ্যে একটা? এখন আপনার আস্থা কোনটার উপর হবে?

গায়রে মুকাল্লিদ : জাহের তো হল সহীহ অনুবাদ একটাই হবে। কিন্তু একটা কোনটা? আমি তো ফায়সালা করার পযিশনে নাই। আমাদের মত সাধারণ জনগণ তা ফায়সালা করতে পারবে না।

এহেন পরিস্থিতিতে কাকে মানব আর কাকে ছাড়ব? দুজনই তো আমাদের মাসলাকের লোক।

এজন্য আমি মনে করি, "যে যেই ধরনের অনুবাদ পছন্দ করে সে তাই গ্রহণ করবে।

সুন্নীঃ দুটির মধ্যে একটা সহীহ, অপরটি ভুল এবং সেটা কোনটা?

এভাবেই দলীল ছাড়া কোন এক অনুবাদকের কথা যেনে নেওয়া তার তাক্বলীদ বৈ আর কী?

কিন্তু এই তাক্বলীদ যেহেতু আপনারা করেন এজন্য তার নাম হলে ইজতেহাদ!!!

এখন আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছেন যে, আপনাদের অনুবাদকও ভুল অনুবাদ করে আর আপনারাও অন্ধ তাক্বলীদ করেন।

আরেকটি নমুনা লক্ষ্য করুনঃ

ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على آمين

এর অনুবাদ হাকীম শিয়ালকোটী সাহেব সালাতুর রাসূলের ১৮৯ পৃষ্ঠায় এই করেন যে "(উচ্চস্বরে) আমীন বলার দ্বারা ইয়াহুদীদের যে পরিমাণ গা জলে অন্য কিছু দ্বারা এরূপ গা জলে না।"

এখন আপনি ইমানদারীর সাথে বলুন যে শিয়ালকোটী সাহেব ব্রাকেটে "উচ্চস্বরে" শব্দ বৃদ্ধি করে হাদীসের অনুবাদ এবং তার মর্মকে বিগড়ে দেন নি?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমরা তো এই শব্দকে হাদীসের অংশ মনে করতাম এবং অত্যন্ত খুশী হতাম যে, জোরে আমীন বলার অবস্থান হাদীসে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। কিন্তু আজ আপনি চিহ্নিত করে দিলেন যে এটা হাদীসের অংশ না।

সুন্নী : এটা তো শুধু নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, আপনাদেরকে এই হাক্বীকত বুঝানোর জন্য যে, যাদের অনুবাদ পড়ে আপনারা নিজেদেরকে মুজতাহিদ মনে করেন তাতে আপনারা ঐ সমস্ত অনুবাদকের মুকাল্লিদ হচ্ছেন।

তাছাড়া দলীল বিহীন এবং পার্থক্যহীন তাদের প্রত্যেক সহীহ অথবা ভুল অনুবাদকে হাদীসের মর্ম মনে করে গ্রহণ করে নিচ্ছেন। আর এই অনুবাদও আপনারা গুটি কয়েকটি মাসায়েলের ক্ষেত্রে পাঠ করেন। আর বাকী জিন্দেগীর মুআমালাত তো এভাবে দেখাদেখি, শুনাশুনি পদ্ধতিতে দলীলবিহীন আমল করত: উম্মতের তাক্বলীদ করে ইজতেহাদের গান গাইতে থাকেন।

গায়রে মুকাল্লিদ : একথা তো আমার বুঝে আসল যে, অনুবাদ পড়া অনুবাদকের তাক্বলীদ। তাকে ইজতেহাদ বলা যায় না। কিন্তু আপনি যে বললেন আমরা সারা জিন্দেগীর অন্যান্য মাসায়েলের ক্ষেত্রে দলীল বিহীন আমল করি এটাতো আমাদের উপর অপবাদ?

সুন্নী: আচ্ছা: আপনি বলুন তো আপনারা মহিষের দুধ পান করেন এবং তার দধি, লাচ্ছি এবং মাখন ঘি বানিয়ে ব্যবহার করে থকেন এবং তার গোশতও আহার করেন। কুরআন-হাদীস থেকে আমাকে স্পষ্ট দলীল দেখান যে এটা বৈধ?

গায়রে মুকাল্লিদ : কুরআন-হাদীস থেকে তার দলীল তো আমার জানা নেই। আমরা নিজ বাপ-দাদাদেরকে তা খানা-পিনা করতে দেখেছি। তাহলে তা কী সব ভুল ছিল?

আমরা তো তাদের দেখাদেখি এসব কিছু দ্বারা খানাপিনা করছি।

সুন্নী : তাহলে কী আপনারা সকাল-সন্ধ্যা দলীল বিহীন এই সমস্ত জিনিসকে ব্যবহার করে তাক্বলীদ করছেন না?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের এই বিস্তারিত ঝঞ্জাটের মধ্যে পড়ার প্রয়োজন কী?

আমদের নাম আহলে হাদীস স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, আমরা হাদীসের উপর আমল করি। আমরা ব্যতীত বাকী লোকেরা হাদীসের উপর আমল করেনা।

সুন্নী : আপনি কী পরিমাণ সামঞ্জস্যহীন অস্পষ্ট এবং ভুল কথা বলেছেন। আপনি বলুন তো কখনো জামাতে ইসলামী এ দাবী করেছে যে, আমরা ব্যতীত সমস্ত জামাত অনৈসলামীক।

কখনো কী জামঈয়্যাতে উলামায়ে ইসলাম কি এ দাবী করছে যে, আমরা ব্যতীত সমস্ত জামাতের উলামা কাফের। সমস্ত তানযীম অনৈসলামীক।

গায়রে মুকাল্লিদ : এ সমস্ত জামাআত দাবী এজন্য করে নি যেহেতু এটা তো আহমকের মত দাবী।

সুন্নী : সুতরাং যারা এ দাবী করে যে আহলে হাদীস ছাড়া অন্যান্য লোক হাদীসের উপর আমল করে না তাদের ব্যাপারে আপনার কী মতামত?

গায়রে মুকাল্লিদ : কথা তো শুরু হয়েছিল আহলে হাদীসের মাসলাকের নীতিমালা এবং তার ঘোষণা দ্বারা। আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন যে আমি আপনার কাছে ৫ নম্বর গুপ্ত নীতিমালা চিহ্নিত করে দেব। যাতে আপনার বহস খতম হয়ে যায়।

সুন্নী : জ্বী হ্যা, অবশ্যই বলুন। কিন্তু আমার পূর্বের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব আপনার উপর থাকল। বরং আমি আপনাকে বলে দিতে চাই যে, আপনাদের এই মুর্খতাপূর্ণ আমলের নেতিবাচক ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, আপনাদের গোরাবায়ে আহলে হাদীসের নিকট নিজেদের ইমামদের হাতে বাইআত হওয়ার ধ্যান-ধারণা আছে বিধায় যারা বাইআত হয় না তাদেরকে তারা জাহান্নামী বলে। আপনাদের এই কট্টর পন্থী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে আপনাদের জামাআতে মুসলিমীন বলে দিয়েছে যে, যারা আমাদের জামাতে শামেল হবে তারাই

মুসলমান। নতুবা তারা মুসলমানদের দল থেকে খারিজ। এমন কি তারা বাকী আহলে হাদীসদেরকে মুসলমান মনে করে না।

পঞ্চম নীতিমালা

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের পঞ্চম নীতিমালা হল প্রতিপক্ষ দলের অবস্থা যতই মজবুত হোক এবং দলীলের ভিত্তি যতই শক্তিশালী হোক আর দিলও তা কবুল করে নেয় তবুও আমরা তা মানব না। এজন্য আপনি যতই জোর গলায় প্রমাণ করুন যে আমরা চৌদ্দশত / পনেরশত শতকের ইমাম, ওয়ায়েয ও মুসান্নিফদের তাক্বলীদ করছি অথবা আমাদের আন্দোলনের ফলাফলসমূহ অত্যন্ত পছন্দনীয়ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা তা মেনে নিব না।

সুন্নী : শুকরিয়া। আপনি আমার পুরান চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

একটি সূক্ষ্ম লতীফা স্বরণ আসল : কোন গায়রে মুকাল্লিদ এক কথা প্রসঙ্গে শর্ত আরোপ করল যে "কাক কালো না।" বন্ধুরা সবাই বলল: ফায়সালার সময় তুমি হেরে যাবে। তখন গায়রে মুকাল্লিদ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলল যে, আমি তো মানিই না হারব কীভাবে?!

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনার ইলমের দক্ষতা দেখে প্রভাবিত হয়ে আপনাকে এই গুপ্ত নীতিমালা বলে দিয়েছি। আপনি আর কাউকে বলবেন না। সব কথা সবাইকে বলা যায় না।

ফায়সালা কমিটি

(১) হাদীসের উপর আমলের দাবীদার হাদীসের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করতে পারে নাই।

(২) উম্মতের একতার দাবীদারগণ প্রথমে নিজেরা তো দল বানিয়ে নিয়েছে। আবার নিজেরাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

(৩) উম্মতের একতার দাবীদারগণ খোদ নামাযের মাসআলার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ না।

(৪) কুরআন-হাদীসের দাবীদারগণ উযূ, নামায এবং সারা যিন্দেগীর মুআমালাতের মধ্যে সাধারণত তাক্বলীদের উপর নির্ভর করে, দলীলের উপর না।

(৫) আহলে হাদীসের আলেমগণ হাদীসের আলোকে যে নতুন তাহকীক পেশ করছেন তাদের নিজেদের মসজিদসমূহে তার উপর আমল হচ্ছে না।

(৬) হাদীসের ব্যাপারে আহলে হাদীসের জ্ঞানভান্ডার অনুবাদকের তাক্বলীদের উপর নির্ভরশীল।

(৭) আহলে হাদীসগণ মহিষের দুধ, গোস্ত, লাচ্ছি, মাখন ও ঘি বৈধ হওয়ার উপর কুরআন-হাদীস থেকে কোন দলীল পেশ করতে পারে নি।

(৮) আহলে হাদীস শুধু নিজের নামের কারণে এই আত্মতৃপ্তির শিকার যে, তারাই শুধু হাদীসের উপর আমল করে আর কেউ না। এই চিন্তা পদ্ধতির ভয়ংকর ফলাফল এই বের হল যে, আহলে হাদীসের নয়াদল "জামাআতুল মুসলিমীন" নিজেদেরকে ব্যতীত কাউকে মুসলমান মনে করেনা। মোটকথা, এই চিন্তাপদ্ধতির কারণে সাম্প্রদায়িকতা এবং গোড়ামী বিস্তার লাভ করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খালি মাথায় নামায পড়া

সুন্নী : সাধারণভাবে দেখা যায় যে গায়রে মুকাল্লিদ হযরতগণ নামাযের সময় মাথা ঢাকার ইহতেমাম করে না।

বরং অধিকাংশ তো তারা নামায পড়ার প্রাক্কালে রুমাল টুপী ইত্যাদি ফেলে দেয়। কেমন যেন তা পরলে তাদের গা জ্বলে। আপনি বলুন তো তারা এরূপ কেন করে?

হ্যাঁ, একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, প্রয়োজনের সময় খালি মাথায় নামায পড়ার বৈধতার উপর আপনার সাথে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হল এই বিষয়ে উত্তম এবং মাসনূন তরীকা কোনটি?

সর্বদা খালি মাথায় নামায পড়া না কি মাথা ঢেকে নামায পড়া?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের ফতোয়ায়ে সাত্তারিয়ার মধ্যে আছে, খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নত। ১/৯৮

এজন্য আমরা নিজেদের নামাযে এই সুন্নতের উপর এহতেমামের সাথে আমল করি। সাথে সাথে এটাও লেখা আছে যে, "পাগড়ী-টুপী থাকা অবস্থায় খালি মাথায় নামায পড়ার দ্বারা শর'য়ী কোন অসুবিধা নেই।

সুন্নী : আপনি কি ধারাবাহিকভাবে খালি মাথায় নামায সুন্নত হওয়ার উপর কোন দলীল পেশ করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : জ্বী হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "কোন ব্যক্তি এক কাপড়ে এভাবে যেন নামায না পড়ে যে তার কাঁধ খোলা থাকে। এ হাদীসে মাথা ঢাকার কোন হুকুম নেই।

সুন্নী : (১) যখন আপনি হাদীসে বর্ণিত অবস্থা অনুযায়ী একই কাপড়ে নামায পড়বেন তখন আপনি এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে খালি মাথায় নামায পড়তে পারেন। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদরা তো তিন-চার কাপড় পরিধান করে মাথা খোলা রাখে।

(২) আপনাদের মাসলাকের কিতাব নামাযে নববীর এই হাদীসের নীচে লেখা আছে "এর দ্বারা জানা গেল পুরুষদের জন্য নামাযে মাথা ঢাকা ওয়াজিব না। নতুবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁধের সাথে মাথার কথাও উল্লেখ করতেন। মাথা ঢাকা বেশীর থেকে বেশী মুস্তাহাব বলা যেতে পারে। লোকদেরকে তার উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে"। *(পৃষ্ঠা-৮৩)*

মোটকথা, এ হাদীসের ভিত্তিতে খালী মাথায় নামায পড়া সুন্নত হওয়া কীভাবে প্রমাণিত হল?

বরং আপনাদেরই মুসান্নিফ এ হাদীসের নীচে মাথা ঢেকে নামায পড়াকে মুস্তাহাব আখ্যায়িত করেছেন। খালী মাথায় নামায পড়াকে না।

গায়রে মুকাল্লিদ : এ হাদীসের হাওয়ালা দ্বারা তো এ বিষয়টি বুঝে আসল। চলুন! আরেকটা হাদীস পেশ করছি। হযরত উমর ইবনে আবি সালামাহ রাযিঃ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মে সালামা রাযিঃ এর ঘরে এক কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় দেখেছি। যার দুই কিনারা তার দুই স্কন্ধের উপর রাখা ছিল।

সুন্নী : এখানে ঘরে একবার নফল নামায পড়ার আলোচনা আছে। আপনারাও যখন ঘরে নফল নামায এক কাপড়ে জড়িয়ে কাঁধ ঢেকে পড়বেন, তখন আপনি এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে দিবেন।

আপনারা তো এর সম্পূর্ণ বিপরীত মসজিদে ফরয নামাযে তিন-চার কাপড় পরিধান করেন, আর রুমাল-টুপি ফেলে দিয়ে নামায পড়েন।

তাহলে আপনারা এ হাদীস দ্বারা দলীল কীভাবে পেশ করছেন? আপনারা এই সব অবস্থায় খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নত হওয়ার দলীল পেশ করুন। ইমানদারীর সাথে গোড়ামী পরিহার করে বলুন তো মসজিদে ফরয নামায আদায়ের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের সম্পূর্ণ মা'মূল তো মাথা ঢেকেই নামায পড়ার ছিল, অথচ আপনারা খালী মাথায় নামায পড়াকে সুন্নত আখ্যায়িত করেছেন?

লক্ষ্য করুন, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর ফাতওয়া হল "সহীহ নামাযের পদ্ধতি সেটাই যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

ধারাবাহিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ শরীরকে কাপড় এবং মাথাকে পাগড়ী বা টুপী দ্বারা ঢেকে রাখা"। *(ফাতওয়ায়ে সানায়িয়া-১/৫২৫)*

আমার খুব আশ্চর্য লাগছে যে, আপনারা একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সুন্নতের বিরোধীতা করছেন আর অন্য দিকে আহলে হাদীসের গান গাচ্ছেন!

আচ্ছা! আপনি বলুন তো পীর অফ ঝান্ডা কে?

গায়রে মুকাল্লিদ : ইনি আমাদের বড় মুহাক্কিক আলেম। যার নাম সাইয়েদ মুহিব্বুল্লাহ রাশেদী। "সিন্ধ" নামক স্থানে মাসলাকে আহলে হাদীস প্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা কাউকে পীর মানি না। কিন্তু তার বহুমূখী খেদমতের কারণে পীর মানতে বাধ্য হয়েছি। তাকে পীর অফঝান্ডা সিন্ধও বলা হয়। সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাশিয়ায় তো তার ব্যাপারে এ উপাধী পর্যন্ত লিখেছে "আমাদের শায়খুল ইমাম আবুল কাসেম মুহিব্বুল্লাহ শাহ আররাশেদী" *(তাসহীলুল উসূল, পৃষ্ঠা:৪৬)*

সুন্নী : আমার জানা অনুযায়ী তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় খালী মাথায় নামায পড়ার প্রবক্তা নন।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমিও সাপ্তাহিক আলই'তিসাম নামক পত্রিকার ৯ জুলাই, ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে তার একটি প্রবন্ধ পড়েছি যা একটি পৃথক লিফলেট আকারে ছেপেছে। যার শিরোনাম হল "নামাযে মাথা ঢাকা কেমন? আমি মনে করি এটা তার পীরানা অপারগতা। কেননা, খালি মাথায় ঘরে নামায আদায়কারীকে কে পীর মানবে?

সুন্নী : কিন্তু তিনি আপনাদের উল্লেখিত দলীল খন্ডনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ কথা লিখেছেন, "আমার তো এই কথা বুঝে আসছে না যে, এক কাপড়ে নামায পড়ার বৈধতার হাদীস দ্বারা তার দলীল পেশকারী হযরতগণ শুধু ঐ বেচারী টুপি ইত্যাদি ফেলে দেওয়ার উপর কেন পীড়াপীড়ি করছেন? খালি মাথায় নামায আদায় করা মাসনূন হওয়ার ভিত্তি যদি আপনারা এক কাপড়ে নামায আদায়কারী হাদীসের উপর রাখেন তাহলে বিসমিল্লাহ বলে আপনারা ঘর থেকেই এক কাপড় ছাড়া সব কাপড় খুলে মসজিদে আসা-যাওয়া করুন এবং এভাবেই নামায পড়ু ন। এটাতো অনেক বড় আত্মপ্রবঞ্চনা যে, ঘর থেকে তো কামীস,

সেলওয়ার, কোট ইত্যাদি পরে আসেন আর মসজিদে প্রবেশ করার পর শুধু পাগড়ী অথবা টুপি খুলে নামায পড়া শুরু করেন।

হায়রে আশ্চর্য! তাহলে কী আপনাদের নিকট তার অর্থ ও মর্ম এই যে, সব কাপড় পরিধান করা উচিত, শুধু টুপি ইত্যাদি খুলে ফেলা হবে। কিন্তু এই মর্ম তো পরিপূর্ণ ভুল।"

(আলই'তিসাম, পৃষ্ঠা-৭, ৯ জুলাই ১৯৯৩ খ্রী:)

কেমন যেন আপনার শায়খুল ইমাম উল্লেখিত হাদীস দ্বারা খালি মাথায় নামায পড়ার মর্ম উদঘাটন করাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ : চলুন! আরেকটি বর্ণনা পেশ করছি। "জাবের (রাযি:) এক চাদরে নামায পড়েছেন। যার গিরা গর্দানে লাগা ছিল। অথচ তার কাপড় খুঁটির উপর রাখা ছিল। (আরেক রেওয়ায়াতে আছে, তার চাদর খুঁটির উপর রাখা ছিল) এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করল: আপনি এক চাদরে নামায পড়েছেন?

তখন তিনি বললেন, যাতে তোমার মত আহমক দেখে নেয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় আমাদের মধ্যে কার নিকট দুটি কাপড় ছিল?"

দেখুন! এ বর্ণনায় স্পষ্ট যে, জাবের (রাযি:) এক কাপড়ে নামায পড়েছেন এবং তার মাথা খোলা ছিল।

সুন্নী : (১) যখন আপনারা মসজিদে ফরয নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালি মাথায় নামায পড়ার স্পষ্ট বর্ণনা পেশ করতে পারলেন না তখন এক সাহাবীর আমলকে ভিত্তি বানাচ্ছেন? অথচ আপনারা সাহাবীর ক্বাওল ও আমলকে হুজ্জত মানেন না।

(২) এই রেওয়ায়াতে এক কাপড় বেঁধে নামায পড়ার আলোচনা আছে। খালি মাথায় নামায পড়ার আলোচনা নেই। আপনারাও এই রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে প্রয়োজনের সময় অথবা প্রয়োজন ছাড়া কখনও কখনও এক কাপড় গর্দানে বেঁধে পড়ে নিবেন।

কিন্তু এর দ্বারা কীভাবে প্রমাণিত হল যে, আপনারা তিন-চার কাপড় পরিধান করে খালি মাথায় নামায পড়বেন? কোথায় এই রেওয়ায়াত আর কোথায় আপনাদের আমলের পদ্ধতি? আপনাদেরই কিতাব "সালাতুল মুসলিমীনের ৭৩ নং পৃষ্ঠায় আছে" এই রেওয়ায়াতে এটা কোথায় আছে যে জাবের (রাযি:) খালি মাথায় নামায আদায় করেছেন?

আর যখন নাই তো এই রেওয়ায়াত খালি মাথায় নামায আদায় করার দলীল কীভাবে হল?

(৩) এ বর্ণনা বলছে যে, এক কাপড়ে জড়িয়ে নামায পড়ার প্রচলন সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের মধ্যে ছিল না। এজন্য প্রশ্নকারী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল এবং জাবের (রাযিঃ) কে স্পষ্ট করতে হয়েছে যে তোমাদের মত মানুষদেরকে দেখানো এবং বুঝানোর জন্য এরূপ করেছি। আর পরবর্তী বাক্য অতিরিক্ত তা'কীদের জন্য এসেছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদের মধ্যে থেকে কার নিকট দুটি কাপড় থাকত? অর্থাৎ এই সময় আমাদের অপারগতার কারণে এরূপ করতাম এবং তা দ্বারা নামায হয়ে যেত। এখন তোমাদেরকে এ মাসআলা বুঝানোর জন্য এরূপ করেছি।

মোটকথা, আপনারা সব কাপড় থাকা সত্ত্বেও সর্বদা খালি মাথায় নামায পড়েন। এজন্য এমন বর্ণনা পেশ করুন, যাতে লেখা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা খালি মাথায় নামায পড়তেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি আমাকে একদিনের সুযোগ দিন। আমি আমাদের বড় বড় উলামায়ে কেরাম থেকে তাহকীক করে নিয়ে আসি। কেননা আমাদের মাসলাকের একটা বুনিয়াদী মাসআলা এভাবে দলীলবিহীন হাতে পারে না।

সুন্নী : ফায়সালা কমিটি যদি আপনাকে অনুমতি দেন তাহলে আমার পক্ষ থেকে কোন সমস্যা নেই।

ফায়সালা কমিটি : আমরা বুঝতে পেরেছি যে, খালি মাথায় নামায পড়ার ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদীনদের দাবী তাদের আমল এবং তাদের পেশ করা দলীলের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যতা নেই। আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ প্রতিপক্ষের এর কোন ধারণা ছিল না। এখন পূর্বের কথাবার্তা দ্বারা তিনি ভালভাবে বুঝে নিয়েছেন বলে মনে করি যে তাদের আমল এবং দাবীর প্রমাণের জন্য কোন ধরনের দলীল পেশ করা দরকার। এজন্য আমরা তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি যে তারা অতিরিক্ত তাহক্বীক করে নিয়ে আসুক।

****

সুন্নী : জ্বী সাহেব! অতিরিক্ত তাহক্বীকের পর কী প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাকে আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, যে সমস্ত উলামায়ে কেরামের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি তারা দলীল ভিত্তিক কথাবার্তার বুনিয়াদী নীতিমালা থেকেই বেখবর।

আমি তাদের কাছে সর্বদা খালি মাথায় নামায পড়ার ব্যাপারে এমন এক হাদীস জিজ্ঞাসা করেছি যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবসময় খালি মাথায় নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তারা ঐ দলীলগুলোই পেশ করেছে যা আমি আমার পূর্বের আলোচনায় পেশ করেছিলাম। কিন্তু আমি যখন তাদের কাছে আবেদন করলাম যে, এ দলীলগুলো তো অপারগতা এবং দারিদ্র্যের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। সামর্থ এবং প্রাচুর্যের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত না। অথবা নফল এবং ঘরের নামাযের সাথে সম্পৃক্ত, ফরয এবং মসজিদের নামাযের সাথে সম্পৃক্ত না। অথবা এক দুদিনের আমল। এর দ্বারা সব সময় খালি মাথায় নামায পড়া প্রমাণিত হয় না। এটা শুনে কেউ নিশ্চুপ হয়ে গেছে, আর কেউ ধমক দিয়ে আমাকে বের করে দিয়েছে।

সুন্নী : জনাব! আপনি এবং আপনার উলামায়ে কেরাম সর্বদা খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নত এবং উত্তম হওয়ার উপর বুখারী, মুসলিমের হাদীস তো দূরের কথা, কোন একটি সহীহ হাদীস এবং একটি দুর্বল হাদীসও কেয়ামত পর্যন্ত পেশ করতে পারবেন না।

কিন্তু আপনারা তো এমন লোক যে, খালেছ সুন্নতের আঁচলে পানাহ নেওয়ার পরিবর্তে শুধুই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, দলীয় পূজা, অন্ধ তাক্বলীদ এবং বৈপরীত্যের কারণে সুন্নতের বিরোধীতা করে যাচ্ছেন এবং অত্যন্ত ফখরের সাথে এবং বুক ফুলিয়ে হেলেদুলে বলছেন যে, আহলে হাদীসই সঠিক ধর্মের উপর আছে। আর বাকী সব ওয়াহাবী।

গায়রে মুকাল্লিদ : চলুন! আপনি বলুন তো খালি মাথায় নামায হয়ে যায় কি না?

সুন্নী : কথাবার্তার শুরুতে এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, নামায হয়ে যাওয়া এবং পরিপূর্ণ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া দুটি ভিন্ন ভিন্ন কথা। আমরা বলি যে, নামায হয়ে যায়। কিন্তু সুন্নতের বিরোধী। তাই

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হল মাসনূন, উত্তম এবং অধিক ছাওয়াবওয়ালা পদ্ধতিতে নামায আদায় করা। কারণ ছাড়া দলীল বিহীন শুধু সাম্প্রদায়িকতা এবং জিদের বশর্তী হয়ে এমন পদ্ধতি গ্রহণ না করা যার দ্বারা সাওয়াবের মধ্যে কমতি হয় এবং সুন্নতের বিরোধীতা হয়।

আপনাদেরই উলামাদের ফাতওয়ায় উল্লেখিত আছে যে, তারা মাথা ঢেকে নামায পড়াকে মাসনূন এবং উত্তম আখ্যায়িত করেছেন।

(১) মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ:) এর ফাতওয়া পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) মাওলানা শারফুদ্দীন (রহ:) এর ফাতওয়া

খালি মাথায় নামায আদায় হয়ে যায়। কিন্তু মাথা ঢাকা উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে অধিকাংশ সময়ে পাগড়ী অথবা টুপি রাখতেন।

কিন্তু কিছু লোকের যে অভ্যাস ঘর থেকে পাগড়ী অথবা টুপি মাথায় দিয়ে আসে। এরপরে টুপি অথবা পাগড়ী ইচ্ছা করে নামিয়ে খালি মাথায় নামায পড়াকে নিজেদের শিআর বানিয়ে রেখেছে, আবার তাকেই সুন্নত বলছে, এটা পরিপূর্ণ ভুল।

একাজ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত না। হ্যাঁ, এ কাজকে একেবারে নাজায়েয বলা নির্বুদ্ধিতা। এভাবেই খালি মাথাকে কারণ ছাড়া শিআর বানানোও খেলাফে সুন্নত। আর খেলাফে সুন্নত কাজ নির্বুদ্ধিতার কারণেই হয়। (ফাতাওয়ায়ে সানায়িয়া-১/৫২৩)

(৩) মাওলানা দাউদ গযনবী (রহ:) এর ফাতওয়া

যদি খালি মাথায় নামায ফ্যাশনের কারণে হয় তাহলে নামায মাকরুহ হবে। আর যদি খুশূ-খুযূ এর জন্য হয়, তাহলে নাসারার সাথে সাদৃশ্যতা হয়। ইসলামে ইহরাম ছাড়া খালি মাথা খুশূ এর জন্য হয় না। আর যদি অলসতার কারণে হয়, তাহলে মুনাফিকদের অভ্যাস। মোটকথা, সর্ব দিক থেকে অপছন্দনীয়। *(ফাতওয়ায়ে উলামালে আহলে হাদীস-২/২৯)*

(৪) শায়খুল কুল মিয়া নযীর হুসাইন (রহঃ) এর ফাতওয়া

নামাযে মাথা ঢাকা জরুরী না। হ্যাঁ, এটি একটি মাসনূন বিষয়। করলে উত্তম হবে, আর না করলে কোন তিরস্কার নেই। *(ফাতওয়ায়ে নযীরিয়া-১/২৪০)*

(৫) আপনাদের ফাতওয়ায়ে সাত্তারিয়ায় মাথা ঢাকার ব্যাপারে লিখেছে, আমলটি করলে ভাল আর না করলে নামায হয়ে যাবে। *(৪/১৮২)*

(৬) আপনাদের নামাযে নববীর মধ্যে আছে, মাথা ঢাকা বেশীর থেকে বেশী মুস্তাহাব। লোকদেরকে তার উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মাথা না ঢাকার উপর তিরস্কার করা অনুচিত। (পৃষ্ঠা-৮৩) (আশ্চর্য! আপনারা সুন্নতের বিরোধিতাকারীদেরকে তিরস্কার করার অনুমতি দেন না। কিন্তু কেন?)

(৭) ফাতওয়ায়ে নযীরিয়ায় আছে,

يَابَنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, টুপি এবং পাগড়ী দ্বারা নামায পড়া উত্তম। কেননা, পোষাক হল সৌন্দর্য। যদি কেউ পাগড়ী, টুপি থাকা অবস্থায় অলসতা করে খালি মাথায় নামায পড়ে, তাহলে নামায মাকরুহ হবে। (ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়া-১/২৪০)

(৮) আপনাদের ফতওয়ায়ে সাত্তারিয়্যায় আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, টুপি অথবা পাগড়ী এবং পরিস্কার জুতার সাথে নামায পড়া উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। কেননা, টুপি, পাগড়ী এবং পরিস্কার জুতা শোভা ও সৌন্দর্যের কারণ। আর নামাযীকে সুন্দর আকৃতিতে দাঁড়ানো উচিত। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি উজর বিহীন খালি মাথায় নামায পড়ে নেয়, তাতে কোন সমস্যা নেই। (৩/৫৯) (টুপি এবং পাগড়ীর শ্রেষ্ঠত্ব আয়াত দ্বারা প্রমাণ করলেন। কিন্তু আশ্চর্য হল, বিনা ওজরে খালি মাথায় নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই।

(৯) পীরজাদা রাশেদী (রহঃ) এর ফাতওয়া

গায়রে মুকাল্লিদীনদের সবচে বড় মুহাক্কিক ও ইমাম পীর মুহিব্বুল্লাহ রাশেদী সিন্ধী লিখেন :-

হাদীসসমূহ তালাশ করার দ্বারা এ কথা বুঝে আসে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময়ে হয়তবা মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন অথবা মাথায় টুপি থাকত। লেখকের ইলমের সীমানায় হজ্ব-উমরা ছাড়া এমন কোন সহীহ হাদীস চোখে পড়ে নাই যাতে লেখা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালি মাথায় ঘুরা-ফেরা করতেন। অথবা মাথা মুবারকে পাগড়ী-টুপি ইত্যাদি ছিল কিন্তু মসজিদে এসে তা খুলে ফেললেন, আর খালি মাথায় নামায পড়া শুরু করলেন। যদি কোন সম্মানিত বন্ধুর চোখে এমন হাদীস পড়ে তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।

(আল ই'তিসাম, পৃষ্ঠা-২, জুলাই, ১৯৯৩ খ্রীঃ)

তিনি আরো লেখেন, " আজকাল নতুন প্রজন্ম বিশেষভাবে আহলে হাদীস জামাতের সদস্যরা যে মা'মূল বানিয়ে রেখেছেন তা ফ্যাশনের অনুকরণ বলা যেতে পারে। মাসনূন কোন আমল না। কোন কিছু জায়েয হওয়ার অর্থ কী এটা যে, নফল এবং মুস্তাহাব আমলকে বিলকুল ছেড়ে দেওয়া হবে? বৈধতা প্রকাশের জন্য কখনো কখনো খালি মাথার উপর আমল করা যেতে পারে।

কিন্তু আজকালের মা'মূল দ্বারা তো বুঝা যাচ্ছে যে, হাদীসের কিতাবসমূহে যে মাসনূন, মুস্তাহাব, সুন্নত এবং নফলের অধ্যায় আছে তা পরিপূর্ণ অনর্থক এবং আমাদেরকে শুধু বৈধতা এবং শিথিলতার উপরই আমল করা উচিত। এটা তো ভাল না। *(আল ই'তিসাম পৃষ্ঠা-৬)*

(১০) আল্লামা ওয়াহীদুযযামানও অলসতার কারণে খালি মাথায় নামায পড়াকে মাকরুহ বলেছেন। (কানযুল হাক্বায়েক্ব-২৭)

(১১) আপনাদেরই কিতাব "নামাযে মাসনূনে" আছে, খালি মাথায় থাকা এবং খালি মাথায় নামায পড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের মা'মূলের বিপরীত। *(পৃষ্ঠা-১৮)*

(এখন কী আপনাদের আফসোস হয় না যে, আপনাদের আমলের পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের মা'মূলের বিপরীত?)

(১২) আপনাদের কিতাব "সালাতুল মুসলিমীনে" আছে, মোটকথা, এমন কোন হাদীস নাই, যাতে খালি মাথায় নামায আদায় করার কথা স্পষ্ট আছে এবং তাও আবার বিনা ওজরে। *(পৃষ্ঠা-৭৩)*

আপনারা কী কখনও চিন্তা করেছেন যে, আপনাদের মসজিদের ইমাম মাথা ঢেকে নামায পড়ার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয় এবং অধিক ছাওয়াব কামাই করে কিন্তু সাধারণ লোকদেরকে সুন্নতের বিরোধিতা করিয়ে তাদেরকে ঐ ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখে। বরং আপনাদের উলামাদের ফাতওয়া অনুযায়ী তাদেরকে মূর্খ বানায়; আপনারা কি মূর্খ হতে পছন্দ করবেন?

আপনি অনুমতি দিলে বিষয়বস্তু থেকে সরে আপনাকে একটি প্রশ্ন করব।

গায়রে মুকাল্লিদ : ফায়সালা কমিটি অনুমতি দিলে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন।

ফায়সালা কমিটি : যদি আলোচ্য বিষয়বস্তু বুঝানোর সাথে এ প্রশ্নের সম্পর্ক হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

সুন্নী : আপনাদের নিকট নামাযে "রাফয়ে ইয়াদাঈন" করার হুকুম কি?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের কতক উলামায়ে কেরাম তাকে সুন্নত বলেন। যেমন আমাদের মাওলানা ইসমাঈল সালাফী নিজের লিখিত কিতাব "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী নামায" এর ৬১ পৃষ্ঠায় এভাবেই লিখেছেন এবং আমাদের মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর নিজের লিখিত কিতাব 'আহলে হাদীস কা মাযহাব' এ লেখেন যে "রাফয়ে ইয়াদাঈন" করা মুস্তাহাব এবং উত্তম।

সুন্নী : আশ্চর্য ! রাফয়ে ইয়াদাঈন বিশিষ্ট মাসনূন এবং উত্তম আমলের প্রচারে আপনারা নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যায় করে দিচ্ছেন। প্রত্যেক মাহফিলে কথাবার্তায় ও লেখালেখিতে এ মাসআলায় আলোচনার খৈ ফুটছে। অথচ মাথা ঢেকে নামায আদায়ের মাসনূন এবং শ্রেষ্ঠ আমলকে মিটানোর জন্য আপনারা সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দিচ্ছেন। এই বিপরীতমুখী আমল দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গায়রে মুকাল্লিদীনদের মাকসাদ সুন্নতের প্রচার-প্রসার না বরং তাদের মাকসাদ

হল হাদীস-সুন্নতের নামে নিজেদের কাল্পনিক ধ্যান-ধারণার প্রচার-প্রসার।

তাছাড়া আপনাদের খাজা কাসেম লিখেন, পাগড়ী অথবা টুপি যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাকের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু তা দ্বারা উদ্দেশ্য এটা না যে এগুলো পরিধান করে নামায পড়াকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হবে। *(ক্বাদ ক্বামাতিস সালাত-১৭৪)*

গায়রে মুকাল্লিদ : মাথা ঢাকার ব্যাপারে আমাদের উলামাদের অবস্থান নিজ জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের জনসাধারণের স্তরে ঐ মুষ্টিভর অতিরঞ্জনকারী গ্রুপের ছাপ লেগে আছে।

সুন্নী : এ ধরনের অবস্থা দ্বারা একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, আপনাদের আন্দোলন কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, বাস্তবতার দিকে না কট্টরপন্থী এবং অতিরঞ্জন ও সাম্প্রদায়িকতার দিকে?

মোটকথা, ফাতাওয়ার খুলাছা এই বের হল যে, খালি মাথায় নামায হয়ে যায়, কিন্তু মাথা ঢাকা উত্তম। নামাযে মাথা ঢাকা জরুরী না; হ্যাঁ, এটি একটি মাসনূন বিষয়। মাথা ঢাকা বেশীর থেকে বেশী মুস্তাহাব।

يَابَنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে টুপি এবং পাগড়ী দ্বারা নামায পড়া উত্তম। আর এ দিকে কারণ ছাড়া খালি মাথা থাকার অভ্যাস বানানোকে খিলাফে সুন্নত আখ্যায়িত করেছেন। খালি মাথায় নামায সর্ব দিক থেকে অপছন্দনীয়। খালি মাথায় থাকা, খালি মাথায় নামায পড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মা'মূলাতের খেলাফ।

কিন্তু আশ্চর্য হল, এ সবগুলো সত্ত্বেও গায়রে মুকাল্লিদীনরা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে নির্দ্বিধায় খালি মাথায় নামায পড়ে। আপনি কী তার কারণ বর্ণনা করা পছন্দ করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : একথা আমার বুঝ থেকে অনেক উর্ধ্বে।

সুন্নী : আপনারা রাফয়ে ইয়াদাঈন কে মুস্তাহাব অথবা মাসনূন আখ্যায়িত করেছেন। আবার মাথা ঢেকে নামায পড়াকেও মুস্তাহাব অথবা মাসনূন আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য হল রাফয়ে ইয়াদাঈনের আমল প্রচারে নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দিচ্ছেন আর যদি কেউ মাথা ঢাকার সুন্নত ছেড়ে দেয়, তাহলে আপনাদের ভ্রুও

কুঞ্চিত হয় না। বরং খোদ আপনারাই ঐ সুন্নতকে ছেড়ে দেওয়ার উপর নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন। এই বৈপরীত্য কেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : এ অবস্থার যুক্তিসঙ্গত কারণ আমার বুঝে আসছে না।

সুন্নী : আচ্ছা! মাথা ঢেকে নামায পড়া সুন্নত এবং মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে পুরা উম্মতে মুহাম্মদীর কারো কি দ্বিমত আছে?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমার জানা মতে তো কারো দ্বিমত নেই।

সুন্নী : আচ্ছা রুকু ইত্যাদির মধ্যে রাফয়ে ইয়াদাঈন সুন্নত এবং মুস্তাহাব হওয়ার উপর পুরা উম্মত কী একমত?

গায়রে মুকাল্লিদ : সর্বাবস্থায় এতে মতানৈক্য বিদ্যমান আছে এবং হাদীসও দু ধরনের পাওয়া যায়।

সুন্নী : আপনি কী বলতে পারেন যে, সর্বসম্মত সুন্নতের খেলাফ আপনারা মাঠ গরম করে রেখেছেন অথচ বিরোধপূর্ণ সুন্নতের ব্যাপারে প্রত্যেক অলি-গলি, মহল্লায় আলোচনা হতে থাকে এবং রাফয়ে ইয়াদাঈন না করার উপর ফাতওয়া লাগানো হয়, মুনাজারার চ্যালেঞ্জ হয়, এসব কিছু কেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : এটাতো একটা বিলকুল নতুন প্রশ্ন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে কখনো আমার দৃষ্টি যায় নাই। বাকী আরেকটা হাওয়ালা আমার জেহেনে আসল যে, মাথা ঢেকে নামায পড়ার ব্যাপারে আমাদের ফাতওয়ায়ে সাত্তারিয়ার ৪র্থ খণ্ডের ১৮২ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে, এটা সুন্নতে যায়েদাহ। সুন্নতে হুদা বা তা'আব্বুদী না।

সুন্নী : সুন্নতে যায়েদা, সুন্নতে হুদা এবং সুন্নতে তা'আব্বুদী সুন্নতের এই তিন প্রকারের উপর কোন হাদীস পেশ করে দিন। সাথে সাথে হাদীস শরীফ থেকে এগুলোর সংজ্ঞা পেশ করুন।

গায়রে মুকাল্লিদ : ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়ায় তো তার কোন দলীল লেখা নাই।

সুন্নী : তাহলে তার উদ্দেশ্য এই হল যে, আপনারা যে সুন্নতের উপর আমল করতে না চান তাকে সুন্নতে যায়েদা বলে ছেড়ে দেন। আর এর বিরোধিতায় আপনাদের কোন সাহিত্যিকদের কলম চলে নাই। আপনাদের খতীবের যবানে দলীল পেশ করার আওয়াজ বুলন্দ হয়

নাই। আপনাদের কাঁচা ইলমের অধিকারীগণ মুনাযারার চ্যালেঞ্জ দেয় নাই। আপনাদের কোন মুফতী ফাতওয়া জারী করে নাই। তার উপর কোন লিফলেট বন্টন করা হয় নাই। বরং এমনভাবে আপনারা তা এড়িয়ে গেছেন যে, আপনাদের মনে হয় কিছুই হয় নাই।

এতদ সত্ত্বেও আপনাদের ঘোষক স্টেজের উপর খালি মাথায় দাঁড়িয়ে বলে যে, আহলে হাদীসই সঠিক ধর্মের উপর আছে। আর বাকী সব ওয়াহাবী। অথচ হাকীকত হল এই যে, হাদীসের উপর আমল করার দাবী এক ধরনের হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের তাকাযা আরেক ধরনের হয়।

মোটকথা, এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আপনাদের উদ্দেশ্য হাদীস এবং সুন্নতের প্রচার-প্রসার না। বরং হাদীসের নাম নিয়ে নিজেদের কাঙ্খিত ধ্যান-ধারণার প্রচার-প্রসার। এখন আপনারা খালি মাথায় নামায পড়ে এবং লোকদেরকে পড়িয়ে কী হারাচ্ছেন আর কী পাচ্ছেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি কি অতিরিক্ত কিছু বলা পছন্দ করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : মুহতারাম! এখনও কী কোন ত্রুটি বাকী আছে?

আজকের কথাবার্তার পর আমার জেহেনে শুধু একটি কবিতা ঘুরপাক খাচ্ছে :

اغیار کا جادو چل ہی چکا ہے ایک تماشہ بن ہی گئے

اوروں کو جگانا یار ہا خود ہوش میں آنا بھول گئے

অর্থ : অন্যদের যাদু প্রচলিত হয়ে গেছে, আমরা এক তামাশায় পরিণত হয়েছি। অন্যদের জাগ্রত করার কথা মনে আছে। কিন্তু নিজেদের চেতনার কথা ভুলে গিয়েছি।

সুন্নী : মুহতারাম! যখন আপনাদের নিকট হাদীসের নাম শুধু প্রদর্শনের জন্য নেওয়া হয়, আমলের জন্য না, আর এদিকে সাহাবীর (রাযিঃ) কাউল, ফে'ল এবং ফাহমকে এড়িয়ে আপনারা চৌদ্দশত, পনেরশ শতকের ওয়ায়েয, মুসান্নিফ, হাশিয়া লেখক এবং মসজিদের ইমামদের তাক্বলীদ করছেন তখন অবধারিত ফলাফল তো এটাই বের হয়ে আসবে, যা আপনি এখন দেখছেন।

কমিটির ফায়সালা

(১) সুন্নী এবং গায়রে মুকাল্লিদ একথায় একমত যে খালি মাথায় নামায হয়ে যায়। কিন্তু মাসনূন এবং উত্তম পদ্ধতি কোনটি? তো এ ব্যাপারে-

(২) আমাদের এটা দেখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের আমল খালি মাথায় নামায পড়া নাকি মাথা ঢেকে নামায পড়া? গায়রে মুকাল্লিদের মুখপাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময় খালি মাথায় নামায পড়াকে প্রমাণিত করতে পারেন নি। অথচ মাথা ঢাকার ব্যাপারে খোদ মাওঃ সানাউল্লাহ আমৃতসরী সাহেব এই স্বীকারোক্তি করেছেন যে, সহীহ মাসনূন নামাযের পদ্ধতি সেটাই যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্থায়ীভাবে সাবেত হয়েছে। অর্থাৎ শরীরে কাপড় থাকবে, মাথা ঢাকা থাকবে পাগড়ী অথবা টুপি দ্বারা।

আর অন্যান্য গায়রে মুকাল্লিদ উলামায়ে কেরাম ও তার কাছাকাছি ফাতওয়া প্রকাশ করেছেন।

(৩) গায়রে মুকাল্লিদ এক কাপড়ে নামাযের রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। কিন্তু তা দ্বারা তার অবস্থান প্রমাণিত হয় না। যেহেতু তা দ্বারা-

(ক) এক কাপড় বেঁধে নামায পড়া প্রমাণিত হয়। তিন-চার কাপড় পরিধান করে খালি মাথায় নামায পড়া প্রমাণিত হয় না।

(খ) তাতে ঘরোয়া, নফলী এবং ইনফেরাদী নামাযের আলোচনা আছে। যার দ্বারা মসজিদে ফরয নামাযসমূহ এবং ইজতেমায়ীভাবে আমল করা প্রমাণিত হয় না।

(গ) মাঝে মাঝে করার আমল। তা দ্বারা সর্বদা আমল করা প্রমাণিত হয় না।

(ঘ) মোটকথা, নবীজীর সর্বদার আমলকে দেখতে হবে। আর সেটা হল মাথা ঢেকে নামায পড়া।

(৪) গায়রে মুকাল্লিদীনরা রাফয়ে ইয়াদাঈনকে মাসনূন, মুস্তাহাব এবং উত্তম আখ্যায়িত করে। এভাবে মাথা ঢেকে নামায পড়াকেও মাসনূন, মুস্তাহাব এবং উত্তম আখ্যায়িত করে। কিন্তু প্রথমোল্লিখিত সুন্নত প্রচারে এবং শেষে উল্লেখিত সুন্নত মিটানোতে তারা বিপরীত মুখী আমলের শিকার কেন? এর কারণ উল্লেখ করতে পারেনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিতিরের দূআয়ে কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে

সুন্নী : মুহতারাম! বিতিরের দুআয়ে কুনূতের হাওয়ালায় উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উপর নিজেদের মাসলাক বয়ান করুন।

(১) বিতিরের দুআয়ে কুনূত রুকুর পূর্বে না রুকুর পরে?

(২) বিতিরের দূআয়ে কুনূতে কী হাত উঠিয়ে দূআ করা উচিত, না কি হাত না উঠিয়ে?

(৩) দূআয়ে কুনূতের যে শব্দমালা হাদীসে উল্লেখ আছে তাতে কী কম-বেশী হতে পারে, না হতে পারে না?

গায়রে মুকাল্লিদ : (১) জনাব! খায়বার থেকে করাচী পর্যন্ত এবং ইণ্ডিয়া বাংলাদেশে আমাদের প্রত্যেক মসজিদে বিতিরের দুআয়ে কুনূত রুকুর পরে পড়া হয়।

আমাদের শাইখুল হাদীস জানবায সাহেব লিখেন, কুনূত রুকুর পূর্বে অথবা পরে উভয়টি সহীহ আছে। কিন্তু অধিকাংশ সহীহ রেওয়ায়াত রুকূর পরে পড়াকে সমর্থন করে। *(সালাতুল মুস্তফা-২৫৯)*

আমাদের মুহাদ্দিস মুবারকপুরী সাহেবও তাকে প্রাধান্য দেন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী-১/৩৪৩)

(২) আমরা হাত উঠিয়ে বিতিরের দুআয়ে কুনূত পড়াকে সুন্নত মনে করি।

(৩) দুআয়ে কুনূতের শব্দগুলো হাদীসে যেভাবে বর্ণিত আছে ঠিক সেভাবেই পড়া উচিত। এতে পরিবর্তন হতে পারে না।

লক্ষ্য করুন: *(সালাতুল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-২৫৯)*

সুন্নী : কথা সামনে অগ্রসর হবার পূর্বে কুনূতে নাযেলাহ এবং কুনূতে বিতিরের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে দিন যাতে দলীল পেশ করার সময় কোন অভিযোগ না থাকে।

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু পয়েন্ট আউট করেছেন। যে দুআ দাঙ্গা-হাঙ্গামা অবস্থায় মুসলমানদের কল্যাণকামিতা অথবা কাফের এবং মুসলমানদের দুশমনদের উপর বদ দুআর জন্য ফরয নামায সমূহে করা হয় তাকে কুনূতে নাযেলাহ বলে। আর যে

নির্দিষ্ট দুআয়ে কনূত বিতিরের মধ্যে পড়া হয় তাকে কুনূতে বিতির বলে। যেমন : اللهم اهدنى فيمن هديت. ইত্যাদি।

সুন্নী : আপনি দলীল পেশ করার সময় খেয়াল রাখবেন যে আমাদের কথাবার্তা কুনূতে বিতির সম্পর্কে। সুতরাং তা রুকুর পর পড়ার দলীলসমূহ পেশ করুন। কুনূতে নাযেলাহ এর ব্যাপারে তো সবাই একমত যে তা রুকুর পরেই হবে।

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি আমাকে আলিফ বা পড়াবেন না। আমি এসব বুঝি।

সুন্নী : মুনাসেব মনে করলে কুনূতে বিতির রুকুর পর হওয়ার উপর বুখারী মুসলিম থেকে দলীল পেশ করতে পারেন।

গায়রে মুকাল্লিদ : জ্বী অবশ্যই! নতুবা আমরা এখানে এসেছি কী জন্য? দেখুন!

(১) আমাদের শিয়ালকোটী সাহেব লিখেছেন, "কুনূতের স্থান শেষ রাকাতে রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পরে। (সহীহ মুসলিম) লক্ষ্য করুন:

(সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠা-৩৬০)

ডক্টর লোকমান সালাফী সাহেব এ কিতাবের হাশিয়ার ২৩১ নং পৃষ্ঠায় এবং আরেক হাশিয়া লেখক যুবাইর সাহেব "তাসহীলুল উসূলের" ২৯৫ নং পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ সুকৃত অবলম্বন করেছেন এবং এ হাওয়ালার উপর কোন প্রশ্ন উপস্থাপন না করে তা সহীহ হওয়ার উপর পরিপূর্ণ সত্যায়নের মহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এত স্পষ্ট দলীলের পর এখন আমাদের অবস্থানের সত্যায়নে কী কোন সন্দেহ বাকী আছে?

সুন্নী : এই নিন সহীহ মুসলিম। তাতে পরিপূর্ণ ইবারত পড়ুন। শিয়ালকোটী সাহেবের বর্ণিত ইবারতের সাথে তাকে মিলান, তারপর শিয়ালকোটী সাহেব এবং হাশিয়া লেখককে তা দিয়ে দিন।

সহীহ মুসলিমের কিতাবুল মাসাজিদে আছে-

باب استحباب القنوت فى جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابة فى الصبح دائما وبيان ان محله بعد رفع الرأس من الركوع فى الركعة الاخيرة واستحباب الجهر به

অর্থঃ কুনূত মুস্তাহাব সমস্ত নামাযে, যখন মুসলমানদের উপর কোন মুসিবত আসে। (আল্লাহর পানাহ) সকালের নামাযে এ কুনূত সর্বদা মুস্ত াহাব হওয়া এবং তার জায়গা হল শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর এবং তা জোরে বলা মুস্তাহাব।

(১) শিয়ালকোটী সাহেব محله এর জায়গা পরিবর্তন করে محل القنوت। লিখে দিয়েছেন। যাতে পাঠকারী এটাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবারত মনে করে। অথচ এর যমীর পূর্বের কুনূতের দিকে ফিরেছে। যা কুনূতে নাযেলাহ কুনূতে বিতির নয়।

(২) পূর্বের ইবারতে এটা স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এটা এমন কুনূতের আলোচনা যা কোন মুসিবত অবতীর্ণ হওয়ার সময় পড়া হয়। শিয়ালকোটী সাহেব আসল হাক্বীকতকে গোপন করার জন্য পরিপূর্ণ ইবারত নকল করেন নাই। বরং তাতে কাটছাট করে কুনূতে নাযেলাহ বিশিষ্ট ইবারতকে কুনূতে বিতিরের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

(৩) এই হরকতকে আপনারা ইলমী খেয়ানত বলেন, আমানতের হত্যা কিংবা দিয়ানাতের দাফন বলেন আপনার ইচ্ছা। আমি তার উপর কোন ব্যাখ্যা করব না। আশ্চর্য হল যে, আলকাউলুল মাকবূল পৃষ্ঠা ৫৮২), (হাশিয়ায়ে লোকমান-২৩১), (তাসহীল-২৯৫পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তাহরীফের ব্যাপারে কোন টিকা লেখা হয়নি।

গায়রে মুকাল্লিদ : এই যে সহীহ মুসলিম আপনার হাতে আছে তা কোন মুকাল্লিদ প্রকাশকের ছাপানো তো না?

সুন্নী : মুহতারাম! এখন সহীহ বুখারী, মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের ভিত্তিতেও বিভক্তি দেখা যাচ্ছে। যাই হোক আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এটা আপনাদের প্রকাশনা দারুস সালামের ছাপানো।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের শিয়ালকোটী সাহেব তো অত্যন্ত জিম্মাদারীর সাথে হাওয়ালা দেন। না জানি এখানে এত বড় ভুল কীভাবে হয়ে গেল? যাই হোক, তার মুতালাআর পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। তিনি রুকুর পর কুনূত পড়ার উপর অতিরিক্ত আরো ৩টি দলীল লিখেছেন। আমি তা পেশ করছি।

(২)

ان ابا هريرة رض كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده

অর্থ : আবু হুরাইয়রা (রাযি:) হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে যখন سمع الله لمن حمده বলতেন তখন দুআয়ে কুনূত পড়তেন। (নাসায়ী) (সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম-৩৫৯)

সুন্নী : জনাব নাসায়ী শরীফের পরিপূর্ণ হাদীস এবং শিয়ালকোটী সাহেবের আধা হাদীস যখন মিলাবেন তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এ হাদীসের সম্পর্ক কুনূতে নাযেলার সাথে না কুনূতে বিতিরের সাথে? পূর্ণ রেওয়ায়াত লক্ষ্য রুন:

ان ابا هريرة رض كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل ان يسجد الله انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من المومنين اللهم اشدد وطأتك على مضر.

(سنن نسائی)

অর্থ: আবু হুরাইরা (রাযি:) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد বলার পর দু'আ করতেন। তারপর সিজদার পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন: হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা বিন হিশাম, আইয়াশ বিন আবি রাবিআ এবং দুর্বল মুসলমানদেরকে আপনি মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! মুযার ক্বীলাকে আপনি শক্তভাবে পাকড়াও করুন।

(সুনানে নাসাঈ-১০৭৫)

(১) এখন যদি শিয়ালকোটী সাহেব পুরা হাদীস বয়ান করতেন তাহলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, এটা তো হাঙ্গামা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত

কুনূতে নাযেলাহ। এজন্য তিনি আধা হাদীস বর্ণনা করে অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন নি।

(২) ঐ সালাতুর রাসূল কিতাবের হাশিয়া লেখক তাসহীলুল উসূলে এ রেওয়ায়াতের ব্যাপারে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ কুনূত ফজরের নামাযের ক্ষেত্রে।

এমতাবস্থায় আপনি শিয়ালকোটী সাহেবের এ দলীলকে কী শিরোনাম দেবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : অত্যন্ত ভয়ানক অবস্থা সামনে আসছে। যাই হোক, শিয়ালকোটী সাহেবের সামনের রেওয়ায়াত পেশ করছি।

٣. عن ابي هريرة رض قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه .....قال

আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, দুআয়ে কুনূত পড়তেন।

(নাসাঈ, সালাতুর রাসূল পৃষ্ঠা-৩৫৯)

রুকুর পরে দুআয়ে কুনূতের ব্যাপারে এ বর্ণনা তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এতে সংশয় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সুন্নী : গায়রে মুকাল্লিদীনদের দালায়েল হবে আর এতে সংশয় সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না- কিছু মনে করবেন না- এটা কীভাবে হতে পারে? এ বর্ণনায় তো শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আর এটাও দিন-দুপুরে ডাকাতির মত। সুনানে নাসায়ীর বর্ণনা লক্ষ্য করুন। আর চতুর্দশ শতাব্দীতে গায়রে মুকাল্লীদীনদের বিকৃত হাদীসের কারিশমা দেখুন।

عن ابي هريرة رض قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من

الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم انج الوليد ابن الوليد (نسائى)

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালের নামাযে দ্বিতীয় রাকাত থেকে মাথা উঠালেন বললেন, হে আল্লাহ! ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদকে মুক্তি দিন। *(নাসাঈ-১০৭৪)*

(১) আপনি দেখছেন যে শিয়ালকোটী সাহেব "من الركعة الثانية من صلاة الصبح অর্থাৎ ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকাত" এ শব্দগুলো কেটে তাতে নুকতা লাগিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া قال এর পরে হাঙ্গামী দুআর জায়গায় নুকতা লাগিয়ে দিয়েছেন। যাতে পাঠকারীর নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট না হয় যে, এই দুআ কুনূতে নাযেলাহ, কুনূতে বিতির না। তাছাড়া قال এর অর্থ কী "তিনি কুনূত পড়েছেন"?

(২) এ কিতাবের হাশিয়া লেখক, সুপ্রসিদ্ধ মুহাক্কিক যুবাইর আলী সাহেব তাসহীলুল উসূলের" ২৯৫ পৃষ্ঠায় সুনানে "নাসাঈ"র মধ্যে আবু হুরাইরা (রাযিঃ) এর উল্লেখিত দুই রেওয়ায়াতের তাখরীজ করেছেন। কিন্তু উভয়টার নাম্বার পরিবর্তন করে দিয়ে ১০৭৪ এর জায়গায় ১০৭৩ এবং ১০৭৫ এর জায়গায় ১০৭৪ লিখে দিয়েছেন। এ পরিবর্তনের কী রহস্য?

তাছাড়া হাশিয়া লেখক উল্লেখিত মুসান্নিফের বিকৃত ইবারতের তাখরীজ তো করেছেন কিন্তু তা চিহ্নিত করেন নি। অথচ ঐ সালাতুর রাসূল কিতাবের হাশিয়া লেখক সিন্ধু সাহেব এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সংকলক এ হাদীসে راسه এবং قال এর মাঝে উল্লেখিত শব্দগুলো হযফ করে দিয়েছেন।

"من الركعة الثانية من صلاة الصبح اللهم انج الوليد بن الوليد" যার দ্বারা জানা যায় যে, এটা নাযেলার কুনূত ছিল। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে পড়েছেন। (পৃষ্ঠা-২৩০)

মুহতারাম! আহলে হাদীস নাম রেখে প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাদীসের সাথে এই ধৃষ্টতা কোন বাস্তবতার দিকে ইশারা করছে?

গায়রে মুকাল্লিদ : আহাদীসে নববীর সাথে আমাদের জিম্মাদার উলামায়ে কেরামের ব্যবহার আমাকে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত করেছে। যাদের উপর ভরসা ছিল তারাই খেয়ানত করতে শুরু করল।

যাই হোক! রুকুর পর দু'আয়ে কুনূতের ব্যাপারে শিয়ালকোটী সাহেব আরেকটি সুস্পষ্ট দলীল লিখেছেন। যার পরে আর কোন দলীলের প্রয়োজন পড়ে না।

٤. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخرة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাকাতে سمع الله لمن حمده বলার পর কুনূত পড়েছেন। *(আবু দাউদ)*

সুন্নী : ধারাবাহিকভাবে গোল হচ্ছে, কিন্তু তারপরও আপনি ময়দানে ভরসা করে টিকে আছেন। আমি আপনার আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করছি। কিন্তু আপনি ঈমানদারীর সাথে দেখুন এবং মিলান যে শিয়ালকোটী সাহেব পূর্বের রীতি অনুযায়ী এ রেওয়ায়াতের সাথেও কিরূপ ব্যবহার করেছেন। আবু দাউদের আসল রেওয়ায়াত লক্ষ্য করুন:

قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا فى الظهروالعصر والمغرب والعشاء وصلا الصبح فى دبركل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخرة يدعو على احياء من بنى سليم على رعل وذكوان.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারাবাহিক এক মাস কুনূত পড়েছেন যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে, যখন তিনি سمع الله لمن حمده বলতেন। বনূ সালীমের গোত্র রাআল এবং যাকওয়ানের উপর বদ দুআ করতেন।

(আবু দাউদ-১৪৪৩)

(১) আপনি উভয় রেওয়ায়াত পরস্পর মিলিয়ে দেখুন। শিয়ালকোটী সাহেব شهرا متتابعا থেকে নিয়ে فى دبركل صلاة পর্যন্ত হাদীসের অংশ হযফ করে দিয়েছেন। যাতে এ কুনূত এক সাথে পড়া এবং যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযে পড়ার আলোচনা রয়েছে। যার দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, এটা কুনূতে নাযেলাহ কুনূতে বিতির না।

(২) من الركعة الاخيرة এর পরে রাআল এবং যাকওয়ান গোত্রের আলোচনা রয়েছে, এটাও তিনি উল্লেখ করেন নি।

মোটকথা, নিজেকে হাদীসের সাঁচে গড়ার পরিবর্তে শিয়ালকোটী সাহেব কাটছাট করে হাদীসকে নিজের মত বানানোর নিন্দনীয় প্রচেষ্টা করেছেন।

(৩) সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাশিয়া লেখক বিকৃত হাদীস এড়িয়ে আদবের সাথে অন্তত এতটুকু লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ হাদীসটাও কুনূতে নাযেলার ব্যাপারে।

(৪) সিন্ধু সাহেব আবূ হুরাইরা (রাযি:) এবং ইবনে আব্বাস (রাযি:) এর উল্লেখিত উভয় রেওয়ায়াতের ব্যাপারে লিখেন যে, সংকলক (রহ:) উল্লেখিত উভয় হাদীস দ্বারা এই মাসআলার উপর দলীল পেশ করেছেন যে, দুআয়ে কুনূত রুকুর পর পড়া হবে। কিন্তু এ হাদীসগুলোকে এই মাসআলার দলীল বানানো প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা, তার সম্পর্ক কুনূতে নাযেলার সাথে, কুনূতে বিতিরের সাথে না।

(আল কাউলুল মাকবূল পৃষ্ঠা-৫৮৮)

(৫) ডা : লুকমান সালাফী সাহেব লিখেছেন সংকলক (রহ:) এ হাদীসগুলোকে এ মাসআলার দলীল বানিয়েছেন যে, দুআয়ে কুনূত রুকুর পরে পড়া হবে। কিন্তু তার এ দলীল পেশ করাটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা, তার সম্পর্ক কুনূতে নাযেলার সাথে কুনূতে বিতিরের সাথে না।

(সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাশিয়ায়ে লোকমানের সাথে-২৩১)

আপনাদের এই কেন্দ্রীয় বই এবং এত বড় মুসান্নিফের এই করুণ দশা। তাহলে বাকীদের কী দশা? তারা তো তারই অনুসারী।

এখন তাদের উপর আর কী আস্থা থাকতে পারে? কুনূতে বিতিরের সময় রুকুর পরে হওয়ার উপর একটি সহীহ হাদীসও পেশ করতে পারল না। তাই এখন নিজেদের অবস্থান সহীহ হাদীসের মুতাবিক করার পরিবর্তে তারা উল্লেখিত হাদীসকেই পরিবর্তন করে দিল।

গায়রে মুকাল্লিদ : এ সব কিছু দেখে তো আমার মাথা শরমে ঝুঁকে যাচ্ছে। আমাদেরকে তো এটাই বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, রুকুর পরে কুনূতের দালায়েল অত্যন্ত মজবুত। যেমন "ইমতিয়াযী মাসায়েলের

মধ্যে আব্দুল্লাহ রুপড়ী সাহেব লিখেছেন, বরং উত্তম হল রুকুর পরে। কেননা অধিকাংশ রেওয়ায়াত এটার উপর রয়েছে। *(পৃষ্ঠা-৯০)*

আমাদের শায়খুল হাদীস জানবাযও লিখেছেন, অধিকাংশ সহীহ রেওয়ায়াত রুকুর পর পড়ার ব্যাপারে সমর্থন করে (পৃষ্ঠা-২৫৭, ২৫৯) অথচ শিয়ালকোটী সাহেব একটা দলীলও পেশ করতে পারলেন না।

সুন্নী : এটা হল সেই মৌখিক জমা খরচ, যার পিছনে আপনারা চোখ বন্ধ করে চলছেন। কখনো তাকে হাদীসের অনুসরণ বলছেন। কখনো ইজতেহাদের গান গাচ্ছেন। অথচ বাস্তবে এটা আপনাদের চৌদ্দশতকের ইমাম, ওয়ায়েয, মুসান্নিফ, মুতারজিম এবং মৌলভীদের অন্ধ তাকলীদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং গোড়ামী। যার অনুমান আপনি আরেকভাবে করতে পারেন। নিম্নে রুকুর পরে কুনূতে বিতিরের ব্যাপারে আপনাদের উলামাদের তাহকীক পেশ করছি। কিন্তু গোড়ামী, হঠকারী এবং সাম্প্রদায়িকতার এমন বেহাল দশা যে, তার উপর আমলকারী কেউ নেই।

(১) আপনাদের "নামাযে নববীতে" লেখা আছে, (যা ছাপা হয়েছে ১৯৯৮ সালে") বিতির নামাযে রুকুর পর কুনূতের ব্যাপারে সমস্ত রেওয়ায়াত দুর্বল। আর যে সমস্ত রেওয়ায়াত সহীহ, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকুর পর কুনূতে বিতির ছিল, না কুনূতে নাযেলাহ? এজন্য সহীহ তরীক্বা হল বিতিরের কুনূত রুকুর পূর্বে পড়া হবে। *(পৃষ্ঠা-২৩৬)*

(২) আপনাদের "মাসনূন নামায" (যা ছাপা হয় ২০০০ সালে) তাতে দারুস সালামের পর্যালোচনা-রচনা শাখার ডাইরেক্টর লিখেন "তা সত্ত্বেও বিতিরের দুআয়ে কুনূত রুকুর পূর্বেই পড়বে। সাহেবে মুরাআত এটাকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। *(পৃষ্ঠা-৮৪)*

(৩) আপনাদের আলই'তিসাম পত্রিকায় আছে, এই সমস্ত রেওয়ায়াতের তাকাযা হল বিতিরের নামাযে কুনূত রুকুর পূর্বে পড়া উচিত। (পৃষ্ঠা-২০-২৫, রজব ১৪১২ হি:) তাছাড়া এটাও লেখা আছে, "বিতিরে দুআয়ে কুনূতের ব্যাপারে আমাদের মত হল যে তা রুকুর পূর্বে হওয়া উচিত। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সম্পর্কে স্পষ্ট ফরমান এবং প্রকাশ্য আমল আমাদের জন্য অকাট্য

ফায়সালার মান রাখে। তাছাড়া অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এ কথাই বর্ণিত আছে। যদিও কিছু সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সম্পর্কে এমন কিছু আ'ছার পাওয়া যায় যে তারা রুকুর পর দু'আ করতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান এবং আমলের মুকাবেলার পর তার কোন ধর্তব্য নেই। তাছাড়া এগুলো মুহাদ্দিসীনদের মাপকাঠিতে সঠিকভাবে উত্তীর্ণ না।

(পৃষ্ঠা-১৮, আলই'তিসাম ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৯৯২ সাল)

(৪) আপনাদের মুখপত্র আদ দাওয়া পত্রিকার মুফতী বলেন, একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, যে সমস্ত দু'আ হাঙ্গামা অবস্থায় মুসলমানদের কল্যাণ কামিতা এবং মুসলমানদের দুশমন ও কাফেরদের উপর বদ দুআর জন্য করা হয় তা রুকুর পরে পড়া হয়। যাকে কুনূতে নাযেলা বলে। আর যে দু'আ রুকুর পূর্বে চাওয়া হয় তাকে কুনূতে বিতির বলে।

(পৃষ্ঠা-৫০, এপ্রিল ১৯৯৩ সাল)

মোটকথা, বিগত বছরগুলোতে আহলে হাদীস উলামাগণ এই হাকীকতকে মেনে নিয়েছেন যে, কুনূতে বিতির রুকুর পর পড়া দুর্বল এবং রুকুর পূর্বে পড়া সহীহ। কিন্তু আপনাদের মসজিদে আজ পর্যন্ত সহীহ তরীকার উপর আমল শুরু হয় নি। এর কারণটা দয়া করে বলবেন কি?

গায়রে মুকাল্লিদ : সম্ভবত আশপাশের মুকাল্লিদদের পরিবেশ আমাদেরকে নিজেদের উলামায়ে কেরামের এমন পাক্কা মুকাল্লিদ বানিয়ে দিয়েছে যে, সহীহ হাদীস গ্রহণ করার পরিবর্তে আমরা নিজেদের মাযহাবী অবস্থানের উপর অটল আছি। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কখনো এটা নায় যে, আমাদের এই রীতি-নীতি সহীহ আছে।

হাত উঠিয়ে দুআয়ে কুনূত

সুন্নী : গায়রে মুকাল্লিদগণ সাধারণত দু'আর মত হাত উঠিয়ে কুনূত পড়ে। তার দলীল বর্ণনা করুন।

গায়রে মুকাল্লিদ : সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামক কিতাবে শিয়ালকোটী সাহেব তো কোন দলীল বর্ণনা করেন নি।

আশ্চর্যের বিষয় হল, অন্যান্য কিতাবেও তার কোন দলীল বর্ণনা করা হয়নি। আমারও এ ব্যাপারে কোন স্পষ্ট হাদীস ইয়াদ নেই।

সুন্নী : আপনারা হাত উঠিয়ে কুনূতে বিতির পড়েন। হাদীসে নববী থেকে তার কোন দলীল আপনাদের এবং আপনাদের মুসান্নিফদেরও জানা নেই। যদি দলীল জানা ছাড়া আপনারা ব্যতীত অন্য কেউ আমল করে তাহলে আপনারা তাকে তাকলীদ বলেন! আর নিজেরা করলে আহলে হাদীস থাকেন!! এটা কি আজীব বিভক্তি নয়? আচ্ছা! আপনারা কি ক্বিয়াসের উপর আমল করেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমরা কুরআন হাদীস ছাড়া কোন কিছুর উপর আমল করিনা। আর ক্বিয়াসকে তো আমরা অপছন্দ করি। তার উপর কীভাবে আমল করব?

সুন্নী : আপনারা সাধারণ দু'আর মত কুনূতে বিতিরের মধ্যেও হাত উঠিয়ে দু'আ করেন, তার দলীল কী? কিছুক্ষণ বুকে হাত রেখে এ হাওয়ালাগুলো শুনে নিন।

(১) আপনাদের মাসনূন নামাযে লেখা আছে, "দু'আয়ে কুনূতের ক্ষেত্রে বিতিরের মধ্যে হাত উঠানোর ব্যাপারে স্পষ্টভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন রেওয়ায়াত নেই। তা সত্ত্বেও কুনূতে নাযেলার উপর কিয়াস করে হাত উঠানো যেতে পারে। *(পৃষ্ঠা-৮৪)*

(২) আপনাদের জামাআতুদ দাওয়ার তরজমান মাজাল্লাতুদ দাওয়া নামক পত্রিকায় আছে " যারা বিতিরের কুনূতে হাত উঠিয়ে দু'আ করে তারা কুনুতে নাযেলার উপর ক্বিয়াস করে। *(পৃষ্ঠা-৫০, এপ্রিল ১৯৯৩)*

(৩) আপনাদের কিতাব "حی علی الصلاۃ " এর মধ্যে আছে "কুনূতের জন্য হাত উঠানোর বর্ণনা কুনূতে নাযেলার ব্যাপারে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম থেকেই পাওয়া যায়। বিতিরের ব্যাপারে কোন মারফু রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। তবে তার উপর ক্বিয়াস করা যেতে পারে। *(পৃষ্ঠা-৫৩)*

মোটকথা, অন্যদেরকে ক্বিয়াসের উপর আমল করার জন্য ভর্ৎসনা করার পূর্বে আয়নায় নিজেদের চেহারাটা একটু দেখে নিন।

(৪) আপনাদের নামাযে নববী (যা ছাপা হয়েছে ১৯৯৮ সালে) তাতে আছে, "দুআয়ে কুনূতের ক্ষেত্রে বিতিরের মধ্যে হাত উঠানোর

ব্যাপারে কোন মারফু রেওয়ায়াত নেই। কিন্তু মুসান্নাফে ইবনে আবি শাঈবায় কিছু আছার পাওয়া যায়। (পৃষ্ঠা-২৩৭)

(৫) আপনাদের তাসহীলুল উসূল (যা ছাপা হয়েছে ২০০৫ সালে) তাতে আছে " উত্তম হল কুনূতে বিতিরে হাত না উঠানো। (পৃষ্ঠা-২৯৭)

উপরোল্লিখিত মুফতীগণ এবং তাদের মসজিদগুলো সহ আপনাদের সমস্ত মসজিদে এ উত্তম তরীকার উপর কেন আমল হয় না? সম্ভবত গোড়ামী, অন্ধ তাক্বলীদ এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে।

দুআয় কম বেশী করার মাসআলা

সুন্নী : বিতিরের দু'আয়ে কুনূত মাসনূন দুআসমূহের মধ্য থেকে একটি দু'আ। তার মধ্যে কমবেশী করার ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত?

গায়রে মুকাল্লিদ : আমাদের জানবায সাহেব লিখেছেন, "দু'আর শব্দগুলো সেভাবেই পড়া উচিত, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। কেননা, অপ্রমাণিত শব্দাবলী বলা বিদআত। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহে অনর্থক বৃদ্ধি করার মধ্যে শামিল। যা কখনো প্রশংসাযোগ্য হতে পারে না। *(সালাতুল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃষ্ঠা-১১৭)*

সুন্নী : শাইখুল হাদীস সাহেব তো বিদআতের এত বড় ফাতওয়া লাগিয়েছেন যে, তিনি নিজেই তার আওতায় পড়ে গেছেন এবং মাওলানা শিয়ালকোটী সাহেবকেও তার নিশানা বানিয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ : এটা কীভাবে সম্ভব! আমরা তো বিদআত থেকে এমনভাবে দূরে থাকি যেমন তীর ধনুক থেকে।

সুন্নী : জানবায সাহেব সালাতুল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামক কিতাবের ২৫৬ পৃষ্ঠায় দুআয়ে কুনূতের যে শব্দাবলী লিখেছেন তাতে- نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ এ শব্দগুলো আছে। আর এ শব্দগুলোই শিয়ালকোটী সাহেব সালাতুর রাসূল এর ৩৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। অথচ আপনাদের মাসনূন নামাযের ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ এ শব্দগুলো হিসনে হাসীনের মুসান্নিফ এবং

নববী (রহ.) নকল করেছেন। কিন্তু কোন হাদীসের কিতাবে এ শব্দগুলো পাওয়া যায় না। কতিপয় উলামায়ে কেরাম তো স্পষ্টভাবে এ কথাও বলেছেন যে, এ বৃদ্ধিকরণ উলামাদের পক্ষ থেকে হয়েছে। অন্যদের উপর কুফর-শিরিক, বিদআত এবং গুমরাহীর ফাতওয়া লাগানোর ব্যাপারে তো আপনারা অত্যন্ত সজাগ। এখন বিদআতের ফতোয়া কাদের উপর লাগাবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : আপনি সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন। অন্যদের উপর ফাতওয়া লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা এই শতাব্দীর লোকদেরকে ক্ষমা করি না। কিন্তু আমাদের উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে ঠোঁট নড়াচড়া করারও অনুমতি দিই না। তাই আপনি আমাকে বিশদ বিবরণ থেকে অপারগ মনে করুন।

সুন্নী : আচ্ছা! বিদআতকে তো বিদআত বলা উচিত এবং তা চিহ্নিত করাও উচিত, কি বলেন? যাতে লোকজন তা থেকে বাঁচতে পারে।

গায়রে মুকাল্লিদ : আমি আপনার সাথে একমত যে, বিদআত চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী এবং তার উপর চুপ থাকা অত্যন্ত অপছন্দনীয়।

সুন্নী : সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাশিয়া লেখক তাসহীলুল উসূল এর ২১৫ পৃষ্ঠায় এ সমস্ত বাক্যের ব্যাপারে কোন বিশ্লেষণ করেন নি। উল্লেখ্য যে, এ কিতাবের হাশিয়া লেখক নামাযে নববীর হাশিয়াও লিখেছেন)

সালাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্য হাশিয়া লেখক ডক্টর লোকমান সালাফী সাহেব ২৩১ নং পৃষ্ঠায় নীরবতা অবলম্বন করেছেন। বরং ঐ দু'আর হাশিয়ায় বিভিন্ন হাদীসের কিতাবসমূহের হাওয়ালা দিয়ে একথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছেন যে, পরিপূর্ণ কুনূত এ সমস্ত কিতাবে বিদ্যমান আছে। অথচ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ শব্দাবলী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের কিতাবসমূহে বরং কোন হাদীসের কিতাবেই নেই। তাহলে কী আপনি এই নীরবতা বরং এই প্রতারণাকেও অপছন্দ করবেন?

গায়রে মুকাল্লিদ : অন্য কেউ যদি হত তাহলে ছোট বড়র দিকে লক্ষ্য করা ছাড়া আমি তার জন্য এ শব্দগুলো বরং তার চেয়েও কঠিন শব্দ বলে দিতাম। বরং ফাতওয়া জারী করে দিতাম। কিন্তু নিজেদেরও কিছু অধিকার থাকে। যদি আমি তার ভুল প্রতিহত করতে না পারি তাহলে অন্তত কোন তিরস্কার না করি। তাছাড়া লুকমান সালাফী সাহেব হিন্দুস্তানে বিশেষভাবে পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে আমাদের মাদ্রাসগুলোতে মালী সাহায্যও করে থাকেন। এ সমস্ত লোকদেরকে তিরস্কার করা নিজের পায়ে কুড়াল মারার মত হবে।

কমিটির ফায়সালা

(১) কুনূতে নাযেলা রুকুর পরে পড়ার ব্যাপারে সকলে একমত। কিন্তু কুনূতে বিতির রুকুর পূর্বে পড়বে না পরে, এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

(২) প্রথমে দাবী করা হয়েছে যে, অধিকাংশ সহীহ রেওয়ায়াত দ্বারা কুনূতে বিতির রুকুর পরে পড়া প্রমাণিত। কিন্তু দাবীদার নিজেদের অবস্থানের উপর একটি সহীহ হাদীসও পেশ করতে পারে নি। আর এদিকে শিয়ালকোটী সাহেব চারটি দলীলের মধ্যে কাটছাট করে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে কুনূতে বিতির রুকুর পর প্রমাণ করার দু:খজনক চেষ্টা করেছেন।

(৩) আহলে হাদীসের হাওয়ালাগুলো দ্বারা এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, কুনূতে বিতির রুকুর পূর্বে হওয়া সহীহ এবং অগ্রগণ্য। কিন্তু এটা জানা নেই যে, তাদের মসজিদসমূহে তার উপর আমল কেন হয় না?

(৪) আহলে হাদীসগণ কিয়াসকে অত্যন্ত নিন্দনীয় আখ্যায়িত করেন। কিন্তু সাধারণ দুআর মত হাত উঠিয়ে দুআয়ে কুনূত পড়ার উপর কিয়াস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। এটা আজীব বৈপরীত্য।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

* গায়রে মুকাল্লিদ এবং হারামাইন শরীফ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

* গায়রে মুকাল্লিদ এবং সহীহ বুখারী

পূর্বকথা

আহলে হাদীস বন্ধুগণের জোরালো কয়েকটি দাবীর মধ্যে একটি হলোঃ পবিত্র হারামাইন শরীফাইনে নাকি তাদের কর্মপন্থার উপরই আমল করা হচ্ছে। সরলমনা মুসলমানদের সামনে বন্ধুগণ এই বুলিটি বেশ জোরেশোরেই আওড়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে একে একটি কৌতুক বৈ অন্য কিছু বলা যায় না।

কেননা-

মাহে রমজানে হারামাইনে বিশ রাকাত তারাবীহ, রমজানের শেষ দশকে তারাবীর পর সালাতে তাহাজ্জুদ, সাথে সাথে তিন রাকাত বিতরের নামায, জুম'আর দুই আযান, আরবীতে জুমআর দুই খুৎবা, নিঃশব্দে জানাযার নামায, সূরা ফাতেহার পূর্বে একই রকম নিঃশব্দ তাসমিয়া, জামাতবদ্ধ নামাযে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক আয়াতের জওয়াব না দেওয়া- এসব বিষয় তাদের দাবীকে সমর্থন তো করেই না, বরং প্রত্যাখ্যান করে দৃঢ়ভাবে। বন্ধুগণ যদি আপন দর্শন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার উপর অটল থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন তাহলে তো ভালো, কিন্তু যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে উপরোক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের রয়েছে বলেই মনে করি। সামনের আলোচনায় এই বিবরণগুলোই বিশদভাবে বিবৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

আহলে হাদীস বন্ধুগণ সহীহ বুখারীর সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্কের কথা বলে থাকেন। বাস্তবে এর যথার্থতা কতটুকু? এর পরিমাপ সামনের আলোচনাসমূহে উদ্ভাসিত হবে। তবে সর্ব সাধারণ গাইরে মুকাল্লিদ ভাইগণের কাছে আমাদের বিনয়নম্র আবেদন হলোঃ ভাইগণ! আপনাদেরকে মূলত শরীয়তে ইসলামীয়ার প্রকৃত ঐশ্বর্য হতে দেউলিয়া বানিয়ে আপনাদের মন-মগজের সারবস্তু নিষ্কাশিত করা হয়েছে। অতএব এক্ষুণিই এই আগ্রাসী গোষ্ঠীর দাসত্ব হতে নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে পবিত্র করুন। বীরত্বের সঙ্গে সহীহ বুখারীর এই হাদীসসমূহের উপর সঠিক পন্থায় আমল করতে আগ্রহী হোন। বরং আহলে হাদীস আলেমগণকে এর উপর আমল করার দাওয়াত দিন। যদি তারা বাস্তবেই সুন্নাহর পদাংক অনুসরণ করে তাহলে তো খায়ের। নইলে বুখারী বুখারী করে তাদের এই সরগরম হট্টগোলের কতটুকু বাস্ত

বতা রয়েছে আমরা আপনার সামনে তা অতি স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছি।

আরেকটি কথা- সাধারণ আহলে হাদীস বন্ধুগণ ধারণা করতে পারেন যে, হানাফী মাযহাবের আলেমগণ তাদের উলামায়ে কেরামের মত কেন গ্রহণ করেন না অথচ তাদের কিতাবে সর্বদা হাদীসের আলোকেই মাসলা-মাসায়েল ও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আসলে বন্ধুগণ, হানাফী উলামায়ে কেরামের সামনে বাস্তবতার যে স্বচ্ছ দর্পণ রয়েছে সাধারণ আহলে হাদীস ভাইদের থেকে তা অন্ধকার আড়ালেই লুকিয়ে আছে।

তাদের কিতাবে তো হাদীসের গলত হাওয়ালা, গলত তরজমা এবং হাদীসের তাহরীফ ও বিকৃতি সাধনের মহড়া সজ্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং যে লেখকগণই এমন অনৈতিকতায় দোষদুষ্ট তাদের সংকলন তো দোষমুক্ত হবার প্রশ্নই আসে না। জেনে বুঝে হানাফী উলামায়ে কেরাম কীভাবে এমন অযাচিত মতামত গ্রহণ করতে পারেন?

প্রথম পরিচ্ছেদ

গাইরে মুকাল্লিদ এবং হারাম শরীফ

জনৈক গাইরে মুকাল্লিদ এবং সুন্নীর মাঝে কথোপকথন!

গাইরে মুকাল্লিদ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

সুন্নী : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

গাইরে মুকাল্লিদ : লোক-মারফত জানতে পারলাম আপনি উমরা এবং রওজা শরীফ যিয়ারতের জন্যে হারাম শরীফে যাচ্ছেন। এ কারণেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা হলো। আমি কি কিছু সময় আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

সুন্নী : বহুত বহুত শোকরিয়া! আরো অনেক বন্ধু-বান্ধব দু'আ চাওয়ার জন্য আসছেন। যিনি উমরায় যাচ্ছেন তার থেকে দু'আ নেওয়া সুন্নাত- এই কারণেই। আপনিও তো মনে হয় এই আন্তরিক বাসনা নিয়ে এসেছেন বৈ-কি!

গাইরে মুকাল্লিদ : ভাই, এই আজগুবি সুন্নাত তো আজই আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। এমন কোন নব-আবিষ্কৃত সুন্নাত-পালনার্থে আপনার কাছে আমি আসিনি। আমি মূলত হজ্ব কিংবা উমরাকারীদের কাছে বিশেষ কিছু আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকি। সেই একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আপনার কাছে আসা।

আপনি তাদেরকে আমীন অবশ্যই উচ্চস্বরে বলতে শুনবেন। নামাযে তাদেরকে রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখবেন এবং এমন আরো অনেক বিষয় দেখবেন যে গুলোর মধ্যে আমাদের মতাদর্শের প্রতি তাদের সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং এই সব কিছু অবলোকন করে আপনি আমাদের মাসলাক, আমাদের পথ ও পন্থার অনুসরণে আন্ত রিকভাবে সচেষ্ট হবেন এই আশা করছি। এতে আপনার হজ্ব সার্থক হবে, দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ হবে। এখন যাই। হজ্ব থেকে ফিরে আসলে আবার দেখা হবে।

হজ্ব থেকে ফিরে-

গাইরে মুকাল্লিদ : খবর পেলাম-আপনি দেশে ফিরে এসেছেন। আপনার সঙ্গে মতবিনিময়ের ইচ্ছে হলো- তাই চলে আসলাম। আচ্ছা ভাই, আপনি হারামাইনে যা দেখলেন তার আলোকে কী সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন, বলুন তো-

সুন্নী : আল্লাহু আকবার! আমার আল্লাহর ঘর চির প্রশস্ত। এতে সংকীর্ণতার কোন স্থান নেই। সাদা-কালো, আরবী-আজমী, মুকাল্লিদ-গাইরে মুকাল্লিদ- এসব সর্বজন স্বীকৃত। প্রত্যেকেই নিজের পছন্দ মোতাবেক আপন আপন পদ্ধতিতে আমল করছে। কোন আপত্তি-বিপত্তি নেই, দৃষ্টি সংকীর্ণতা- বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ির কোন অবকাশ নেই। এটাই তো আমাদের প্রিয় নবীর মসজিদে নববীর অবস্থা ছিলো। সেখানে কেউ কাউকে ভুল সাব্যস্ত করতো না। "অমুক বিষয় প্রমাণ করে দিতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার" এমন চ্যালেঞ্জ সেখানে ছুঁড়ে মারা হতো না। আমি হারাম শরীফে গিয়ে মসজিদে নববীর সেই খোশমানযার, ভ্রাতৃত্বের সেই অনুপম দৃষ্টান্ত দেখে প্রথম দিনই তোমাদের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলি। তোমাদের এসব কথা তো দৃষ্টি-সংকীর্ণতার অবধারিত পরিণাম। যা ব্যক্তি পূজা কিংবা দল পূজার কারণে তোমাদের চিন্তা চেতানাকে অবশ বানিয়ে রেখেছে। একজন চৈতন্যশীল মুসলমান হয়ে তোমাদের এসব অসুস্থ কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে আমার আর রুচি হয় নি।

গাইরে মুকাল্লিদ : আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনি আগে বলুন রফয়ে ইয়াদাইনের মহান সুন্নাত সেখানে যিন্দা আছে কি-না?

সুন্নী : যারা অন্যান্য দেশ থেকে আসেন তারা নিজ নিজ মাসলাক অনুসারেই আমল করেন। যারা রফয়ে ইয়াদাইন করে অভ্যস্ত তারা রফয়ে ইয়াদাইন করেই নামায আদায় করেন, আর যারা না করে অভ্যস্ত তারা রফয়ে ইয়াদাইন না করেই নামায আদায় করে। আর সেখানের স্থায়ী বাসিন্দাদের ব্যাপারে যতটুকু জানি তাদের মধ্যে সব রকমেরই লোক পাওয়া যায়। রফয়ে ইয়াদাইন করেন এমন লোক যেমন পাওয়া যায়, রফয়ে ইয়াদাইন করেন না এমন লোকও তেমন পাওয়া যায়।

কিন্তু সমস্যা হলো- রফয়ে ইয়াদাইন যারা করেন তাদের তো আপনারা দেখতে পান কিন্তু এই যে অসংখ্য লোক যারা রফয়ে ইয়াদাইন করছেন না তিক্ত হলেও মহাসত্য যে, তাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না।

গাইরে মুকাল্লিদ : আমার কথা হলো পবিত্র হারামাইনে যখন রফয়ে ইয়াদাইনের উপর আমল হচ্ছে, তাহলে আপনারা কেন এর বরখেলাফ আমল করছেন?

সুন্নী : রফয়ে ইয়াদাইন যারা করছেন তাদেরকে যদি আপনারা প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারেন তাহলে রফয়ে ইয়াদাইন যারা করছেন না তাদেরকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে আপনাদের সমস্যাটা কোথায়? এটাও তো পবিত্র হারামাইনেই হচ্ছে। বরং অনুগ্রহ করে টিভি-চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিবেন- রফয়ে ইয়াদাইন যারা করছেন তাদের সংখ্যা হারাম শরীফে বেশী না রফয়ে ইয়াদাইন যারা করছেন না তাদের সংখ্যা সেখানে বেশি! সুতরাং তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে মধ্য পন্থা অবলম্বনে আগ্রহী হোন।

গাইরে মুকাল্লিদ : ভাই, সবচেয়ে বড় কথা হলো- হারামের ইমামগণও রফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নত অনুসরণ করেন। সুতরাং মুক্তাদীদের কথা বাদ দিয়ে আমরা হারামের ইমামগণের অনুসরণ কি করতে পারি না?

সুন্নী : ঠিক আছে, তাহলে আপনার নিশ্চয় জানা আছে যে, মক্কা শরীফের ইমাম শায়েখ সুবাইল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়ে বলেছেন হারামাইনের ইমামগণ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। (দেখুন: شرعی فیصلے পৃষ্ঠা-২১৮) হারামের ইমামগণের রফয়ে ইয়াদাইন করাকে যদি আপনারা অকাট্য দলীল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন তাহলে তাদের তাকলীদকে কেন আপনারা নিজেদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করছেন না? বরং ঐতিহাসিক ভাবে এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, পবিত্র হারামাইনে চৌদ্দশত বছরের এই সুদীর্ঘকালে কোন গাইরে মুকাল্লিদ ইমাম নিযুক্ত করা হয়নি। এমন কোন ইমাম এখানে নিযুক্ত হয়নি যিনি তারাবীর নামায আট রাকাত পড়েন, কিংবা টুপি ছাড়া খালি মাথায় নামায পড়েন অথবা জুমআর প্রথম খুতবা অনারবী আর সানী

খুতবা আরবী ভাষায় পাঠ করেন এবং চার ইমামের তাকলীদকে শিরক বলে আখ্যা দেন। এসব বিষয় আপনাদের অনুসরণ যোগ্য না হয়ে কেবল হারামের ইমামগণের রফয়ে ইয়াদাইন কী কারণে আপনাদের অনুসরণযোগ্য হচ্ছে সেটাই এক বিশেষ প্রশ্ন।

مقلد حرم کے مصلوں پہ ہیں　　یہی تیرہ صدیوں سے ہے انتظام
یہ سلفی موحد ہیں گر واقعی　　ہوئے کیوں نہ پھر حرم کے امام

গাইরে মুকাল্লিদ : সেখানে আমীন তো উচ্চস্বরে বলা হয়, এটা কি অস্বীকার করা যাবে?

সুন্নী : এই বিষয়টিও আমি পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার যা মনে হয়েছে তা হলো: লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মজমায় কয়েক হাজার মানুষ বিভিন্ন দিক থেকে অবশ্যই স্বশব্দে আমীন বলেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা- নি:শব্দে যারা আমীন বলেন তাদের থেকে বেশি কিছুতেই হবে না। তবে স্বশব্দে যারা আমীন বলেন তাদের আওয়াযটাতো সর্ব দিক থেকেই কর্ণগোচর হয়, যার ফলে সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের নি:শব্দ আমীনের প্রতি আপনারা সচকিত হতে পারেন না।

গাইরে মুকাল্লিদ : হারামের কতিপয় ইমাম সূরা ফাতেহা পড়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন। যেন মুক্তাদীগণও সূরা ফাতেহা সমাপ্ত করতে পারেন। বোঝা গেল এই ইমামগণও ফাতেহা খালফাল ইমাম তথা ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেন। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত শুনতে চাই।

সুন্নী : কিন্তু এই ইমামগণই তো তারাবীর নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ে এক মুহূর্তও বিরতি দেন না। এখানে তো মুক্তাদীগণের ফাতেহা পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হয় না। অতএব, আপনাদের নীতি অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে কারো তারাবীই সহীহ হওয়ার কথা না, যেহেতু ফাতেহা খলফাল ইমাম পাওয়া গেল না।

গাইরে মুকাল্লিদ : আমার মনে হচ্ছে- আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের মুকাল্লিদ। কুরআন হাদীসের কোন পরোয়া আপনি করেন না। সুতরাং যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছি।

সুন্নী : যে কথাটা বললেন তা স্পষ্ট করে তবেই না যাওয়া! আসলে বাড়াবাড়ি কারা করছে? মূলত আপনি আমাকে হারামাইনে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, সেগুলোই আমি বাস্তবতার আলোকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছি। এতটুকু যদি আপনার দৃষ্টিতে বাড়াবাড়ি হয় তাহলে আপনাকে আমি কিছু প্রশ্ন করি, আপনি সেগুলোর উত্তর দিন। এ থেকেই পরখ করা যাবে- বাড়াবাড়ি কিংবা সীমালঙ্ঘন কে এবং কারা করছে?

প্রথম প্রশ্ন : হারামাইনে রমজান মাসে তারাবী বিশ রাকাত হয়। আপনারা তা না করে তারাবী পড়েন আট রাকাত। হারামের অনুসরণ এখানে কোথায় গেল?

গাইরে মুকাল্লিদ : এটা তো ভুল একটি বর্ণনা। আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, সেখানে তারাবী আট রাকাতই হয়, বিশ রাকাত নয়।

সুন্নী : ঠিক আছে, এতো তর্ক না করে চলুন আজ রাতে সউদী টিভি চ্যানেলে দেখি তারাবী কয় রাকাত হচ্ছে। টিভিতে হারামাইন থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। আপনি গুনে গুনে তখন দেখবেন তারাবী কয় রাকাত হচ্ছে।

গাইরে মুকাল্লিদ : আরে! এই মিডিয়াকর্মীদের ব্যাপারে তো সর্বস্বীকৃত যে, নির্জলা মিথ্যা বলা এদের নিয়মিত কারবার। ফটোগ্রাফররা তাদের হাতের কারসাজী দেখাতে বিশেষ পারদর্শী। এই সব প্রতারকদের জন্যে আটকে বিশ বানানো মামুলী ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কথা- বিশ রাকাত যদি কোন ইমাম পড়িয়েও থাকেন তাহলে আমরা আট রাকাত পড়েই বেরিয়ে যাই।

সুন্নী : হ্যাঁ! কথা সত্য যে, আট রাকাত তারাবী পড়ে কিছু লোক হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর হারামের প্রাঙ্গণে বসে আড্ডা জমায় কিংবা অলিতে-গলিতে অথবা বাজারে ঘুরে বেড়ায়। আচ্ছা তাহলে এরাই তোমাদের মতাবলম্বী-লামাযহাবী? মুকাম্মাল বিশ রাকাত যারা পূর্ণ করেন তাদের বিপরীতে এদের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগ হলে হতে পারে। বাকী আটানব্বই ভাগের বিরাট জামাত আদায় করেন বিশ রাকাত। হারামাইন শরীফের আমলকে যদি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তো আটানব্বই ভাগ মুসল্লী যে আমল করে সেটাকেই দলীল

বানানো উচিত। তা না করে তোমরা শতকরা দুই ভাগ মুসল্লীর আমলকে দলীল বানাচ্ছ।

এই তথ্য থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হারাম শরীফের মোট মুসল্লিদের দুই ভাগ হচ্ছেন গাইরে মুকাল্লিদ অপর দিকে আটানব্বই ভাগ মুসল্লি হচ্ছেন মুকাল্লিদ। এখন ইনসাফের দৃষ্টিতে আপনিই ফায়সালা করুন- হারামের রীতি-নীতিকে যদি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতেই হয় তাহলে কি গুটিকয়েক মানুষের নব-আবিষ্কৃত আমলকে গ্রহণ করব, না আটানব্বই ভাগের বিরাট অংশকে প্রমাণ স্বরূপ আমাদের আমলের বুনিয়াদ বানাবো। যাদের সঙ্গে হারামাইনের ইমামগণও ঐক্যমত পোষণ করছেন?

গাইরে মুকাল্লিদ : জনাব! আমি এই ধারণা কখনো করতে পারিনি যে, কথার লাগাম আপনি অন্যদিকে টেনে নিবেন। যাই হোক, আমাদের এই মতবিনিময় আপনি গোপন রাখতে চেষ্টা করবেন। সব কথা তো আর বলে বেড়াবার নয়, এ জন্যেই আর কি! এবার বলুনঃ আপনার সফর কেমন কাটলো? সফরের ক্লান্তিভাব দূর হয়েছে তো?

সুন্নী : আলহামদুলিল্লাহ! সফর খুব ভালো কেটেছে। ক্লান্তি একদমই অনুভব হয়নি। আচ্ছা, কুশল পরে হবে তার আগে আমার অবশিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : হারাম শরীফে তারাবীর নামাযের পর তিন রাকাত বিতরের নামায পড়া হয় যার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। সেখানে আপনারা বিতর পড়েন এক রাকাত। হারামের সঙ্গে এখানে আপনাদের মিল কেন হয় না?

গাইরে মুকাল্লিদ : আপনি তো হানাফীদের প্রচারকৃত অসত্য ও ভুল তথ্যকে বিশ্বাস করে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। আমাদের আলেমগণ বলেছেন হারামে বিতর এক রাকাতই হয়, তিন রাকাত নয়।

সুন্নী : তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের বক্তব্য হল তারাবী আর তাহাজ্জুদ দুটো একই নামায। তাই যদি হয় তাহলে হারাম শরীফে রমযান মাসে শেষ দশকে বিশ রাকাত তারাবীর পর দশ রাকাত তাহাজ্জুদের নামায পৃথকভাবে কেন আদায় করা হয়? এর থেকেই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের নিকটও তারাবী এবং

তাহাজ্জুদ পৃথক স্বতন্ত্র দুটো নামায। প্রথম বিশ রাকাত তারাবী এর কিছুক্ষণ পর যে দশ রাকাত আদায় করা হয় সেটা হচ্ছে তাহাজ্জুদ। অন্য দিকে আপনাদের বক্তব্য এর সম্পূর্ণ উল্টো। এখানে এসে হারামের সঙ্গে আপনাদের গভীর সেতু বন্ধন কোথায় গেল?

গাইরে মুকাল্লিদ : জ্বি জনাব! অনেক হয়েছে, এখন অনুমতি দিন; উঠি। আপনার উত্থাপিত এসব অনর্থক বিষয় নিয়ে কথা বলার তেমন কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।

সুন্নী : জ্বি- হ্যাঁ! এখন তো বলবেন অনর্থক। কেননা মাসআলা উল্টো দিকে গড়াচ্ছে এবং আপনার স্বার্থের প্রতিকূলে যাচ্ছে! কিন্তু মনে রাখবেন, এসব কথা আপনাদের শেখানো মূলনীতির আলোকেই বলি এবং বলছি। সুতরাং অনুগ্রহ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলে বাধিত হবে।

গাইরে মুকাল্লিদ : আসলে আরো বেশ কিছু লোক উমরা করে এসেছেন, তাদের সঙ্গেও দেখা করার প্রয়োজন ছিলো। যদি এখন যাবার অনুমতি দেন তাহলে আমার একটু সুবিধা হয়!

সুন্নী : আমিও তো ভাই উমরা করেই এসেছি। আমার থেকে এমন কি গোস্তাখী দেখতে পেলেন যার কারণে এতো তাড়াহুড়ো করছেন? আমার প্রশ্ন তো এখনো শেষ হয়নি, সবগুলো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলেও অন্ততপক্ষে প্রশ্নগুলো শোনে তারপর যান।

চতুর্থ প্রশ্ন : আপনারা জানাযার ক্বেরাত এবং দু'আ উচ্চস্বরে পড়ে থাকেন। হারাম শরীফে কিন্তু তা নিম্নস্বরে পড়া হয়। হারামের প্রতি এতো উচ্চ ভক্তি থাকা সত্ত্বেও হারামের আমলকে এখানে তরক করা হলো কেন?

গাইরে মুকাল্লিদ : এই প্রশ্ন নিয়ে আমি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রয়েছি। এ ধরনের আরো বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের মৌলভীদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। তবে সন্তোষজনক কোন উত্তর তারা দেননি। ঠিক আছে! এবার কি আমি যেতে পারি?

সুন্নী : এসেছেন- চা না পিয়েই কি চলে যাবেন? আপনি পেয়ালায় চুমুক দিন, পেয়ালা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার সময় নিচ্ছি।

পঞ্চম প্রশ্ন : মক্কা মুকাররমা এবং মদীনা মুনাওয়ারা উভয় মসজিদে জুমআর আযান মসজিদের ভেতরে দু'বার দেওয়া হয়। অথচ আপনারা জুমআর আযান দেন একবার। এখানে হারামের প্রতি আপনারা কোন ভ্রুক্ষেপ করছেন না।

গাইরে মুকাল্লিদ : ভাই, চা বেজায় গরম! পিরিচ দিন- ঠাণ্ডা করে পান করতে হবে।

সুন্নী : হ্যাঁ! পিরিচ এক্ষুণি চলে আসছে, আপনি আমার আরো কিছু প্রশ্ন শুনতে থাকুন-

ষষ্ঠ প্রশ্ন : হারাম শরীফে ইমামগণ জুমআর নামাযে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" পাঠ করলে কোন মুসল্লীকে এর জওয়াবে "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" বলতে শুনিনি। অথচ আপনারা এমন বিশেষ কিছু আয়াতে সমস্বরে তার জওয়াব দিয়ে থাকেন। এখানে কি হারামের বরখেলাফ আমল করায় আপনাদের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না।?

গাইরে মুকাল্লিদ : চা শেষ হয়েছে ভাই। এখন ওয়াদা মোতাবেক যাবার অনুমতি দিলে ভালো হতো। কারণ, এই মহল্লারই আট নম্বর লেনের একজন বাসিন্দা উমরা করে এসেছেন, তার সঙ্গেও একটু সাক্ষাৎ করতে হয়!

সুন্নী : হ্যাঁ! ওয়াদা আমার ঠিক থাকবে। চলুন, আমরা এক সঙ্গেই বের হই। পথে আপনার সঙ্গে মতবিনিময় আরো একটু এগিয়ে নিই।

অষ্টম প্রশ্ন : আপনারা সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করেন। এক্ষেত্রে হারামের আমলের প্রতি কখনো কি দৃষ্টিপাত করেছেন? আমি তো হারামে বিসমিল্লাহ নিম্নস্বরেই পাঠ করতে দেখেছি। এর কোন জওয়াব কি আপনার জানা আছে?

গাইরে মুকাল্লিদ : ভাই গোস্তাখী মাফ হয়! আমার স্মরণ ছিলো না যে, এই চার নম্বর লেনের একজনের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ করতে হবে। আট নম্বর লেনের যার কথা বলেছিলাম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ একটু পরেই হোক। সুতরাং এখন তো আমাকে ছাড়বেন!

সুন্নী : অবশ্যই! অবশ্যই! এই চার নম্বর লেনে ঢুকতে ঢুকতে বলুন তো হারাম শরীফে জুমআর খোতবা উভয়টা আরবীতে হয় না অন্য কোন ভাষায়?

গাইরে মুকাল্লিদ : আরবীতে হয়। তবে মূল কথা তাই যা আমাদের ফতোয়া সাত্তারিয়্যাতে আছে। ফতোয়া সাত্তারিয়্যার প্রথম খণ্ডের একশত ছিয়ানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় বলা আছে: "খুতবা শ্রোতামণ্ডলীর ভাষা অনুযায়ী হওয়া উচিৎ এবং এটাই শরয়ী মাসআলা" অতএব আমাদের এখানে খুতবা বাংলা ভাষায় হয় বাংলাভাষী শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সুতরাং আপত্তিটা কিসের?

সুন্নী : আপনাদের ফতোয়া সাত্তারিয়্যার এই শরয়ী মাসআলার দলীল কী? আর আমরা যদি মেনেও নেই এটাই শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা তাহলে আপনারা এই পন্থাকে উভয় খোতবায় কেন প্রয়োগ করেন না? এক খুতবা আরবী ভাষায় অপর খুতবা শ্রোতাদের ভাষায় এটা কোথায় পেলেন?

গাইরে মুকাল্লিদ : এতোসব প্রশ্নের উত্তর তো ভাই এক মুহূর্তে দিতে পারবো না। তবে দলীলের কথা জিজ্ঞেস করেছেন সেটার উত্তর দিচ্ছি– ফতোয়া সাত্তারিয়্যা কিতাবটি আমাদের মহান ইমাম আব্দুস সাত্তার কর্তৃক প্রণীত। আর তার কথা, তার কাজ- এসব কিছুই আমাদের জন্য দলীল স্বরূপ।

সুন্নী : মহান ইমামের প্রতি আপনাদের এমন নি:শর্ত-অন্ধ আনুগত্য দেখে খানিকটা আশ্চর্যই হচ্ছি। ইমাম আবু হানীফার কথাকেও তো আমাদের উলামায়ে কেরাম প্রথমে কুরআন-সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেন। তারপর আমাদের জন্য তার উপর আমল করার অনুমতি দেন। যাই হোক ভাই, আপনার সঙ্গে কথা বলে বড়ই তৃপ্তি পেলাম। ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে তো?

গাইরে মুকাল্লিদ : জ্বি.....না! কস্মিনকালেও আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

সুন্নী : তা না হোক, অন্ততপক্ষে এই চতুর্থ লেনে যে হযরত উমরা করে এসেছেন তার কাছে দু'আ নেবার জন্য কি আপনার সাথী হতে পারি?

গাইরে মুকাল্লিদ : জ্বি..... না তারো কোন দরকার নেই।

সুন্নী : আপনার ঠিকানা কিংবা মোবাইল নম্বর চাচ্ছি। এটার তো স্বীকৃতি হবে!

গাইরে মুকাল্লিদ : কক্ষনো না। এই ভুল আমরা করি না।

সুন্নী : বরাহে করম, কোন একদিন আমার মনযিলে খানার দাওয়াত রাখুন। দাওয়াত কবুল করা তো সুন্নাত। সুতরাং কবে আসবেন বলুন-

গাইরে মুকাল্লিদ : এর জওয়াব ফতোয়া সাত্তারিয়্যার চতুর্থ খণ্ডের ঊনপঞ্চাশ কিংবা পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় দেখে নিতে পারেন।

সুন্নী : বড় অদ্ভুত কথা শোনালেন! পূর্বাপর কথার সঙ্গে এর কোন মিল কি আছে!

গাইরে মুকাল্লিদ : সংশ্লিষ্ট হাওয়ালাটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

সুন্নী : বন্ধু! এই জনমে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয় কি-না হয়! তাই একটা বিষয় স্পষ্ট করে নিতে চাচ্ছি। যদি অনুমতি হত.....।

গাইরে মুকাল্লিদ : আরে ভাই! তুমি তো চরম বিপত্তি হয়ে দাঁড়ালে। ছায়ার মতো আমার সঙ্গে ঘুরছো। কী ব্যাপার বলো।

সুন্নী : অধৈর্য হয়ো না বন্ধু! তুমি কি নবাব ওয়াহীদুয যামানকে চেনো?

গাইরে মুকাল্লিদ : তিনি হাদীসের সালাফী ভাষ্যকার। আমাদের উলামায়ে কেরাম এমনকি সাধারণ মানুষের হাদীসের দীক্ষা তার থেকেই হয়ে থাকে।

সুন্নী : حدیث نماز নামে একটা কিতাব রয়েছে- নিশ্চয় জানো। কিতাবটির বিশ নম্বর পৃষ্ঠার তাঁর হাশিয়ায় যে উক্তিটি বিবৃত হয়েছে তা যদি আমি তোমাকে বলে দিই তাহলে ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে আশা করি। আর কোন আপত্তি তোমার থাকবে না। সেই সঙ্গে তোমার এবং অন্যান্য লোকদেরও সময় সাশ্রয় হবে।

গাইরে মুকাল্লিদ : অবশ্যই বলুন। তিনি তো আমাদের সমস্ত মতামতের কেন্দ্রস্থল।

সুন্নী : তিনি বলেন: পূর্ববর্তী অনেক উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, মদীনা মুনাওয়ারা কিংবা মক্কা মুআযযমার

বাসিন্দাদের কথা ও কাজ কোনটাই শরীয়তের সনদ নয়। কেননা উভয় স্থানেই বেদআত ও নবউদ্ভব কর্ম-কাণ্ড ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব হারামাইনে হয় বলেই কোন কিছু শরীয়তের অলঙ্ঘণীয় বিধান হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক নয়।

গাইরে মুকাল্লিদ : সত্যি বলতে কী- একটি কবিতা স্বত:স্ফূর্তভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে-

نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن

بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے

সুন্নী : পাঠাগারে ফতোয়ায়ে সাত্তারিয়্যার চতুর্থ খণ্ডের ঊনপঞ্চাশ এবং পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠা দেখতে দেখতে-

দলাদলী এবং সাম্প্রদায়িকতার তো সীমা থাকা উচিৎ। এখানে যা বলা হলো তা তো ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার নতুন কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে। হানাফীদের ঘরে দাওয়াত গ্রহণ অথবা তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে এখানে শর্ত দেওয়া হয়েছে। যদি তাবলীগ এবং তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারো তাহলে তাদের ভোজন-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে কোন দোষ নেই। এর অন্যথা হলে তাতে অংশ গ্রহণ না করাই উচিৎ।" বরং কিতাবটির একই খণ্ডের আটাশ নম্বর পৃষ্ঠায় এর চেয়েও জঘণ্য কথা বলা হয়েছে। আহলে হাদীস মুসল্লীর নামায কোন মুকাল্লিদ ইমামের পেছনে আদায় করা উচিৎ নয়। তবে যদি সুন্নাত ও শরীয়তের সঠিক রীতি-নীতি প্রচারের জন্য সেটা করা হয় তাহলে এটা জায়েযই না শুধু, বরং একান্ত আবশ্যক। এর থেকেই অনুমান হয় বাড়াবাড়ির কোন ধ্বংস- উপত্যকায় গিয়ে আমার আহলে হাদীস বন্ধুগণ উপনীত হয়েছেন! আল্লাহ আমাদের সবাইকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। আমীন!!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব কথা

গাইরে মুকাল্লিদ ভাইগণ সহীহ বোখারীর শ্লোগান প্রায়শই দিয়ে থাকেন। যার থেকে অনুমিত হয় তাদের সমস্যা কর্মকাণ্ড বোখারী থেকেই প্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, তাদের আমলের প্রধান উৎস হচ্ছে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা। সুতরাং বুখারীর কোন হাদীস যদি তাদের ধ্যান-ধারণার বিপরীতও হয় অথবা তাদের ধ্যান-ধারণার স্বপক্ষে কোন হাদীস নাও পাওয়া যায় তাহলে বুখারী তো পরের কথা কোন হাদীসের প্রতিই সামান্য ভ্রুক্ষেপ করারও প্রয়োজন বোধ করে না। ফলে তাদের বুখারী বুখারী বলে উৎকট চিৎকার- চেচাঁমেচিকে শুধু পাগলামো প্রলাপ বৈ কিছু বলা যায় না। তাই এখন তথাকথিত আহলে হাদীস বন্ধুগণের বুখারী বুখারী করার হাকীকত একটি কথোপকথনের মাধ্যমে উদ্ভাসিত করা হচ্ছে।)

গাইরে মুকাল্লিদ এবং সহীহ্ বুখারী

জনৈক গাইরে মুকাল্লিদ এবং সুন্নীর মাঝে কথোপকথন

সুন্নী : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

গাইরে মুকাল্লিদ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

সুন্নী : আপনি হাতী দেখেছেন তো?

গাইরে মুকাল্লিদ : শৈশবে চিড়িয়াখানায় দেখেছি।

সুন্নী : বলুন তো- "হাতীর দেখানোর দাঁত একটা, খাওয়ার দাঁত আরেকটা এ কথাটির উদ্দেশ্য কী?

গাইরে মুকাল্লিদ : হাতী দেখতে গেলে তার মুখে বড় বড় দুটো দাঁত দেখবেন। এ দাঁত দুটো তার শোভা। যা দ্বারা তার কোন উপকার হয় না। বরং সে যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন তার আসল দাঁতগুলো দেখা যায়, যা শুধু ছোটই না বরং তার বিরাট বপুর সঙ্গে একেবারেই বে মানান। এই ছোট দাঁতগুলোই তার "হাতির দেখানোর দাঁত একটা, খাওয়ার দাঁত আরেকটা" কথাটি দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

সুন্নী : এই প্রবাদটা গাইরে মুকাল্লিদদের সঙ্গে কতটুকু মেলে?

গাইরে মুকাল্লিদ : এমন অসংলগ্ন কথাতো কখনো শুনি নাই।

সুন্নী : অসংলগ্ন নয় বরং অতি সংলগ্ন। যেহেতু আপনারা সহীহ বুখারীর বুলি হরদম আওড়ান কিন্তু কাজের বেলায় বুখারীর ধারে কাছেও যান না।

গাইরে মুকাল্লিদ : আরে! সহীহ বুখারীর জন্য আমরা কোরবান হয়ে যাই অথচ আপনি বলছেন বুখারীর উপর আমরা আমল করি না। এটা কি কোন ন্যায়ানুগ কথা বললেন?

সুন্নী : আপনাদের অদ্ভুত অবস্থা জনৈক কবি কত সুন্দর করেই না বলেছেন :

صبح بخاری کا نعرہ پھر شام بخاری کی باتیں دکھلاوہ چند مسائل کا منظور نہیں ہیں سب باتیں

গাইরে মুকাল্লিদ : কবির কবিতা তার আপন মস্তিষ্ক-প্রসূত। এটাকে নীতি বাক্য হিসেবে ব্যবহার করলে তো হবে না। যে সকল ভ্রান্ত লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করেন এগুলো তাদেরই প্রোপাগাণ্ডা হয়ে থাকবে। বাস্তব কথা যদি শুনতে চান তাহলে বলি : আমাদের বক্তাগণ তাদের বাহু-নাড়িয়ে জোর গলায় বুখারীর সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কথা ঘোষণা করে থাকেন।

সুন্নী : ঘোষণা তো ভাই কঠিন কোন কাজ না। আপনি তাদের বাহু-নাড়ানোকে মানদণ্ড হিসেবে কেন মেনে নিচ্ছেন? আগে বলুন : বুখারী কি আপনার পুরোটা পড়া হয়েছে?

গাইরে মুকাল্লিদ : আমি পড়িনি। কিন্তু আমাদের ইমামগণও কি পড়েন নি? তারা আমাদের বেশ কিছু পদ্ধতির সমর্থনে বুখারী থেকে হাদীস খুলে দেখিয়েছেন। আপনার অবগতিতে যদি এমন কোন হাদীস থাকে যার উপর আমাদের আমল হচ্ছে না তাহলে বলুন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমরা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবো এবং নিজেদের মত থেকে অতি অবশ্যই সরে আসবো।

সুন্নী : শান্ত হোন ভাই! এমন হাদীস অসংখ্য আছে যা সহীহ বুখারীতে থাকা সত্ত্বেও আপনারা তার বরখেলাফ মাসআলা দিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকটা বলি :

প্রথম মাসআলা : সহীহ বুখারীর باب مايقول بعد التكبير এই বাবের (অধ্যায়) অধীনে ৭২৩ নম্বর হাদীসে আছে যে, "হযরত আনাস (রাযিঃ)

থেকে বর্ণিত নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমর (রাযি:) "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" দ্বারা নামায শুরু করতেন।" অথচ আপনারা সূরা ফাতেহার পূর্বে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে নামায শুরু করেন। এটা কি বুখারীর উক্ত হাদীসের বিপরীত আমল হলো না?

এই ধারাবাহিকতায় আপনাদের অতি আস্থাভাজন আলেম আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার (রহ:) একটি কথা উল্লেখ করা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে।

"তিনি বলেন : সমস্ত আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উচ্চ আওয়াযে "বিসমিল্লাহ" পড়ার সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস বিদ্যমান নেই। যা আছে তা হলো জাল ও বানোয়াট কতগুলো রেওয়ায়াত"।

শুধু তাই নয়, আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব "সালাতুর রাসূল" এর টীকাকার বলেন : "উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সম্পর্কে স্পষ্ট কোন সহীহ হাদীস নেই।

(দেখুন: القول المقبول পৃষ্ঠা-৩৫৬) কিন্তু এই নিখাদ বাস্তবতার কোন পরোয়া না করে আপনারা মনগড়া নিয়মে জাল ও বানোয়াট হাদীসের আলোকে উচ্চস্বরে নামাযের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করছেন। এখানে কি বুখারীর হাদীসের বিরোধিতা করা হলো না?

গাইরে মুকাল্লিদ : বুখারীর উক্ত রেওয়ায়াতটি তো এই প্রথম আমি জানতে পারলাম। কিন্তু দ্বিতীয় যে উদ্ধৃতি القول المقبول থেকে উপস্থাপন করলেন, তো এ সম্পর্কে সত্য কথা হলো- আমাদের লেখকগণ বহুদিন থেকেই আমাদের বলে আসছেন যে, উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্ পাঠের হাদীস অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু তারপরো আমাদের ইমামগণ এ দুর্বল রেওয়াতগুলিকেই কেন আঁকড়ে ধরে রেখেছেন তা কে বলবে?

সুন্নী : এর কারণ তো মনে হয় গোড়ামী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। গোড়ামী, দলাদলী এবং অন্ধ তাকলীদ এসব কিছুই এমন মাসআলার জন্ম দিয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা : রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ

সুন্নী : ইমাম বুখারী (রহ:) তার সহীহ বুখারীর باب القنوت قبل الركوع وبعده। এই অধ্যায়ে চারটি হাদীস এনেছেন। যার সার কথা হলো : বিতরের দু'আ কুনূত রুকুর পূর্বেই পাঠ করা হয়। এটাই বিতরের হুকুম। পক্ষান্তরে রুকুর পর যে কুনূত রাসূল পাঠ করেছিলেন সেটা ছিলো ফজর এবং মাগরিবের নামাযে। যখন র'আল (رعل) এবং যাকওয়ান (ذكوان) নামক দু'টি গোত্র কুচক্র করে সত্তরজন সাহাবাকে শহীদ করে ফেলেছিলো, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত উক্ত নামাযদ্বয়ে রুকুর পর কুনূত পাঠ করেছেন। সুতরাং ফজর এবং মাগরিবে যদি কুনূত পাঠ করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা হবে রুকুর পর কিন্তু বিতরের কুনূতটা রুকুর পূর্বেই পাঠ করা হবে। *(দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর:১০১-১০৪)*

দেখুন ইমাম বুখারীর আনীত রেওয়ায়াতগুলির সঙ্গে আপনাদের কোথায় কতটুকু মিল আছে? আপনারা নিয়মিত বিতরের কুনূত রুকুর পরেই পাঠ করে যাচ্ছেন। এখানে কি বুখারীর সঙ্গে আপনাদের বিরোধিতা পাওয়া গেল না।

গাইরে মুকাল্লিদ : সহীহ বুখারীর যে উদ্ধৃতি আপনি দিলেন তা অনেক আগেই আমার মাথায় এসেছিলো। সেই সঙ্গে আমাদের নবীন লেখকগণও এই বিষয়টার প্রতি এখন গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কেউ কেউ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, রুকুর পর কুনূত পাঠ দলীল-প্রমাণের আলোকে দুর্বলই বটে। তবু আমাদের ইমামগণ এখনো কেন সহীহ বুখারীর বিরুদ্ধে জমে আছেন তা বড়ই রহস্যজনক।

সুন্নী : না..... এতে কোন রহস্য নেই। এটা কেবলই তাদের অপ্রয়োজনীয় গোঁয়ার্তুমীর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল।

তৃতীয় মাসআলা : দুই হাতে মুসাফাহা করা

সুন্নী : সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায় আছে باب المصافحة নামে।

এই অধ্যায়ের অধীনে ইমাম বুখারী হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন- ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেন। তখন আমার দুই হাত

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই হাতের মধ্যখানে ছিলো। এরপর ইমাম বুখারী (রহ:) নতুন একটি অধ্যায় রচনা করেন যার নাম باب الأخذ باليدين অর্থাৎ উভয় হাত ধরার অধ্যায়। এখানে তিনি প্রথমে লিখেন যে, হযরত হাম্মাদ (রা:) হযরত ইবনে মোবারকের (রা:) এর সঙ্গে দু'হাতে মুসাফাহা করেছেন" এরপর পুনরায় তিনি ইবনে মাসউদের (রা:) তাশহহুদের রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেন।

তো "প্রথমে উভয় হস্ত ধারণ" এই নামে অধ্যায়টির নামকরণ করা, তারপর দু'জন মনীষীর কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করা, এরপর ইবনে মাসউদের (রা:) তাশাহহুদের হাদীসটি পুনরায় বর্ণনা করা- এসব কিছু নি:সন্দেহে এটাই বোঝায় যে, দু'হাতে মুসাফাহা করাই হলো ইমাম বুখারীর মত। কিন্তু বড়ই তাজ্জবের ব্যাপার, সকাল-সন্ধ্যা বুখারী বুখারী করে যে তোমরা মাহফিল গরম কর সেই তোমরাই আবার এক হাতে মুসাফাহা করে নিয়মিত তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে যাচ্ছো। এর থেকে বড় পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? (অথচ ইমাম বুখারী প্রথমে باب المصافحة এরপর باب الأخذ باليدين বলে দু'হাতে মোসাফাহা করার উপর প্রবলভাবে জোর দিয়ে গিয়েছেন।)

গাইরে মুকাল্লিদ : ভাই সুন্নী, আপনি যে দলীল বললেন তা ছাড়া অন্য কোন দলীলও তো থাকতে পারে, যাকে আমাদের উলামায়ে কেরাম প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এক পক্ষের দলীল শোনে তো কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

সুন্নী : বোঝা যাচ্ছে- দলীল, ভাই তুমিও জানো না। এখন ইমানদারীর সাথে বলো এই না জেনে অনুসরণের নামই কি অন্ধ তাকলীদ নয়? নিয়মিত তোমরা বিনা দলীলে সভা-সমাবেশে এক হাতে মুসাফাহা করছো আর জোর গলায় সহীহ বুখারী সহীহ বুখারী বলে শ্লোগান তুলছো। যদি বুখারীই তোমাদের সত্যিকার মানদণ্ড হয় তাহলে এক হাতে মুসাফাহার সমর্থনে সহীহ বুখারী থেকে কোন হাদীস প্রমাণ করে দেখাও না! তবেই না আমরা তোমাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবো।

গাইরে মুকাল্লিদ : কিন্তু বুখরীর এই হাদীসের উপর আমল করলে তো আমাদের মাসলাকের (মতাদর্শ) পরিচয়বাহী কোন নিদর্শন থাকবে

না। এখন তো এক হাতে মোসাফাহা করতে কাউকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝতে পারি এই লোকটি আমাদেরই জাতি ভাই কোন আহলে হাদীস হবেন।

সুন্নী : জনাব! এটাই কি অন্ধ-গোঁড়ামী নয়? বাড়াবাড়ির আর কোন স্তর কি বাকী আছে যা আপনারা অতিক্রম করেন নি? তাই বলি ভাই সাবধান হও- মধ্যপন্থা অবলম্বনে উৎসাহী হও! তোমারই কল্যাণ হবে।

এমনও তো শোনা যায়- তোমাদের কতক নেতা পর্যায়ের লোকেরা প্রকাশকদের গিয়ে এও বলেছেন যে, তোমরা কী পরিমাণ অর্থ চাও বলো- আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। শুধু বুখারী শরীফ থেকে দুই হাতে মুসাফাহার এই রেওয়ায়াত ও অধ্যায়টা মুছে দাও। এই অধ্যায়টার কারণেই আমাদের নাক কাটা যাবার জোগাড় হয়েছে।" প্রকাশকরা তো আল্লাহকে ভয় করে, তাই তারা রাসূলের হাদীসের সঙ্গে এই পরিমাণ বেয়াদবী করতে সাহস করেনি।

দ্বীনের উপর তোমাদের এই দু:সাহস দেখেই কবি বলেন :

বন্ধুরা চেষ্টা করেছে বুখারী বিকৃত করতে
কিন্তু আল্লাহর করমে বহাল থেকেছে তা আপন অবস্থানে।

এটাও না বলে পারছি না যে, তোমরা গাইরে মুকাল্লিদ ভাইরাই কোথাও কোথাও ইমাম বুখারী যে নামে অধ্যায়ের নামকরণ করেন তার উপর আমল করার জন্যে উঠেপড়ে লাগো কিন্তু এখানটায় এসে তোমরাই কি-না তালবাহানার চূড়ান্ত করে ছাড়ো। বলো: তাকলীদ বর্জনের পরিণামে তোমরা নিজেদের মনগড়া ও বিকৃত রীতি-নীতির উপরই কি আমল করতে উদ্যত হচ্ছো না?

চতুর্থ মাসআলা : জুম'আর দুই আযান

সুন্নী : ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাযি:) জুম'আর দ্বিতীয় আযানের নিয়ম চালু করেন। এ সম্পর্কেই ইমাম বুখারী লিখেন : فثبت الامر على ذلك অর্থাৎ "এর উপরই মুসলমানদের আমল বদ্ধমূল হয়ে যায়।" (দেখুন : সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর-৯১৬) অথচ উম্মতের সর্বসম্মত এই আমলকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে তোমরা দ্বিতীয় আযান তরক করে যাচ্ছো। এর কী জওয়াব তোমার কাছে আছে?

গাইরে মুকাল্লিদ : আমাদের উলামায়ে কেরামের বুখারীর এই সিদ্ধান্তের উপর আমল না করার কারণ এই যে, হযরত উসমানের (রাযি:) দ্বিতীয় আযান মসজিদের বাহিরে হত। আর আযান কখনো মসজিদের বাহিরে হওয়া উচিৎ নয়। (দেখুন আমাদের খাজা কাসেম সাহেব জুম'আর দ্বিতীয় আযান সম্পর্কে কী স্পষ্ট করেই না বলেছেন- "মসজিদের বাহিরে সর্বদা, সর্বত্র আযানকে প্রথা বানিয়ে নেয়া কিংবা মসজিদে একবার আযানের পর দ্বিতীয় আযানের প্রথা চালু করা সুন্নত পরিপন্থী। এর থেকে বিরত থাকাই উচিৎ"।

(দেখুন : حی علی الصلاۃ পৃষ্ঠা-১১০)

সুন্নী : তোমরাও তো তাদের এই কারণ দর্শানোর পর ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে গেলে। তোমরা কেন এই বলে আপত্তি করলে না যে, জনাব! আপনারাও মসজিদের বাহিরেই আযান দিন। তাহলে উম্মতের সর্বসম্মত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করতে হবে না। সেই সঙ্গে বুখারীর মতের উপরও কোন আপত্তি দেখাতে হবে না।

দ্বিতীয়ত : একটা সময় তো অন্যান্য আযানও মসজিদের বাহিরে হতো। যেমন : আপনাদেরই স্বপ্রণীত কিতাব "নামাযে নববীর ১১৩ ও ১১৪ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন : মসজিদে নববীর পার্শ্বে অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় আমার ঘরই সবচে নিকটে ছিলো। হযরত বেলাল (রাযি:) এই ঘরের উপর উঠেই ফজরের আযান দিতেন। *(আরো দেখুন : صلاۃ الرسول حاشیۃ لقمان سلفی পৃষ্ঠা-১০০)*

اب اس کے باوجود اگر یہ اذانیں تم اپنی مسجدوں کے اندر رکھے ہوئے لاؤڈ اسپیکر پر دے سکتے ہو تو جمعہ کی یہ اذان مسجد میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟

তৃতীয়ত : হারাম শরীফেও কিন্তু জুম'আর আযান দু'টিই হয় এবং দু'টোই মসজিদের ভেতরে হয়। হারামের আমলকেও কি তোমরা সুন্নত পরিপন্থী বলবে?

গাইরে মুকাল্লিদ : আশ্চর্য! আমাদের আলেম-গাইরে আলেম, ইমাম-মুক্তাদী নির্বিশেষে কারো দৃষ্টি এ দিকে নিবদ্ধ হলো না! এখন আমরা আমাদের উলামায়ে কেরামকে বলবো: ভাই, অযথা ফেতনা

বাধিয়ে লাভ নেই। আজ থেকে মসজিদের বাহিরেই আযান দিতে থাকো।

সুন্নী : তোমাদের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হয়নি। কারণ, চরম দলপ্রীতি তোমাদেরকে ভয়ানক গোঁড়ামীর দিকে ধাবিত করেছে। তোমরা এখন মানসিকভাবে স্বার্থপর কিছু মৌলভীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে গোলামী করে যাচ্ছো। এ কারণেই তোমাদের দৃষ্টি এ দিকে নিবদ্ধ হতে পারে না।

গাইরে মুকাল্লিদ : আচ্ছা, রাসূলের (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে তো আযান একটিই হতো, এরপর হযরত উসমান দ্বিতীয় আযান বৃদ্ধি করেছেন। তো আমরা নবীর আমলে অটল রয়েছি।

সুন্নী : স্বয়ং রাসূলে কারীমই (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো বলেছেন :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

অর্থাৎ তোমরা আমার এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত গ্রহণ করো। তা আঁকড়ে ধর এবং দাঁত দিয়ে হলেও তার উপর অটল থাকো। (সুনানে আবী দাউদ- হা. ৪৬৭, সুনানে তিরমিযী: ৩৬৮)

সুতরাং উসমানের (রাযি:) আযান তরক করে তোমরা এই হাদীসেরও অমান্য করছো। তেমনিভাবে ইমাম বুখারীর (রহ.) ভাষ্য অনুযায়ী গোটা উম্মতের আমল হযরত উসমানের সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এর অমান্য করে উম্মত থেকেও তোমরা বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছো। অথচ সাধারণ সরল-সোজা মানুষদের বুঝ দেবার জন্য রকমারি বাঁকা কথা বলে যাচ্ছো এবং নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার নিস্ফল চেষ্টা করছো।

তোমাদেরই কিতাব "নামাযে নববীতে" এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে : "হযরত উসমানের (রাযি:) এই সিদ্ধান্ত বিদআত নয়, কেননা তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজনের একজন ছিলেন।" আরোও বলা হয়েছে যে, এটা এমন একটা সিদ্ধান্ত যার উপর সকল সাহাবীর মৌন

সমর্থন ছিলো। আর এটা অতি স্পষ্ট কথা: যার ব্যাপারে সকল সাহাবীর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তা বেদ'আত হয় না।"

পঞ্চম মাসআলা : গ্রীষ্মকালে যোহরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত

সুন্নী : তোমরা বছরে বারমাসেই যোহরের নামায যাওয়ালের পর পর প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে থাকো। যেখানে রাসূল (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রীষ্মকালে দিন তুলনামূলক ঠাণ্ডা হওয়ার পর নামায আদায় করতে বলেছেন।

যেমন সহীহ বুখারীতে আছে রাসূল (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন গরম খুব প্রচণ্ড হবে তখন তোমরা নামায দিন একটু ঠাণ্ডা করার পর আদায় করো। কেননা গরমের প্রখরতা জাহান্নামের প্রভাবে হয়ে থাকে।" (দ্রষ্টব্য-সহীহ বুখারী: باب الابراد بالظهر في شدة الحر হাদীস নম্বর- ৫৩৬ বাব নম্বর-৯ এছাড়াও এ অধ্যায়েই ৫৩৮ নং হাদীসে যোহরের নামাযের স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে।)

গাইরে মুকাল্লিদ : আমাদের তো বলা হয়েছে : এই হাদীস দুর্বল। অথচ আপনি সহীহ বুখারী থেকে এই হাদীস প্রমাণ করে দেখালেন। হ্যাঁ...! এখন এই হাদীসের উত্তর আমার মনে পড়েছে। আমাদের কিতাব "তাসহীলুল উসূলে" এর সুন্দর জওয়াব দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে "গরমকালে যোহর বিলম্বে আদায়ের যে হাদীস রয়েছে তা সফরের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা হাদীসটি ইমাম বুখারী باب الابراد بالظهر في السفر অর্থাৎ সফরে যোহর ঠাণ্ডা পরিবেশে আদায়ের বাব" এই অধ্যায়ের অধীনে এনেছেন। সুতরাং সফরের হাদীসকে সর্বাবস্থায় আমল বানিয়ে নেওয়া ঠিক নয়। (দ্রষ্টব্য: সহীহ বুখারী বাব নং ১০, ৫৩৯ নং হাদীসের পূর্বে।) এ কারণেই আমরা এর উপর আমল করি না।

সুন্নী : আপনার কি মনে হয় না যে, "সহীহ বুখারী, বাব নং ১০, ৫৩৯ নং হাদীসের পূর্বে" এই কথাটির মধ্যে কিছুটা ফাঁক রয়েছে।

গাইরে মুকাল্লিদ : হাদীসের কিতাবসমূহের নিউ এডিশনগুলোতে বাব ও হাদীসের নাম্বারক্রম দেয়া হয়েছে। ফলে আমাদের নবীন আলেমগণ সে অনুযায়ী উদ্ধৃতি দেন। তোমরা এখনো আধুনিকতা মেনে নিতে পারো না, তাই তোমাদের কাছে এসব উদ্ধৃতি অদ্ভুত মনে হয়।

সুন্নী : জনাব! এই নবউদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহে যে সুক্ষ্ম চাল খেলা হয়েছে তা বোঝার ক্ষমতা তোমাদের নেই।

এখন আমার কিছু বক্তব্য শুনুন এবং উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন যে, নবীন গাইরে মুকাল্লিদ আলেমরা আপনাদের কি মহাফন্দিতে আটকে রেখেছে। শুনুন:-

২০০৫ সালে সভ্যতার শীর্ষ সময়ে "তাসহীলুল উসূল" কিতাবের মুসান্নিফ আপনাদেরকে যে ধোঁকা দিয়েছে তার উপর স্বয়ং গাইরে মুকাল্লিদরাই সাক্ষ্য দিবেন। কেননা "তাসহীলুল উসূল" মূলত শিয়ালকোটি সাহেবের লিখিত "সালাতুর রাসূল" কিতাবটির উপর "টিকাসমষ্টি" "সালাতুর রাসূল" কিতাবটিতে উক্ত হাদীসটির উদ্ধৃতি হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক সহীহ বুখারী থেকে দেওয়া হয় এবং সহীহ বুখারীর নবম অধ্যায় باب الابراد بالظهر فى شدة الحر হাদীস নম্বর ৫৩৬-র দ্রষ্টব্য পেশ করা হয়। আর সহীহ বুখারীতে এই হাদীসটি একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে। নবম অধ্যায়ে باب الابراد بالظهر فى شدة الحر এই অধ্যায়টির অধীনে যেমন বর্ণিত আছে তেমনি দশম অধ্যায় باب الابراد بالظهر فى السفر এর অধীনেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

অতএব প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ "গ্রীষ্মকালে বিলম্বে নামায পড়া" এই ক্ষেত্রে হাদীসটি ব্যাপক অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ সফরে বিলম্বে নামায পড়া এই ক্ষেত্রে হাদীসটি শুধু সফরের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। অতএব সফরে যেমন বিলম্বে নামায পড়া হবে তেমনি অন্যান্য সময়ও নবম অধ্যায়ের ৫৩৬ নং হাদীসের আলোকে গ্রীষ্মকালের যোহর বিলম্বেই আদায় হবে। কিন্তু "তাসহীলুল উসূলে" টীকাকার নয় নম্বরের ব্যাপক হাদীসটি দ্বারা দলীল না দিয়ে দশ নম্বর অধ্যায়ের দলীল দিয়ে হাদীসটিকে কেবল সফরের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর তার এই অমার্জনীয় একটি ভুল গবেষণা নিয়ে তোমরা মাতামাতি করে যাচ্ছো। শঠতা ও দুর্বলতার এর চেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? তারপরো কি তোমরা এমন অবিশ্বস্ত ব্যাখ্যাকারদের উপর ভরসা করতে থাকবে।

(২-) আপনি এটা মনে করবেন না যে, এই ভুল তিনি অনিচ্ছায় করেছেন। বরং খুবই সতর্কতার সঙ্গে বড় অভিনব পদ্ধতিতে তিনি তার

খেলা দেখিয়েছেন। তিনি তার হাদীসের দ্রষ্টব্য দিয়েছেন এভাবে "সহীহ বুখারী অধ্যায় দশ ৫৩৯ নং হাদীসের পূর্বে"। তিনি হাদীস বললেন কিন্তু হাদীসটার নাম্বার লিখলেন না। কেননা যদি ৫৩৬ নম্বর হাদীস বলতেন তাহলে তার প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে যেতো। যেহেতু ৫৩৬ নং হাদীস ৯ নম্বর অধ্যায়ের অধীনে, দশ নম্বর অধ্যায়ের অধীনে নয়। আর সফরের উল্লেখ দশ নম্বর অধ্যায়েই বিবৃত হয়েছে নয় নম্বর অধ্যায়ে নয়। তাই শিয়ালকোটী সাহেব ৫৩৬ নম্বর হাদীস না বলে ৫৩৯ নং হাদীসের পূর্বে বলে সুকৌশলে আম হাদীসটিকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। এই হলো টীকাকারের গবেষণার নথিপত্র। গাইরে মুকাল্লিদরা যাকে নিজেদের গর্ব মনে করে, যাকে তারা বিদগ্ধ গবেষক বলে আখ্যা দিয়ে থাকে- এমনকি এই যুগের যাহাবীও বলে থাকে। তার যদি হয় এই অবস্থা তাহলে অবশিষ্ট বন্ধুদের কলম কতটুকু ভরা হবে তা তো বলাই বাহুল্য!

গাইরে মুকাল্লিদ : বাস্তবেই তাসহীলুল উসূল" টীকাটির অনেক নাম-ধাম রয়েছে। আর টীকা সংযুক্তকারের নাম "যুবায়ের আলী যাই" যিনি আমাদের মজলিসগুলোতে প্রশংসার অধিকারী। তিনিই যখন সহীহ বুখারীর সঙ্গে এই আচরণ করলেন তখন তাঁর নির্ভরযোগ্যতা আর কতটুকু বাকী রইল? যে কোন ব্যক্তিই তাসহীলুল উসূলের ১১১ নং পৃষ্ঠা বের করবে এবং সহীহ বুখারীর নবম ও দশম অধ্যায় এবং ৫৩৬ ও ৫৩৯ নম্বর হাদীস দু'টো পড়বে সেই তার এই ভণ্ডামী সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

সুন্নী : এখন আপনিই বলুন : আমি যে আপনাদের হাতীর দাঁতের প্রবাদটির সঙ্গে তুলনা দিয়েছিলাম তা কি ঠিক হয়েছে না বেঠিক?

গাইরে মুকাল্লিদ : আমি আমার অসম্পূর্ণ চিন্তা আপনার সামনে তুলে ধরেছিলাম। এখন আমার ধারণা বরং প্রবল বিশ্বাস যে কোন ব্যক্তিই "তাসহীলুল উসূল" এবং সহীহ বুখারী পর্যবেক্ষণ করবে তার সিদ্ধান্তও আমার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন হবে না।

সুন্নী : তোমাদের মাসলাক মোমবাতির মতো। ইচ্ছা করলেই এদিক সেদিক করা যায়। কিন্তু এর মজবুত কোন গোড়া নেই। তারপরো তোমরা বুখারী বুখারী করে চিৎকার করতে থাকো। এখন এই 'তাসহীলুল উসূলের' উপর লিখিত অপর টীকাকার গোলাম মোস্তফা

আমীনপুরী সাহেবের বক্তব্যটা শোন: তিনিও প্রায় তোমার মতোই চিন্তা করেছেন এবং বলেছেন : "যে হাদীসটি সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ সহীহ এবং ব্যাপক আমলযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা গ্রহণ করে একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরাই হবে এখন সুন্নতে নববীর প্রতি আমাদের মুহাব্বতের উচ্চ নিদর্শন। যদি আমরা সহীহ কোন হাদীসকে তাল বাহানা করে নিজেদের আমলের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চিন্তা করি তাহলে আমাদের আর ইহুদীদের মধ্যে কী পার্থক্য রইল? (পৃষ্ঠা-২৯৩)

তিনি আরো বলেন, মোটকথা: সহীহ বুখারীর নবম অধ্যায়ের ৫৩৬ নং হাদীস সম্পর্কে একথা বলা যে, হাদীসটি আমলযোগ্য নয় কিংবা গ্রীষ্মকালেও যোহর বিলম্বে পড়া ঠিক নয় এসব কিছু মূলত সুন্নতে নববীর প্রতি তোমাদের সাচ্চা মুহব্বত না থাকার পরিণাম। যেখানে হাদীসটি দেখা মাত্রই মেনে নেওয়া উচিৎ ছিলো সেখনে এক শতাব্দী ধরে তোমরা গাইরে মুকাল্লিদরা তা অবহেলা করে আসছো। আর ২০০৫ সনে এসে বেয়াদবীর চূড়ান্ত করে ছেড়েছো যখন নবীর একটি হাদীসকে লুকিয়ে ছুপিয়ে নিজেদের মতকেই প্রাধান্য দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছো। *(তাসহীলুল উসূল-২৯৩)*

তো এখন আমীনপুরী সাহেব নিজেই তার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে দিলেন। আমরা আর কী বলবো!

গাইরে মুকাল্লিদ : আমাদের উলামায়ে কেরাম আমাদেরকে এই সব বাস্তবতা থেকে অন্ধকারে রাখতে চায়, বুঝতে পারি না এর কারণ কি?

সুন্নী : ঐ যে বললাম, তোমরা ভয়ংকর একগুয়েঁমী এবং চূড়ান্ত অন্ধ অনুসরণে পর্যদুস্ত হয়ে গিয়েছো।

তোমাদেরই আরেক ইমাম নবাব নুরুল হাসান খান কিন্তু আমাদের মতকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং বলেছেন, *ودر اشتداد حر تبرید ظہر آمدہ* অর্থাৎ প্রচণ্ড তাপমাত্রায় যোহর বিলম্বে আদায় করা হাদীসে বর্ণিত আছে। তারপরো তোমরা শুধু গোঁয়ার্তুমী ও আত্মপূজার প্রাবল্যের কারণে বুখারীর এই হাদীসগুলোকে নির্দ্বিধায় লঙ্ঘন করে যাচ্ছো।

গাইরে মুকাল্লিদ : সত্যিই এসব কিছু আমাদের ভাববার বিষয় সহীহ বুখারী না মাসলাক।

পরিশিষ্ট

লা-মাযহাবী ফেতনার স্বরূপ

বিগত ১৬ই জানুয়ারি ২০১৩ঈ. বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে দেশ বরেণ্য উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে শাইখুল হাদীস মুফতী মানসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক বয়ান।

সত্যসন্ধানী আহলে হাদীস ভাইদের প্রতি ভেবে দেখার আহ্বান

সরলমনা আহলে হাদীস ভাই! আপনি কি জানেন, হাদীস মানার কথা বলে ওরা আপনাকে আপনার অজান্তেই সীরাতে মুস্তাকীম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে? সর্বক্ষেত্রে হাদীস মানার চটকদার বুলি আওড়িয়ে ওরা আপনাকে গোমরাহ করে ফেলছে? আমাদের এই প্রয়াস আপনার মতো সরল মনের অধিকারী, সত্যসন্ধানী ভাইয়ের জন্যই। সত্য জানার ও মানার আগ্রহ নিয়ে বয়ানটি পড়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সীরাতে মুস্তাকীম এর উপর চলার ও অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন। (অনুবাদক)

নেহায়াত কাবেলে ইহতেরাম উলামায়ে কেরাম, মেহমানানে ইযাম ও আযীয তলাবা! প্রথমে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি প্রত্যেক ফেতনার যামানায় ফেতনা প্রতিরোধের জন্য আহলে হকের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তিনি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে গায়রে মুকাল্লেদদের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবি করে, অথচ বাস্তবে তারা মুনকিরীনে হাদীস বা হাদীস অস্বীকারকারী, বিভিন্ন স্থানে তারা চ্যালেঞ্জ ডাকছে, এমনকি কোনো কোনো স্থানে তারা আহলে হক তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর সাথে মারামারি করতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে। এমন সময়ে এই ধরনের সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশের এবং বাতিল প্রতিরোধের ইজতেমা হওয়া সময়ের দাবি ছিল।

আমি আহলে হাদীস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। মূল আলোচনার আগে সংক্ষেপে এই গ্রুপের পরিচয় সম্পর্কে কিছু কথা বলব।

ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর যখন বুঝতে পারল যে, মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা বেশ মুশকিল। সত্যিকার মুসলিম জনতা কখনো কারো কাছে মাথা নত করে না। তখন তারা মুসলমানেদেরকে বাগে আনার জন্য বিভিন্ন ফন্দি আঁটল। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, 'মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে দিতে হবে। 'বিভক্ত কর আর শাসন কর' এই নীতির আওতায় মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করার জন্য ইংরেজ সরকার তাদের অনুগত চারজন লোকের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে চার ধরনের ফেতনা ছড়িয়ে দিল।

১. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, তিনি নবুওয়াত দাবী করলেন। তার অনুসারীরা তার কথা মেনে কাফের-বেঈমান হয়ে গেল। ফলে তারা ইংরেজদের গোলামে পরিণত হল।

২. মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী, তিনি সর্বক্ষেত্রে হাদীস মানার চটকদার বুলি আওড়িয়ে সরলমনা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করলেন। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মুকাল্লিদদেরকে অর্থাৎ মাযহাব মাননেওয়ালাদেরকে কাফের-মুশরিক বলে ফাতাওয়া দিলেন,

ইংরেজদের শাসনকে আল্লাহর রহমত বলে আখ্যা দিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে হারাম বলে ফাতাওয়া দিলেন। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর ইংরেজদের গুণকীর্তন করলেন। মানুষকে গোমরাহ করলেন। ২৫ বছরের মাথায় তিনি নিজ পত্রিকা 'এশায়াতুস সুন্নাহতে (১১খ. ২সংখ্যা ৫৩পৃ.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের গন্ডি থেকে বের হয়ে যেতে চায় তার জন্য সহজ পথ হল তাকলীদ ছেড়ে দেওয়া'। আল্লাহ তা'আলার আজীব কুদরত। যে এই ফেতনা প্রচার করল, তার মুখ থেকেই আল্লাহ তা'আলা এই ফেতনার আসল চেহারা প্রকাশ করে দিলেন। বর্তমান আহলে হাদীস জামাআত শুরুরদিকে নিজেদেরকে 'মুহাম্মদী' 'সালাফী' 'লা-মাযহাবী' 'আসারী' ইত্যাদি বলে পরিচয় দিত। কিন্তু এসব পরিচয়ে তারা সুবিধা করতে পারছিল না।

তাই তখনকার আহলে হাদীসগুরু মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন জানান, 'আমার সম্পাদিত 'এশায়াতুস সুন্নাহ' পত্রিকায় ১৮৮৬ঈ. সনে প্রকাশ করেছিলাম যে, ওয়াহাবী শব্দটি ইংরেজ সরকারের নিমক হারাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। (উল্লেখ্য, তখন ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন শহীদ রহ. ও তার অনুসারীদেরকে ওয়াহাবী বলা হত। মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর এই চিঠি দ্বারা প্রমাণিত হয়, আহলে হাদীস দলটি মূলত ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী দল। এই স্বাধীনতা বিরোধী দলকে প্রতিরোধ করা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী প্রত্যেক সরকারের দায়িত্ব। (সংকলক)– সুতরাং এ শব্দটি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ঐ অংশের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন হবে না যাদেরকে 'আহলে হাদীস' বলা হয় এবং যারা সর্বদা ইংরেজ সরকারের নিমক হালালী আনুগত্যতা ও কল্যাণই কামনা করে। যা বার বার প্রমাণও হয়েছে এবং সরকারী চিঠি পত্রে এর স্বীকৃতিও আছে।

অতএব এ দলের প্রতি ওয়াহাবী শব্দ ব্যবহারের জোর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে এবং সাথে সাথে গভর্নমেন্ট বরাবর অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে আবেদন করা হচ্ছে যে, সরকারীভাবে এই ওয়াহাবী শব্দ রহিত করে আমাদের উপর এই শব্দ প্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা জারী করা

হোক এবং এই শব্দের পরিবর্তে 'আহলে হাদীস' বলে আমাদেরকে সম্ভোদন করা হোক'।

আপনার অনুগত খাদেম
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ হুসাইন
সম্পাদক, এশায়াতুস সুন্নাহ

তার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নর দফতরের পক্ষ থেকে 'তার দরখাস্ত মনজূর করা হল এবং তাদের জন্য আহলে হাদীস নাম সরকারীভাবে বরাদ্দ করা হলো' এই মর্মে তার নিকট চিঠি পাঠানো হয়। তদানিন্তন বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠি নং নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট সেক্রেটারী মি. ডাব্লিউ, এম, এন চিঠি নং ১৭৫৮ এর মাধ্যমে, সি.পি গভর্নমেন্ট চিঠি নং ৪০৭ এর মাধ্যমে, ইউ,পি গভর্নমেন্ট চিঠি নং ৩৮৬ এর মাধ্যমে, বোম্বাই গভর্নমেন্ট চিঠি নং ৭৩২ এর মাধ্যমে, মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট চিঠি নং ১২৭ এর মাধ্যমে, বাঙ্গাল গভর্নমেন্ট চিঠি নং ১৫৫ এর মাধ্যমে মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীকে তাদের জন্য আহলে হাদীস নাম বরাদ্দের খবর জানায়।

(সূত্রঃ এশায়াতুস সুন্নাহ পৃ. ৩২-৩৯ সংখ্যা ২ খন্ড ১১)

৩. আহমদ রেজা খান, তিনি কবর পূজা, মাজার পূজা, মীলাদ, কিয়াম এই জাতীয় সব বেদআতের প্রচার প্রসার করলেন। দেওবন্দী উলামাদেরকে কাফের ফাতাওয়া দিলেন। তার অনুসারীরা তার নামের সাথে নিসবত করে নিজেদেরকে 'রেজভী' বলে। তার বাড়ি ভারতের উল্টাবাশ বেরেলী নামক স্থানে। তাই ভারত ও পাকিস্তানে এই গ্রুপকে 'বেরেলী' বলা হয়।

৪. আবুল আ'লা মওদূদী, তিনি কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আম্বিয়া আ. এবং সাহাবা কেরাম এর ভুল ধরার দায়িত্ব নিলেন। ভুল আকীদা প্রচার করে তিনি মুসলমানদেরকে গোমরাহ করতে শুরু করলেন। ইংরেজরা জানত যে, মুসলমান যতক্ষণ পাক্কা মুসলমান থাকবে তকক্ষণ তারা তাদের গেলামী করবে না। মুসলমান কেবল গোমরাহ হলেই তাদের গোলামী করবে। তাই মওদূদী সাহেবের মাধ্যমে আম্বিয়া আ. ও সাহাবা রাযি. এর সম্পর্কে ভুল আকীদা প্রচার করে সুক্ষ্মভাবে তারা মুসলমানদেরকে তার কার্যক্রম দ্বারাই বুঝে আসে।

ঐ যামানায় আমাদের মুরব্বী শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ইংরেজেদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন করছিলেন। আর মওদূদী সাহেব তখন হুসাইন আহমাদ মাদানীর বিরুদ্ধে লিখছিলেন। একজন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করছে, আর আরেকজন আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে লিখছে এর দ্বারা কি বুঝে আসে?

এই চারজনই খুব নিষ্ঠার সাথে ইংরেজদের সেবা করে গেছেন। ইতিহাস এর স্বাক্ষী বহন করে। তারা মরে গেছেন কিন্তু তাদের বই-পুস্ত ক, মতবাদ আজও রয়ে গেছে। তাদের বই-পুস্তকের মাধ্যমে এখনো হাজারো লোক গোমরাহ হচ্ছে।

আমাদের দেওবন্দী আকাবেরদের প্রতিরোধের মুখে কিছু দিন পূর্বে পর্যন্তও আহলে হাদীস নামক ফেতনার দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু আমাদের অলসতার সুযোগে তারা আবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতদিন পর্যন্ত তারা গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল। এখন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা বলে আমরা নাকি আবূ হানীফা রা. কে নবী মেনে কাফের হয়ে গেছি। আমরা কিভাবে আবূ হানীফাকে নবী মানলাম? আমরা তো অনেক মাসআলায় আবূ হানীফা রাহ. এর তাকলীদই করি না। কারণ, সেগুলি স্পষ্ট। আবার হাজারো মাসআলায় হানাফী মুফতীগণ সাহেবাইনের (ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.) মতানুযায়ী ফাতাওয়া দেন। তাহলে কিভাবে আমরা আবূ হানীফা রা. কে নবী মানলাম? আর সব বিষয়ে কি ইমামের তাকলীদ করা হয়? তাকলীদ তো করা হয় এমন কিছু জটিল বিষয়ে যার সমাধান কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে একই বিষয়ে বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক একাধিক হুকুম পাওয়া যায়, এখন কোনটা নাসেখ আর কোনটা মানসূখ তাতো আমরা জানি না তা বুঝতে পারিনা। এই ধরনের ক্ষেত্রে খাইরুল কুরূনের মুজতাহিদ ইমামদের বুঝকে আমরা আমাদের বুঝের চেয়ে শতগুণ উত্তম মনে করে তাদের বুঝের অনুসরণ করি, তাদের ব্যক্তি সত্তার বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে আছে যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, হজ করা, এ জাতীয় শতশত বিষয়ে আমরা কোনো ইমামেরই তাকলীদ করি না। কারণ

এসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহ থেকেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তাহলে আমরা কিভাবে ইমামদের তাকলীদ করে কাফের-মুশরিক হয়ে গেলাম?

আহলে হাদীস নামক এই ভ্রান্ত মতবাদকে নতুন করে চাঙ্গা করে গেছেন মরহুম নাছিরুদ্দীন আলবানী। তার কোনো উস্তাদ ছিল না। কেউ তার কোনো উস্তাদ দেখাতে পারবে না। (নাছিরুদ্দীন আলবানীর বাড়ি সিরিয়ার আলবানিয়া নামক স্থানে। তার পিতা নূহ নাজাতী হানাফী মাযহাবের শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। ছেলের বিতর্কিত আচরণে অধৈর্য হয়ে তিনি ছেলেকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেন। আর সিরিয়ার জনগণ শায়খ আলবানীকে বিতর্কিত মতবাদের কারণে সিরিয়া থেকে বের করে দেয়। তারপর তিনি সৌদি আরবে আশ্রয় নেন। একপর্যায়ে সৌদির আলেম উলামা এবং জনগণও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। ফলে সরকারী নির্দেশে ১৯৯১ সালে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি আরব ভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর জর্ডানে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ১৯৯৯ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাসিক আল আবরার, বসুন্ধরা, জানুয়ারি ২০১৩ঈ.। সংকলক) নিজে নিজে রিসার্চ করে যা বুঝেছেন তাই লিখেছেন। তার বিশেষ অবদান(?) এই যে, তিনি হাদীসের কিতাব থেকে সহীহ আর যয়ীফকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। পরে যয়ীফ এর সাথে মউযূকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর কিতাব লিখেছেন,

سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السيئ فى الامة

'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল মাউযূআহ ওয়া আসারুহাস সাইয়্যেউ ফিল উম্মাহ' প্রশ্ন এই যে, যয়ীফ আর মাউযূকে কি একই হুকুম দেওয়া যায়? মাউযূ তো হাদীসই না। এটাতো রাসূলের নামে মিথ্যা কথা। অথচ যয়ীফ তো হাদীস। যু'ফ মুলত সনদের সিফাত। হাদীসের সিফাত নয়। যেমনিভাবে সহীহ হাসান এগুলিও সনদের সিফাত। হাদীসের সিফাত নয়। এর দ্বারা সনদের অবস্থা বুঝানো হয়। যয়ীফ হাদীস যদি একাধিক সনদে আসে তাহলে তা হাসান লি-গাইরিহি হয়ে যায়। তখন এর দ্বারা হুকুমও সাবেত হয়। এমনিভাবে যয়ীফ হাদীস যদি উম্মত কবুল করে নেয় তাহলে তা সহীহ এর মত হয়ে যায় যেমন ঃ لاوصية لوارث এই হাদীসের সনদ তো যয়ীফ কিন্তু উম্মত এই

হাদীস ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে আসছে বলে এই হাদীস মা'মূলবিহী হয়েছে। এর দ্বারা হুকুম সাবেত হয়েছে। এমনিভাবে طلب العلم فريضة على كل مسلم এই হাদীসটি ৫০টি সনদে এসেছে। (ইবনে মাজাহ ২২৪ নং হাদীস এর টিকা) প্রত্যেকটি সনদই যয়ীফ। কিন্তু এতগুলি সনদে আসায় হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহি হয়ে গেছে, ফলে এর দ্বারা ফরজের মত গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সাবেত হয়েছে। আর যয়ীফ হাদীস যদি হাসান লি-গাইরিহী পর্যন্ত নাও পৌঁছে তবুও তা বেকার নয়; বরং কিছু শর্ত সাপেক্ষে ফযীলতের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য। তাহলে এবার আপনারারই বলুন, কিভাবে যয়ীফ হাদীসকে মউযূ হাদীসের মতো মনে করা সঠিক হতে পারে? বর্তমানে আরব বিশ্বে আলবানীর বিরুদ্ধে অনেক কিতাব লেখা হচ্ছে। 'তানাকুযাতে আলবানী' নামক কিতাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কিতাবে আলবানীর স্ববিরোধী কথা-কাজ তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো এক জায়গায় কোনো একটি হাদীস তার মতের পক্ষে হওয়ায় তিনি ঐ হাদীসাটিকে সহীহ বলেছেন। আবার ঐ একই সনদের হাদীস দ্বারা যখন তার বিরোধীরা দলীল দিয়েছেন তখন তিনি হাদীসটিকে যয়ীফ বলে দিয়েছেন। এ জাতীয় অনেক ঘটনা ঐ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (শায়খ আলবানীর বিরুদ্ধে লিখিত আরো কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলোঃ শায়খ আব্দুল হাই ইনবে সিদ্দীক আলগুমারী প্রণীত- القول المقنع فى الرد على الالبانى المبتدع 'নতুন মতবাদের প্রবর্তক আলবানীর সন্তোষজনক প্রতিউত্তর'। শায়খ মাহমূদ সাঈদ মাহমূদ প্রণীত ছয় ভলিউমে প্রকাশিত বিশাল কিতাব- التعريف باوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف 'যে ব্যক্তি হাদীসকে সহীহ ও যয়ীফ দুই ভাগে ভাগ করেছে তার ভুল-ভ্রান্তির পরিচয়'। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. প্রণীত- كلمات فى كشف اباطيل وافتراءت 'আলবানীর বাতিল মতবাদ ও মিথ্যা অপবাদের উন্মোচনে কিছু কথা'। এছাড়াও আরো অনেক কিতাব রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সংকলক)

যাইহোক বলা হচ্ছিল যে, আহলে হাদীস ফেরকাটা বৃটিশরা তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের তৈরি ও অনুমোদন করে গেছে।

২. ১২৪৬ হিজরীর আগে পৃথিবীতে আহলে হাদীস নামে কোনো ফেরকা ছিল না। 'আহলুল হাদীস' তো মুহাদ্দিসীন তথা হাদীস বিশারদ ইমামদের উপাধি। বর্তমান আহলে হাদীস ফেরকা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে এ কথার দাবি করছে যে, তারা সর্বক্ষেত্রে হাদীস মেনে চলে। অথচ হাদীসের কিতাবে কোথাও নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস মানতে বলেননি। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানেই নিজেকে মানতে ও অনুরসরণ করতে বলেছেন সেখানেই সুন্নাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলেছেন, সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, হাদীস অনুসরণ করতে বলেননি কিংবা আঁকড়ে ধরতে বলেননি; বরং নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোমরাহ ফেরকার কার্যক্রম বুঝাতে গিয়ে হাদীস শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ গোমরাহ ফেরকা মানুষকে হাদীস বলে বলে গোমরাহ করবে, সুন্নাহ বলে নয়। যেমন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক হাদীসে বলেনঃ 'শেষ যমানায় অনেক প্রতারক ও মিথ্যুক লোকের আবির্ভাব হবে, তারা তোমাদের কাছে এমন হাদীস পেশ করবে যা তোমরাও শুননি, তোমাদের পূর্বপুরুষরাও শুনেনি। সাবধান তারা যেন তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে।' (সহীহ মুসলিম হা. নং ৭)

আরো জেনে রাখা উচিত যে, হাদীস ও সুন্নাহ এক নয়; বরং এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের আকারিগণ, বিশেষকরে বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ এর সদরুল মুদাররিসীন ও শাইখুল হাদীস মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা.বা. তার বিভিন্ন কিতাবে হাদীস ও সুন্নাহ এর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যার সারকথা এই, উম্মতের জন্য দ্বীনের উপর চলার অনুসরণীয় পথকে সুন্নাহ বলে। আর প্রত্যেক সুন্নাহই হাদীস কিন্তু অনেক হাদীস সুন্নাহ হলেও সকল হাদীস সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ সকল হাদীস উম্মতের জন্য দ্বীনের উপর চলার অনুসরণীয় পথ নয়। কেননা হাদীসের মধ্যে এমন অনেক হাদীস আছে যা মানসূখ হয়ে গেছে যেমনঃ বুখারী শরীফের কিতাবুল জানায়েজের

প্রায় এক পৃষ্ঠা ব্যাপী ১৩০৭-১৩১৩ নং হাদীসগুলি মানসূখ। যেখানে জানাযা নিয়ে যেতে দেখলে সকলকে দাঁড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। এই হুকুম অন্য সহীহ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

(উমদাতুল কারী-৫/১৪৬)

এমনিভাবে প্রথম যুগে নামাযে কথা বলা, সালাম দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া সবই জায়েয ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী হা.নং ১১৯৯,১২০০) এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে এই হুকুম ছিল যে, আগুনে পাকানো কোনো জিনিস খেলে উযূ ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু পরবর্তীতে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দাস এর দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই হুকুম রহিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হ. নং ৭২৫২) তো এগুলি সবই সহীহ হাদীস, কিন্তু সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ এই হাদীসগুলি উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়। আর এমন অনেক হাদীস আছে যার হুকুম নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে খাস যেমন ঃ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ১১টি বিবাহের কথা এবং মহর দেওয়া ছাড়া বিবাহ করার কথা হাদীসে এসেছে তো এগুলি হাদীস বটে, কিন্তু উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়াররাশাদ ফী সীরাতে খাইরিল ইবাদ ১১/১৪৩-২১৭)

আর এমন অনেক হাদীস আছে যা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো বিশেষ প্রয়োজনে করেছেন যেমন ঃ কোমরে ব্যথা থাকায় বা বসলে কাপড়ে নাপাক লাগার আশংকায় তিনি সারা জীবনে মাত্র দুইবার দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন, তো এই হাদীসের জন্য কি দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে সুন্নাত বলা যাবে? এমনিভাবে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। *(সহীহ বুখারী হা.নং ১৯৩৮)*

তাই বলে কি ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানোকে সুন্নাত বলা যাবে? তাছাড়া শুধু জায়েজ এ কথা বুঝানোর জন্য নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক কাজ করেছেন যেমন ঃ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার তাঁর এক নাতনীকে (উমামাহ বিনতে যয়নাব) কোলে নিয়ে নামায পড়িয়েছেন। *(সহীহ বুখারী হা. নং ৫১৬)*

এই ঘটনা তো হাদীসে এসেছে, তাই বলে কি বাচ্চা কোলে নিয়ে নামায পড়ানোকে সুন্নাত বলা যাবে? কক্ষনো না; বরং এই হাদীস দ্বারা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাচ্চাকে কোলে নিয়েও নামায পড়া বা পড়ানো যেতে পারে। এমনিভাবে রোযা অবস্থায় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এক বিবিকে চুম্বন করেছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১৯২৮) তাই বলে কি রোযা রেখে স্ত্রী চুম্বন করাকে সুন্নাত বলা যাবে?

উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, আহলে হাদীস নামটাই ঠিক না। কারণ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে কোথাও হাদীস মানতে বলেননি; বরং সুন্নাহ মানতে বলেছেন। যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবি করে, তাদের উচিত ১১টি বিবাহ করা। মহর ছাড়া বিবাহ করা। ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো, রোযা অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করা ইত্যাদিকে সুন্নাত মনে করা। তারাবীহ নামায শুধু তিনদিন মসজিদে এসে পড়া, কারণ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু তিনদিন মসজিদে এসে তারাবীহ পড়েছেন। *(সহীহ বুখারী হা. নং ২০১২)*

এমনিভাবে নামাযে কথা বলা ও সালাম দেওয়ার কথাও যেহেতু হাদীসে এসেছে তাই তাদের উচিত, নামাযে কথা বলা ও সালাম দেওয়া। কিন্তু তারা তো এসব করেনা। তাহলে কিভাবে তারা আহলে হাদীস হলো? বুঝা গেল, তাদের নামটাই সঠিক না এবং তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বললেও বাস্তবে তারা সব হাদীস মানে না।

তাছাড়া নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেননি। তাই আমরা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বলি অর্থাৎ আমরা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত মানি এবং সাহাবায়ে কেরামের জামাআতকে অনুসরণ করি। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন ও মানতে বলেছেন এ সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

١. المتمسك بسنتي عند فسادامتي فلهجرشهيد شهيد المعجم الاوسط

٢. تركت فيكم امرين...... كتاب الله وسنة رسوله- المؤطاء لما لك

٣. من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعدى فان له من الاجرمثل اجورمن

عمل بها.... ترمذى

٤. من احيا سنتي فقداحبنى.... ترمذى

٥. من اكل طيبا وعمل فى سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنة...... ترمذى

٦. تمسك بسنة خيرمن احداث بدعة... مسند احمد ٤/١

٧. مامن نبى بعثه الله فى امته قبلى الاكان له فى امته حواريون

واصحاب يأخذون بسنته... الصحيح لمسلم

٨. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها.... ابوداؤد

٩. ستة لعنتهم ولعنهم الله... والتارك لسنتي-

ترمذى

١٠. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين..... ابن ماجه

এই মুহূর্তে দশটি হাদীস উল্লেখ করা হলো যার সবকয়টির মধ্যে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে বলেছেন এবং সুন্নাহ তরকারীর উপর লানত করেছেন। একটি হাদীসের মধ্যে তিনি শুধু হাদীসকে (অর্থাৎ এমন হাদীস যা সুন্নাহ পর্যায়ে পৌঁছেনি) আঁকড়ে ধরতে বলেনটি। আহলে হাদীস দাবিদার ভাইয়েরা কি এমন একটি গ্রহণযোগ্য হাদীস পেশ করতে পারবেন, যার মধ্যে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে চলতে বলেছেন। হ্যাঁ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসকে রেওয়ায়েত করতে বলেছেন, অন্যের কাছে পৌঁছাতে বলেছেন, কিন্তু হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেননি বা হাদীস পর্যায়ে পৌঁছতে হবে।

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য করে গেছেন অর্থাৎ সুন্নাহ এর উপর আমল করতে বলেছেন আর হাদীসকে শুধু রেওয়ায়েত করতে বলেছেন, তাই এই পার্থক্য ঠিক রাখার জন্য হাদীসের সংকলকগণ তাদের কিতাবের নাম হাদীস শব্দ দ্বারা রাখেননি; বরং সুন্নাহ শব্দের বহুচন 'সুনান' দ্বারা রেখেছেন। যেমন ঃ সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন্ নাসাঈ, সুনানু ইবনে মাজাহ, সুনানুত তিরমিযী, সুনানুদ দারেমী, সুনানুদ্দারাকুতনী, সুনানুল বাইহাকী, সুনানু সাঈদ ইবনে মানুসূর ইত্যাদি। এসব কিতাবের লেখকগণ নিজ নিজ কিতাবে 'বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবে ওয়াসসুন্নাহ' নামক শিরোনাম দিয়ে কুরআন এবং সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী উল্লেখ করেছেন। শিরোনাম লেখার ক্ষেত্রেও তারা হাদীস শব্দ ব্যবহার করেননি। এমনিভাবে আইম্মায়ে উসূল শরিয়তের দলীল চতুষ্টয় বর্ণনার সময় প্রথমে কিতাবুল্লাহ এরপর সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ বলেননি। কারণ তারা বুঝতেন যে, হাদীস সাধারণভাবে উম্মতের আমল করার জন্য নয়; বরং সুন্নাহ অনুযায়ী উম্মতকে চলতে হবে, আমল করতে হবে।

৩. আহলে হাদীস ফেরকা তাকলীদকে শিরক বলে। অথচ তারা তাদের দাবী প্রমাণে বুখারী, মুসলিম এই ধরনের যেসব হাদীসের কিতাবে দেখে দলীল দেয়, সে-সব কিতাবের কোথাও তাকলীদকে শিরক বলা হয়নি; বরং এই কিতাবগুলোর লেখক সবাই কোনো না কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করতেন। যেমন ঃ ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এই চার জন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। *(তাবকাতুশ শাফেইয়্যাহ ১/৪২৫-৪২৬)*

আর ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ এই দু'জন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। *(মাআরেফুস সুনান) ১/৮২-৮৩)*

এখন প্রশ্ন হলো তাকলীদ করার কারণে কেউ যদি মুশরিক হয়ে যায় তাহলে তাদের কথা অনুযায়ী সিহাহ সিত্তায় ছয়জন লেখকই মুশরিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের কিতাব দিয়ে দলীল দেয় কেন? মুশরিকদের লেখা কিতাব দিয়ে দলীল দেয়া জায়িয হবে কি? (তাছাড়া মুজতাহিদ ব্যতীত আজ পর্যন্ত যে-সব বড় বড় উলামায়ে কেরাম

পৃথিবীর বুকে আগমন করেছেন তারা সবাই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা কুরআন-সুন্নাহ এর সুগভীর জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও তাকলীদ করাকেই নিজের জন্য নিরাপদ মনে করেছেন। আজ কাল কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, তারা অনুবাদসহ দুই চারটা হাদীস মুখস্ত করে নিজেকে পূর্বযুগের আলেমদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী ভাবতে শুরু করে দেয়। তারা কয়েকটি হাদীসের অনুবাদ পড়েই নিজেকে যুগের মুজতাহিদ ভাবতে শুরু করে। এমনটি করা কখনোই তাদের জন্য শোভনীয় নয়। যারা বিজ্ঞ আলেম কিংবা ফকীহ নয় তাদের কাজ তো শুধু এতটুকু যে, তারা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে, উলামা এবং ফুকাহাদের কাছে জিজ্ঞেস করে সে অনুযায়ী আমল করবে। উস্তাদ ছাড়া নিজে নিজেই কুরআন বা হাদীস রিসার্চ করা সাধারণদের দায়িত্ব নয়। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন 'তোমরা কোনো কিছু না জেনে থাকলে আহলুযযিকির তথা উলামা-ফুকাহাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও'। *(সূরা- নাহলঃ ৪৩)*

তাছাড়া তারা যে হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ, যয়ীফ, ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে এসবও তো তারা তাকলীদ করনেওয়ালাদের কিতাব থেকেই নিয়েছে। উসূলে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব 'নুখবাতুল ফিকার' এবং 'মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ' শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইবনে হাজার আসকালানী ও ইবনুস সালাহ লিখেছেন। 'মুকাদ্দামাতুশ শায়খ' হানাফী মাযহাবের অনুসারী আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী লিখেছেন। (আসতাসবিয়াতু বাইনা হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা' প্রসিদ্ধ হানাফী মুহাদ্দিস ও ফকীহ তহাবী রহ. লিখেছেন। 'তাওজীহুন নযর' তাহের ইবনে সালেহ জাযায়েরী হানাফী লিখেছেন। 'তাউযীহুল আফকার' আমীরে সনআনী হানাফী লিখেছেন। 'শরহু শরহি নুখবাতিল ফিকার' মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখেছেন। 'কফবুল আসার ফী সফবি উলূমিল আসার' রযিউদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম হানাফী লিখেছেন। 'ইমআনুন নযর' শায়খ আকরাম সিন্দী হানাফী লিখেছেন। 'আররফউ ওয়াততাকমীল' আব্দুল হাই লাখনবী হানাফী লিখেছেন। 'আততাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ' ইবনে রজব হাম্বলী লিখেছেন। 'আল ইলমা' কাযী ইয়ায মালেকী লিখেছেন। সংকলক) এমনিভাবে উসূলে হাদীসের উপর আরো

যত কিতাব আছে সবই কোনো না কোনো মুকাল্লিদ তথা মাযহাবের অনুসারী লিখেছেন। এখন প্রশ্ন হলো তাদের মতানুযায়ী এইসব মুশরিকদের কিতাব থেকে নেওয়া সহীহ, যয়ীফ এজাতীয় অন্যান্য পরিভাষা ব্যবহার করা তাদের জন্য কিভাবে বৈধ হবে?

৫. আহলে হাদীস সম্প্রদায় তথা যারা মাযহাব মানে না, তাদের কোনো ধারাবাহিক সিলসিলা নেই। তারা নতুন উদ্ভাবিত দল। আর আমরা যারা মাযহাব মানি তাদের ধারাবাহিকতা আছে। ১৪শ বছর যাবত এই পৃথিবীতে মাযহাব মাননেওয়ালাদের কিতাব পড়া ও পড়ানো হচ্ছে। আহলে হাদীস সম্প্রদায় নতুন উদ্ভাবিত হওয়ার দলীল হলো তাদের জন্মই হয়েছে বৃটিশ সরকারের গর্ভে। বৃটিশরা এই উপমহাদেশ দখল করার আগে যদি তাদের কোনো অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে তারা ১২৪৬ হিজরীর আগে আহলে হাদীস সম্প্রদায় কর্তৃক লেখা হাদীস, উসূলে হাদীস, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ সম্পর্কীয় কোনো কিতাব দেখাক। আহলে হাদীস দাবিদার ভাইদের পক্ষে সম্ভব হলে উপরোক্ত ছয় বিষয়ে লিখিত ছয়টি কিতাব দেখাক। তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে লিখিত যে-সব কিতাব পৃথিবীর বুকে আছে তা সবই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী কিংবা মুজতাহিদ লিখেছেন। তারা মাযহাব মাননেওয়ালাদের কিতাব পড়ে আবার তাদেরকেই মুশরিক বলে, কি আজব বৈপরীত্য।

মুফতী মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী যিনি দেওবন্দের প্রধান মুফতী ছিলেন তিনি বলেন, হযরত মাওলানা ইবরাহীম বালইয়াবী রহ. বলেছেন, আমার একজন আহলে হাদীস উস্তাদ ছিল। তিনি ফাতাওয়াও লিখতেন। আমি একদিন তার কামরায় প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, তিনি (হানাফী মাযহাবের ফিকাহ এর প্রসিদ্ধ কিতাব) হেদায়া এবং ফাতাওয়া আলমগিরিয়্যাহ অধ্যায়ন করছেন। তখন আমি বললাম, হযরত আপনি আহলে হাদীস হওয়া সত্ত্বেও হানাফীদের কিতাব অধ্যায়ন করছেন কেন? তিনি বললেন, এইসব কিতাব ছাড়া জুযইয়্যাত (খুঁটিনাটি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান) আর কোথায় পাব? এইসব কিতব দেখেই ফাতাওয়া দেই কিন্তু দলীলের আলোচনায় এইসব কিতাবের নাম উল্লেখ করি না; বরং হেদায়ার মাসআলার দলীল হিসেবে হেদায়ার মতন ও

টিকায় যে-সব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সে-সব হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করে দেই। আর লিখে দেই, এই মাসআলা অমুক হাদীস থেকে সাবেত হয়েছে। *(মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত-২/৯১)*

আল্লামা ইবরাহীম বালইয়াবী সাহেবের উস্তাদ ঐ আহলে হাদীস আলেম স্পষ্ট স্বীকার করলেন যে, তারাও মূলত হানাফীদের কিতাবের প্রতি মুহতাজ। আর তারা হানাফীদের প্রতি মুহতাজ হবেই না বা কেন, তাদের তো কোনো কিতাব নেই। মুকাল্লিদদের লিখিত কিতাব ছাড়া তারা এক কদমও এগুতে পারবে না।

৬. আহলে হাদীস সম্প্রদায় যদিও বলে আমরা কারো তাকলীদ করি না, কিন্তু তারা বাস্তবে মুহাদ্দিসীনদের তাকলীদ করে থাকে। কারণ, তারা কোনো বিষয়ের দলীল হিসেবে বুখারী, মুসলিম এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের কিতাব থেকে হাদীস পেশ করে থাকে। যার অর্থই হলো তারা তাদের তাকলীদ করে। অথচ বড় বড় মুহাদ্দিসীন নিজেরা ফাতাওয়া না দিয়ে ফাতাওয়ার জন্য ফুকাহাদের কাছে যাওয়ার জন্য বলতেন। এর কারণ হিসেবে ইমাম তিরমিযী রহ. এর কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি তার সুনানে কিতাবুল জানায়েযের একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, هكذا قال الفقهاء وهم اعلم بمعانى الحديث 'ফকীহগণ এই হাদীসের ব্যাপারে এমনটি বলেছেন, আর তারা হাদীসের অর্থ সবচেয়ে ভালো জানেন'। *(তিরমিযী হা. নং ৯৯০)*

৭. তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইজমা ও কিয়াসকে শরীয়তের দলীল মানে না। অথচ ইজমা কিয়াস দলীল হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ইজমা দলীল হওয়া সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াত-

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ-(سورة النساء)

দ্বারা প্রমাণিত। কারণ এই আয়াতের মাধ্যমে মুফাসসির এবং উসূলী উলামায়ে কেরাম ইজমা শরীয়তের দলীল হওয়া প্রমাণ করেছেন। আর সূরা হাশরের ২ নং আয়াত-

فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ-

দ্বারা কিয়াস শরীয়তের দলীল হওয়া প্রমাণিত হয়। তাছাড়া হাদীসের কিতাবে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের কিয়াসের ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে। (কেউ বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে মাসিক আল আবরারে প্রকাশিত 'সিরাতে মুস্তাকীম' শিরোনামে হযরতের ধারাবাহিক লেখা পড়ে নিবেন, সেপ্টেম্বর ২০১২ঈ. থেকে শুরু।)

আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইজমা-কিয়াসকে শরীয়তের দলীল না মানায় তারা اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ... سورة المائدة:٣ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম' (মায়েদা: ৩) এই আয়াতকে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হয়। কেননা এমন হাজার হাজার মাসআলা আছে যার সমাধানে সরাসরি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। এ সব ক্ষেত্রে ফকীহগণ ইজমা অথবা কিয়াস এর মাধ্যমে সমাধান দিয়ে থাকেন। যারা ইজমা এবং কিয়াসকে শরীয়তের দলীল মানবে না তারা ঐ সব মাসআলার সমাধান কিভাবে দিবে? এবং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা 'আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এর বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব হবে?

Design- boipolli- 01761605885

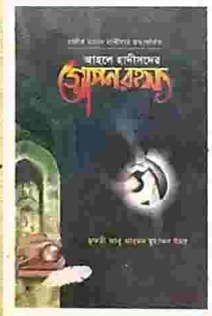

প্রকাশনায়
বাইতুল উলূম লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদীস মানার দাবীদার তথাকথিত
আহলে হাদীসদের
আসলরহস্য

মুফতী আবু আহমদ মুহাম্মদ উমর